(ধর্ম্ম-মূলক দৃশ্য-কাব্য)

শ্রীদুর্গাদাস দে প্রণীত।

১৩০৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা।

৬নং বিডনষ্ট্রীট, মিনার্ভা থিয়েটার হইতে প্রকাশিত।

(ডাক মাস্থল ৴০) মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ছায়ার বাড়ী।

(ছায়া ও শ্রী)

ছায়া। তারপর কি হ'ল ?

শ্রী। তারপর কালিন্দী মাসী পাপিষ্ঠকে একটা আঘাত ক'রে, আমাকে বগলে ক'রে নিয়ে পালিয়ে এল, কোন্ দিক দিয়ে পালিয়ে এল তা কিছুই বুঝতে পাল্লুম না, এনে তোর বাড়ীতে আমাকে দিয়ে গেল।

ছায়া। আহা, কালিন্দী মাসীত বড় পরোপকারী!

শ্রী। ছায়া, বৈষ্ণব মাসীর উপকার আমি জীবনে ভুলতে পার্‌বনা।

ছায়া। শ্রী, আয়—ঘরে আয়, একটু মুখে হাতে জল দিবি আয়! এ সব ঘর দোর তোর। যাতে সুধাকরের সর্ব্বনাশ হয়—তা কচ্ছি।

শ্রী। ছায়া, আর মুখে হাতে জল দেবনা, দেখ, আমার জন্যে পিতা মাতা বিবাগী, ভাইটে বনে বনে বেড়ায়, যার সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা কল্লুম, যার সঙ্গে বিবাহ হবে ব'লে স্থির হ'ল, সেও ফেলে চলে গেল। আর কেন, আর পাপ দেহ ধারণ করে ফল কি? ভাইটে রইল দেখিস্, আমি আজই দেশত্যাগী হব। আমার আর বাঁচ্‌বার সাধ নেই। ভগবান, আমার মাকে এনে দাও! আমার বাবাকে এনে দাও! আমার পরি-

চারককে দেশে এনে দাও! তাদের দেখে সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাই। আর এ পাপ সংসারে থাক্‌বনা।

ছায়া। কাঁদিস্‌নি,—আয়, ওঘরে আয়। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাথজী—বিগ্রহ-বাটী।

(নাথজী দৌড়ে আসিয়া সিংহাসনে দণ্ডায়মান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোবিনজী দৌড়ে আসিয়া নাথজীকে মারিতে উদ্যত)

গোবি। ওরে বেটা চুরি করা ছেলে! ওরে বেটা হেরো ছেলে! নেবে আয় বেটা নেবে আয়, তোকে একবার দেখি! বেটাকে যদি একবার বাগে পাই, তাহ'লে ঝোটন ধরে লোটন খাওয়াই। আয় না বেটা, নেবে আয় এবার ধর্‌তে পাল্লে বেঁধে প্রহার দেব।

নাথ। (স্বগত) সখা, তুমি কি আমায় বাঁধ্‌তে বাকী রেখেছ, আমি কি ধরা দিতে বাকী আছি? তুমি যে ধরা ধরেছ আর আমার পালাবার যোটী নেই। (প্রকাশ্যে) সখা, সখা, মার্‌বেনা?

গোবি। আর তোমার সখা ব'লে আদর করে ডাক্‌তে হবেনা, আয় বেটা আগে মারি।

নাথ। (স্বগত) সখা, তোমার মার খেতে আমি বড় ভালবাসি, তুমি না মাল্লে যে আমার মার খেয়ে মন ওঠে না। সখা! জোর! মার বড় মার্‌রে! (প্রকাশ্যে) যদি মার্‌বি ভাই, তবে আয়না—মার্‌না, ওহো, ওহো, পাল্লে না!

গোবিন্। আচ্ছা দাঁড়া বেটা জোচ্চোর, দাঁড়া! আচ্ছা আমি এইখানে বসলুম, দেখি, তুই বেটা কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্? বেটাকে না মেরে আজ ভাত যাচ্ছিনা! বেটা ভিখিরীর ছেলে আবার ঠাকুর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বেটার নষ্টামি দেখ। কেমন বেটা সে দিন চাকরের মত ভাত ব'য়ে নিয়ে গেছলি!

নাথজী। (স্বগত) সখা, ভক্তের চাক্‌রী আমার একচেটে, এ আমার তিরস্কার নয়, অমূল্য পুরস্কার। (প্রকাশ্যে) সখা, সখা, আয় না, আমার কাছে আয়না, আমায় মার্‌বি আয়না, আমার পিঠ সুড়সুড় ক'চ্ছে, আয় না!

গোবিন্। তোমারও পিঠ সুড়সুড় ক'চ্ছে, আমারও হাত সড়্‌সড়্‌ ক'চ্ছে, বাগে পেলেই একবার লাগাই।

নাথজী। সখা, ছুও—আমার কাছে আস্‌তে পাল্লে না।

গোবিন্। দাও বাবা, ছুও—দাও! প্যাঁচে পড়্‌লে সব বেটা ছুও—দেয়। (দাঁড়াইয়া) ওরে বেটা তোর কাছে যে আমি যেতে পাচ্ছিনা। ধর্‌তে পাল্লে সখাকে একবায়ে অক্কা ক'রে ছেড়ে দিতুম। দাঁড়া একটা বাঁশ আনি, এমন মার আজ দেব, যে মা—বলতে দেবনা, বেদম্ মার্‌ব।

নাথজী। (স্বগত) কৈ আমায় বেদম্ মারে কৈ? সকলেই দম রেখে মারে, শেষ গম্ খেয়ে ভয়ে পালায়। (প্রকাশ্যে) সখা! সখা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, ক্ষিদেয় পেট জ্বল্‌ছে, কিছু খেতে দিবি? ভাই?

গোবিন্। আগে একবার নাব্‌না বেটা, তারপর এমন খেতে দিব যে আর একমাস খেতে হবেনা। নাব্‌বিনি?

নাথজী। না।

গোবিন্। হ্যাঁ, তোকে নেবে আস্‌তে হবে।

নাথজী। যদি না নাবি ?

গোবিন্। তোর বাবাকে নাব্‌তে, হবে আমি এই খানে বস্‌লুম।

(উপবেশন)

নাথজী। (স্বগত) সখা যা বল্‌ছে তা ঠিক্। জোর ক'ল্লে আমাকে নাব্‌তেই হবে। সখার একটু মজা দেখি। (প্রকাশ্যে) সখা, ঠাকুর হবি ?

গোবিন্। ঠাকুর হব কিরে বেটা, ঠাকুর হ'লে যে মরে যাব। (উঠিয়া) দাঁড়া বেটা, তোকে আগে শিক্‌লী দিয়ে রাখি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুরী গড়বেষ্টিত প্রমোদ কানন)

পরি। লোকে মৃত্তিকার অচেতন প্রতিমা দর্শনে প্রাণকে পবিত্র করে, আর আমি সচেতন প্রতিমা দর্শন করে প্রাণকে পবিত্র কর্‌তে পার্‌লুম না! ধিক্ আমার প্রাণে! শ্রী! তুমি যার, তারি হবে তবে তোমার তরে আমার এত যাতনা কেন ? শ্রী! শ্রী! তোমার জন্য যে হৃদয় শ্মশান হয়েছে যে—শ্মশানে রাবণের চিতার ন্যায় তোমার রূপরাশি অহরহ জ্বলে উঠ্‌ছে—সে শ্মশান কি জীবনের সমস্ত অশ্রু রাশিতে নিভ্‌বে ? যে চিতার সমস্ত ধূম রাশি মনের নয়নকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই নয়ন—সেই মনের নয়ন কি আবার ফুট্‌বে ? হঠাৎ রজনী দিবস বলে বোধ হ'ল

কেন? হঠাৎ প্রমোদ কুঞ্জের কোকিলগণ নীরব হ'ল কেন? নভঃস্থলে ভীষণ মেঘগর্জ্জন হ'চ্ছে কেন? আকাশে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠ্‌ল কেন? ঝড়ের সঙ্গে আবার প্রবল বারি বর্ষণ হ'তে লাগ্‌ল কেন? শ্রী! আমি প্রবল ঝড় বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করি না, মেঘের ভয়ানক গর্জ্জনকে ভয় করি না, বজ্রাঘাত বুকে ধর্‌তে ভয় করিনা, জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হ'লেও ভয় করিনা, ভয় করি তোমার ভালবাসার মৃদু বাতাস।

(সুধাকরের প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

সুধা। পরিচারক! পরিচারক!

পরি। (বিস্ময়ে) কেও, কে আমাকে ডাক্‌লে?

সুধা। আমি সুধাকর।

পরি। সুধাকর! সুধাকর! প্রাণের বন্ধু সুধাকর! কৈ তুমি একবার দেখা দাও! আমি বন্দী, আমি শ্রীকে ভালবাসি বলে বন্দী,—বন্দীকে উদ্ধার কর ভাই!

সুধা। পরিচারক! আমি তোমার বন্ধু নই' আমি তোমার শত্রু।

পরি। না—না—না—সুধাকর, তুমি শত্রু নও, তুমি, আমার পরম বন্ধু! সুধাকর! শ্রীকে কি সঙ্গে করে এনেছ? আমার কাছে নিয়ে এস, না আন, যেখানে আছে সেইখান থেকেই একবার দেখাও, একটী বার শ্রীকে দেখি। শ্রী—শ্রী—শ্রী, কতদিন কত শত পারাবার পার ক'রে চক্ষু দুটী তোমার কাছে পাঠিয়েছি, কতদিন কত ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাতের সহিত মহা সংগ্রাম ক'রে প্রাণটীকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি, কৈ—তোমাকেতো দেখ্‌তে পাইনি! আমার একটী ভিক্ষা, তুমি দূর থেকে আমায় একবার দেখা দাও, একবার পরিচারক ব'লে ডাক,—আমার এই সামান্য অনুরোধটী

রক্ষা কর। শ্রী—তুমি রূপের বাতি জ্বালবার জন্য জন্মেছ, আর আমি পতঙ্গ হ'য়ে সেই আগুণে পোড়বার জন্য জন্মেছি। ভালবাস আর নাই বাস, একবার দেখা দাও।

সুধা। পরিচারক! পরিচারক! সুধাকর অবিশ্বাসী।

পরি। না, না, সুধাকর অবিশ্বাসী নয়, সুধাকর প্রাণের বন্ধু—বাল্যকালের বন্ধু, বাল্যকালের বন্ধু অবিশ্বাসী হ'তে পারে না।

সুধা। ভয় পেওনা—ভয় পেওনা—দেখা দিলে ভয় পেওনা !!!

(প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব]

পরি। (শিহরিয়া) এ যে প্রেতাত্মার অবয়ব। সুধাকরের চারিদিকে অগ্নি কেন? সুধাকরকে সর্প দংশন ক'চ্ছে কেন? সুধাকর নরকে কেন।

সুধা। পরিচারক, আমি অবিশ্বাসী শ্রী—

পরি। অঁ্যা—অঁ্যা—শ্রী—অবিশ্বাসিনী! শ্রী অন্যের পত্নী! আকাশ, এতক্ষণ তুমি আমার মাথার উপর ছিলে, দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন? আকাশ তোমার হৃদয় থেকে বাজটাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি আদর করে মাথায় রাখি। পৃথিবী! তোমার গর্ভে ত জলধি আছে? জলধি! মুহূর্ত্তের জন্য মহাপ্রলয় কর, প্রলয়ের প্রবল স্রোতে ভেসে যাই। সুধার সমুদ্র! তুমি গরল হয়ে উথ্‌লে ওঠ, আমি আকণ্ঠ পূরে পান করি। বোধ হয় সাত সমুদ্র বিষ পান ক'ল্লেও পিপাসা নিবারণ হবেনা, মৃত্যুও হবেনা! মা বসুমতি! কোলে নাও মা!

(জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

সুধা। আমি অবিশ্বাসী—শ্রী সতী! শ্রী—সাধ্বী!! দেখ, পাপের পরিণাম দেখ !!!

(ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। পরিচারক! পরিচারক!

পরি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কে তুমি?

ডালিয়া। আপনার দাসী ডালি।

পরি। কে—রাজকুমারী? রাজকুমারী, আপনি আমার কাছে আস্‌বেন না।

ডালিয়া। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার কাছে আস্‌ব।

পরি। রাজকুমারী—এ আশা পরিত্যাগ কর।

ডালিয়া। দেহের সঙ্গে সঙ্গে আশা পরিত্যাগ কর্‌ব।

পরি। কেন বৃথা আশায় আত্মাকে যাতনা দেবেন? আত্মাকে যাতনা দেওয়া মহাপাপ।

ডালিয়া। সব জানি।

পরি। তবে কেন পরের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌বেন?

ডালিয়া।

গীত।

ডালিয়া।

আপন হইতে তোমায় ভাবি আপনার।
পর হতে পর ভাব কেমন বিচার।
থাকে যদি হেন জন,
জানে যে সবার মন,
সুধাইও বলে দেবে কে আমি তোমার;—
দিয়ে মন রাখ প্রাণ কত সব আর।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুরী—কারাগার।

পরিচারক।

পরি। হৃদিপটে যে ছবি অঙ্কিত করা রয়েছে, তাত মুছে ফেলা যায় না, নয়ন মুদ্‌লেওতো মন থেকে অন্তর হয় না; ঘর পুড়ে গেছে, এখন ও আগুণ নিভ্‌ছেনা! ফুল শুকিয়ে গেছে তবুওতো সৌরভ বিলুতে ছাড়ছে না! আশা যখন ভেসে গেছে তখন আবার স্মৃতি কেন? স্মৃতি! তুমি বিস্মৃতি হও, সব ভুলে যাই। রাজকুমারী কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন, কারাগার, তুমি আমার বন্ধু! বন্ধুকে বন্দী ক'রে কি ফল? পালাবার পথ দেখিয়ে দাও, ছুটে গিয়ে শ্রীকে একবার দেখে আসি মা জগজ্জননি! তুই কোথা মা, একবার দেখা দেমা—তোর কোলে শুয়ে প্রাণের জ্বালা শীতল করি।

(উন্মাদিনীবেশে ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। পরিচারক!

পরি। রাজকুমারী, আবার এখানে কেন?

ডালিয়া। এখানে কেন—এ কথায় উত্তর বড় কঠিন। মর্‌বার জন্য এসেছি।

পরি। আমায় অপরাধী করেন কেন?

ডালিয়া। আপনি শত সহস্রবার অপরাধী। আপনি কি জানেন না যে মর্‌বার বিষ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই বিষ প্রাণ পূরে পান করেছি, সেই বিষ আমার দেহ বিষাক্ত করেছে।

পরি। আমি আপনাকে বিষ দিয়েছি, কি বিষ দিয়েছি?

ডালিয়া। নিরাশা,—বুঝ্‌লেন ?

পরি। আপনি অন্যায় বুঝেছেন।

ডালিয়া। উঃ—পুরুষ জাতি বড়ই নির্দ্দয়, বড়ই নির্ম্মম, পড়ই পাষাণ! ঐ দেখুন, মৃত্যুর ছায়া আমার দেহকে আলিঙ্গন ক'চ্ছে, দেখুন কাঁদ্‌বার শক্তি নেই, মরবার সময় উপস্থিত! নয়নের কোণ থেকে আগুণ বেরুচ্ছে—সেই আগুণে পুড়ে যাচ্ছি! হয় তুমি মর, না হয় আমি মরি,—না হয় একবার বল ভালবাসি।

পরি। না।

ডালিয়া। (স্বগত) ছি—ছি—ছি! ধিক্ আমাকে! প্রাণ, তবু তুই অপ্রেমিকের অনুরাগিণী হ'তে চাস্? আরে পাপ মন! এত অশ্রদ্ধায় তোর ঘৃণা হ'লনা? পরিচারক অন্যের হবে তা দেখ্‌তে পার্‌বনা, মেরে ফেলে সুখী হব। (প্রকাশ্যে) পরিচারক, পরিচারক! এই শেষ দেখা—সাবধান!

পরি। (স্বগত) শ্রী. ঘোর বিপদ! বুঝি দেখা হলনা। তুমি অন্যের হলেও দেখে সুখী হতেম—তা বুঝি হ'লনা। শ্রী! তুমি সুখে থাক। (প্রকাশ্যে) আমি মরণে প্রস্তুত, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

ডালিয়া। উঃ—এখনও অশ্রদ্ধা, আর সহ্য হয় না এইবার—

সংহার !!!

(প্রথমবার ঘণ্টাবাদ্য ও প্রথম কবাটবন্ধ)

ভালবাস্‌বে ?

পরি। না! দীননাথ! এ আবার কি ?

ডালি। উঃ—নিষ্ঠুরের বাজে গড়া প্রাণ, বিন্দু মাত্র দয়া নেই।

সংহার !!!

(দ্বিতীয়বার ঘণ্টাবাদ্য ও দ্বিতীয় কবাটবন্ধ)

পরিচারক ! ফের জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি ভালবাস্‌বে ?

পরি। না ! (স্বগত) দেখ্‌ছি জীবনের শেষ, একবার প্রাণ ভরে শ্রীকে ডাকি শ্রী—শ্রী—শ্রী !

ডালিয়া। মেরে ফেল্লেও প্রাণের জ্বালা যাচ্ছেনা।

সংহার !!!

(তৃতীয়বার ঘণ্টাবাদ্য ও তৃতীয় কবাটবন্ধ)

পরি। শ্রী—শ্রী—শ্রী ! দিননাথ, দিননাথ !

ডালিয়া।

সংহার।

(চতুর্থবার ঘণ্টাবাদ্য ও চতুর্থ কবাটবন্ধ)

(স্বগত) গাছগুলো সব নোড়ে নোড়ে কি বল্‌ছে—দেয়াল গুলো যেন ধর্‌তে আস্‌ছে—আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাজ নেবে আস্‌ছে—নরক থেকে দলে দলে যমদূতেরা মশাল নিয়ে আস্‌ছে। পালাই—পালাই—পালাই ! খুন করেছি—পালাই—পালাই—পালাই !!! (প্রস্থান)

(বেগে সাজিয়ার প্রবেশ)

সাজিয়া। একি হল, অসময়ে কারাগারের ঘণ্টা বাজ্‌ল কেন ? পরিচারকেরতো কোন অমঙ্গল হয়নি ? রাজকুমারী পাগলের মত আমার সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল, আমাকে দেখ্‌তে পেলেনা, নিশ্চয় কোন বিপদ উপস্থিত ! (কারাগারের নিকট গিয়া)

সর্ব্বনাশ হয়েছে, পরিচারক দেখ্‌ছি খুন হয়েছে। রাজকুমারি! তুই নরকের কীট! দু দণ্ড কি অতীত হয়েছে? দেখি ভগবান কি করেন?

রক্ষা কর!

(প্রথমবার ঘণ্টাবাদ্য ও প্রথম কবাট উদ্ঘাটন)

(ব্যস্ত হইয়া) কেউ শুন্‌তে পেলে নাকি? না—কেউ পায়নি।

রক্ষা কর !!

(দ্বিতীয়বার ঘণ্টাবাদ্য ও দ্বিতীয় কবাট উদ্ঘাটন)

কার না পায়ের শব্দ? কেউ আস্‌ছে নাকি? না—কেউ না।

রক্ষা কর !!!

(তৃতীয়বার ঘণ্টাবাদ্য ও তৃতীয় কবাট উদ্ঘাটন)

(পরিচারকের বাহির হউন)

পরি। দিননাথ! মধুসূদন!

সাজিয়া। পরিচারক! পরিচারক! শীঘ্র বেরিয়ে আসুন!

পরি। আপনি কে?

সাজিয়া। আমি যেই হই, চলে আসুন! (স্বগত) আমি কে—তা যদি জান্‌বে তা হ'লে আমার এত যাতনা!

পরি। আপনি বোধ হয় স্বর্গ থেকে আস্‌ছেন?

সাজিয়া। না, আমি নরক থেকে আস্‌ছি। (স্বগত) স্বর্গ তোমার হাতে, যদি দাও তবে পাব।

পরি। সাজিয়া তোমায় চিন্তে পারিনি—সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। কোথা যাব, আমার দেহ যে অবশ হয়েছে, আমার মথা ঘুর্‌ছে, মনের স্থিরতা নেই. প্রাণের আশা নেই ভয় ক'চ্ছে।

সাজিয়া। (স্বগত) ডালিয়া নিজের আশা ভরসা নষ্ট ক'চ্ছে, আমারও আশা ভরসা নষ্ট ক'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) আপনার ভয় নেই, এখনি আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন।

পরি। দেশে? দেশে? (স্বগত) শ্রী যেখানে আছে? শ্রী কি আমার আছে না অন্যের হ'য়েছে? (প্রকাশ্যে) আপনি কি ক'রে পাঠাবেন?

সাজিয়া। তার উপায় আমার কাছে।

পরি। চলুন; আপনার ত কোন বিপদ্ হবেনা?

সাজিয়া। (স্বগত) যে বিপদ হয়েছে, তার চেয়ে আর কি বিপদ্ হবে। (প্রকাশ্যে) না—সে ভয় নাই।

পরি। আপনি দেবী, আপনার চরণে প্রণাম।

সাজিয়া। (স্বগত) শুধু প্রণামে কি প্রাণের জ্বালা যায়, প্রাণ যে প্রণামের উপর আশা করে। (প্রকাশ্যে) আপনাকে এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

পরি। আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন তার আবার অনুমতি কেন?

সাজিয়া। (স্বগত) যার জন্যে প্রাণ কাঁদে, তাকে সাবধানে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়, এক কথায় সর্ব্বনাশ হয়। (প্রকাশ্যে) পুরীতে কি আর আস্‌বার ইচ্ছা আছে?

পরি। যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহ'লে আস্‌ব।

সাজিয়া। (স্বগত) আর একটী কথা বল্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আপনার বিবাহের সময় আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ব্বেন? যদি না নিমন্ত্রণ করেন আর আমরা যদি যাই?

পরি। এ দুঃখের সময় এ রহস্য কেন? আমার পরম সৌভাগ্য।

সাজিয়া। (স্বগত) একেই বলে "যেচে মান কেঁদে সোহাগ"। (প্রকাশ্যে)

আমি সঙ্গে লোক দিচ্ছি, ঘাটে নৌকা আছে, আপনি এখনি চলে যান, আর বিলম্ব কর্‌বেন না। আর একটা কথা আপনি বোধ হয় আমাদের ভুলে যাবেন।

পরি। আপনার ঋণ কখন ভুল্‌তে পার্‌বনা।

রাজিয়া। ঋণ পরিশোধ কর্‌বেন কবে?

পরি। সময়ে কর্‌ব।

রাজিয়া। আমি ঋণের অংশ নেব না, সমুদয় ঋণ যদি পরিশোধ কর্‌তে পারেন তবে গ্রহণ কর্‌ব।

(ঈঙ্গিৎ করণ ও দৈত্যের আবির্ভাব)

দেখ্‌ পাহাড় সিং, ঘাটে নৌকা আছে, যতদূর অবধি ইনি যেতে বল্‌বেন এঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌বে।

পরি। আদেশ শিরোধার্য্য।

পরি। তবে যাই।

রাজিয়া। যাই বল্‌তে নেই, বলুন আসি।

পরি। আসি। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

রাজিয়া। আসুন! ভালবাসার অগাধ কথা কি এক কথায় শেষ হয়? যার সঙ্গে সমস্ত জীবন কথা কয়ে আশা মেটেনা, তার সঙ্গে কি এক মুহূর্ত্ত কথা ক'য়ে সে আশা পূর্ণ হয়? যে আজীবন কুসুম উদ্যানে বাস কর্‌তে চায়, তার কি একটী সামান্য ফুলে আশা পূর্ণ হয়? ভালবাসা বড় পুণ্যের জিনিষ, পুণ্যের জিনিষে পাপ সয়না। পরিচারক, তোমার কণামাত্র দয়ার আশা করিনা, আশা করি তোমার সমস্ত জীবনের প্রত্যেক জিনিষের। পরিচারক! তোমার কণামাত্র ভালবাসায় আমার পিপাসা মিট্‌বেনা।

গীত।

চাইনা চাইনা চাইনা তোমার ওজন করা ভালবাসা।
সিন্ধুসম ভালবাসা বিন্দুতে কি যায় পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা সোণা,
ভালবাসায় খাদ মেশেনা,
ভালবাসার বেচা, কেনা ভরা ডুবি করে আশা। (শেষে)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

গোলকদ্বার—রাধাকৃষ্ণ রায়।

রাধা। ছেলেটা কোন্ দিক্ দিয়ে কোথা নিয়ে এল, কিছুই বুঝ্তে পাল্লুম না। চারি দিকে ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু ফুলতো দেখ্তে পাচ্ছিনা, রাস্তাওতো খুঁজে পাচ্ছিনা, সাম্‌নে একটা বড় লোকের বাড়ী ব'লে বোধ হচ্ছে, দরজাওতো খুঁজে পাচ্ছিনা, ভূতের বাড়ী নাকি? হরি, দীনবন্ধু, আমার আক্কেলটা দেখুন প্রভু, সশরীরে বৈকুণ্ঠে তোমার দেখ্‌বার সাধ, শুধু দেখবার সাধ নয় কিছু নেবার সাধ। সাধ পূর্ণ কর প্রভু! ঐ গাছ তলায় একটু বসি, কাকেও দেখ্‌তে পেলে গোবর্দ্ধন গ্রামের রাস্তা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।

(প্রস্থান)

(পটপরিবর্ত্তন)

গোলক।

লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মী। নাথ! কাঁদান ঘোরান কি তোমার রোগ?

নারা। প্রিয়ে! কাঁদলেই কাঁদতে হয়, ঘুরলেই ঘোরাতে হয় তাকি তুমি জাননা?

লক্ষ্মী। প্রিয়তম! তুমিত লোককে কাঁদাও, কৈ কাঁদতেতো দেখলুম না।

নারা। সুহাসিনি! তুমি কি বোঝনা, যে ভক্তের তরে আমি দিনরাত কাঁদছি, আমার কান্না কি কেউ শুনতে পায়, যে শুনতে পায় তাকে আর কাঁদতে হয় না।

লক্ষ্মী। প্রিয়তম! অত মনে মনে কাঁদ কেন? না হয় একটু চেঁচিয়ে কাঁদনা, যাতে লোকে শুনতে পায় তাই করনা, যাতে লোকের আর কাঁদতে না হয় তাই করনা!

নারা। সুভাষিণি! কালায় কি আমার কান্না শুনতে পায়, যারা শুনতে পায় তারাই আমায় বিপদে ফেলে।

লক্ষ্মী। নাথ! সোজা পথে কি তোমায় চলতে মানা? সহজ কথা কহিতে কি একেবারে বারণ? দাঁড়াবে বাঁকা হ'য়ে, বাঁশী ধরবে বাঁকা ক'রে। নামটী তাও বাঁকা মনটী তাও বাঁকা!

নারা। তবে না হয় কাল থেকে সোজা হ'য়ে দাঁড়াব—কেমন?

লক্ষ্মী। সোজার রোজা দরকার।

নারা। প্রিয়তমে! আমার রোজা তুমি, কেবল তোমার কাছে আমি সোজা।

লক্ষ্মী। নাথ! শ্রীর পরীক্ষা কি এখনও শেষ হয়নি? আর কতদিন ঘোরাবে? আর কতদিন শ্রীকে পরীক্ষা করবে?

নারা। প্রিয়তমে! ভক্তের পরীক্ষা করা আমার একটী আনন্দ, এই মহানন্দে আমি বিভোর! ঐ দেখ গোবর্দ্ধনগ্রাম থেকে শ্রীর পিতা চারটী খুদ নিয়ে তোমাকে আমাকে দিতে আস্‌ছে। ঐ খুদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে। প্রিয়ে! ব্রাহ্মণকে এখন মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌ব। চিন্‌তে দেবনা।

(রাধাকৃষ্ণ রায়ের প্রবেশ)

নারা। ব্রাহ্মণ! তুমি কোথা যাবে?

রাধা। একটী ছেলে আমাকে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখাবার জন্যে এনে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে কোথা গেল, আমি তার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

নারা। ব্রাহ্মণ—তোমার বগলে কি?

রাধা। এঁ্যা—এঁ্যা—কিছু নয়! (গোপন করণ)

নারা। দাওনা, কি আছে দাওনা!

রাধা। (স্বগত) এঁ্যা—এযে আমি হরিকে দেব। হরি! হরি!

(মোহপ্রাপ্ত ও খুঁদ পড়িয়া যাওন)

নারা। প্রিয়ে! ব্রাহ্মণ অচেতন, আহা খুঁদের পুঁটলীটী প'ড়ে গেছে, এস আমরা খুঁদগুলি খেয়ে ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করি।

(খুদ ভক্ষণ)

লক্ষ্মী। হরি! ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রে দেশে পাঠিয়ে দাও।

নারা। সুভাষিণি! আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে, শ্রীকে আমি বড় ভালবাসি। গোবিন ভায়া সখা, সে আমাকে না মেরে খায়না, সখাকে রাজা করব, শ্রীকে রাজরাণী করব, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর দুঃখ আর রাখ্‌বনা। এখনি চেতন হবে, চেতন হ'লে দেশে ফিরে যাবে।

(রাধাকৃষ্ণের চৈতন্যপ্রাপ্তি)

রাধা। এঁ্যা—এঁ্যা—কে আমার পুঁট্‌লী নিলে, হরিকে দিয়ে কিছু নেব মনে করেছিলুম, তার কিছুই হ'লনা। যাই, বাড়ী যাই।

(প্রস্থান)

লক্ষ্মী। হরি, কত খেলাই জান!

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

সখী-গ। চল চলে চল কি করে ছল দেখিগে চল কালারে।
কালার জ্বালা সহিতে গেলে জ্বল্‌তে হয় সই ঘরে পরে।
চাপ্‌লে বদন যায় কি চাপা ভালবাসি বলি যারে।
তারে সেধে কেঁদে পায়ে ধ'রে মজিয়ে তুমি পড় সরে।

নারা। চুরি করা পায়ে ধরা শিখিয়েছেন এই রাই।
আমি বসন চুরি মাখন চুরি করে বেড়াই তাই।

লক্ষ্মী। রাধা ব'লে বাজাও বাঁশী (তুমি) ভালবাস কুব্জারে।
প্রেমের দায়ে পড়্‌লে ধরা সার কেবল পায়ে ধরে।

সখী,গ। ওহে বনমালি ছাড় চাতুরালী মজাওনা অবলারে।
ছলে বলে কত ছলে মজিয়ে পালাও যারে তারে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গোবর্দ্ধন গ্রামের পুরাতন কুঁড়ের পরিবর্ত্তনে অট্টালিকা)

রাধাকৃষ্ণ রায়।

রাধা। (চারিদিক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) এইখানেই না আমার কুঁড়ে ছিল? ঐ না সেই চাঁপা ফুলের গাছটা—ঐ না শ্রীদাম দাদার দোকান? বরাৎ দেখ্‌ছি সঙ্গে সঙ্গে যায়, কুঁড়ে খানা ছিল কে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ী করেছে। শ্রী কোথা গেল! গোবিন কোথা গেল! গিন্নী কোথায় গেল!

(কালবৌয়ের প্রবেশ।)

কা-বউ। বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর! আমায় চিন্তে পাচ্চেন না?

রাধা। না।

কাল। আমি ঐ ছিদেম মুদীর মেয়ে গো, তোমার বাড়ীর দাসী গো, মা ঠাক্‌রুণ দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তোমাকে ডাকৃছে, এস—বাড়ীর ভিতর—এস।

রাধা। আহা—আহা, ছি—ছি! ও কথা বোলোনা, ও কথা বোলোনা, কার বাড়ী যাব? ওরে বেটী, আমাকে ভদ্রলোকেয় বাড়ী ঢুক্‌তে বলিস্‌?

কা-বউ। বাবা ঠাকুর ক্ষেপেছ নাকিগো! তুমি যে ছিরি দিদির বাপ্‌গো! গোবিন যে তোমার ছেলে গো। ঐ যে মাঠাক্‌রুণ দাঁড়িয়ে গো!

রাধা। এঁ্যা—এঁ্যা—আমাদের তারা কোথায়, দেখিয়ে দিয়ে যাতো!

কাল। বাবাঠাকুর! ঐ দেখ দরজায় ছিরি দিদির মা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাধা। দূর—বেটী, ও শ্রীর মা কেন? তাকে কি আমি চিনিনা? শ্রীর মা বুঝি অত ফর্সা? সে অত গয়না পেলে কোথায়? ও একটা রাণী ফাণী কে হবে।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। বাড়ীর ভেতর এস।

রাধা। (প্রণাম করিয়া) গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি ছলনা কেন?

কমলা। আমি কমলা, চিন্তে পাচ্ছনা?

রাধা। কমলা—কমলা—কমলা যে ময়লা? কমলাতো রাণী নয়, কমলাতো কুঁড়েতে থাকে! আমাদের কুঁড়ে কোথা গেল? শ্রী কোথা গেল? গোবিন কোথা গেল, আমার গিন্নী কোথায় গেল! এ রাজার বাড়ী।

কমলা। যিনি রাজার রাজা ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, যে রাজার কাছে গিয়েছিলে—সেই রাজা এই বাড়ী দিয়েছেন।

রাধা। মা—মা, তুমি কমলা নও, তুমি রাজরাণী।

কমলা। ন্যাকা মিন্সের ন্যাকামি দেখ, বাড়ার ভেতর এস।

(হাত ধরে টান)

রাধা। আহা—আহা—কি কব, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের উপর—

(ক্যাবল রামের প্রবেশ)

ক্যাবল। বোনাই! বোনাই! আমি খোল কিনিছি, আমি টিকি রেখেছি, চাকুম চুকুম বজ্দা বুজুম ক'রি, ঠাকুর দেখ্‌বে এস।

রাধা। তাইত! দীননাথ, মধুসূদন! তোমাকে চিনেও—চিন্তে পাল্লুম না! প্রভু, তোমার রাঙা চরণে যেন চিরদিন মতি থাকে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

(নদী বক্ষে চড়া)

শ্রী। পরমেশ্বর, প্রভু, আপনি কি আমাকে অসংখ্য অসংখ্য দুঃখীর চক্ষের জলে—অসংখ্য অসংখ্য পাপীর যন্ত্রণায় গড়েছেন? তা না হ'লে এত কাঁদতে হবে কেন? তা না হ'লে এত যন্ত্রণাভোগ কর্‌তে হবে কেন? পরিচারক, পরিচারক, যতই কাঁদি, যতই যন্ত্রণা পাই, কিন্তু তোমাকে ভুলতে পার্‌বনা। হরি, তোমার পায়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করি, কেউ কি আপনার জনকে ভুলতে পারে? যদি না পারে তবে কি পরিচারক আমার আপনার জন! পরিচারক, পরিচারক! তুমি আমার আপনার জন। আমার মন ব'লে দিচ্ছে—তুমি আমার আপনার জন। যদি তুমি আমার আপনার হও, তবে একবার দেখা দাও! একবার আপনার ব'লে ডাকি।

গীত।

বলেছিলে দেখা হবে কৈ নাথ কৈ এলে।
ভাসাইয়ে দুঃখ-নীরে দুঃখিনীরে ফেলে গেলে।
বাসিয়াছ যারে ভাল,
তারে নিয়ে থাক ভাল,
তব ছবি বুকে রাখি, এদেহ ভাসাব জলে।
আর ত হবেনা দেখা আসিবনা যাই চলে।

একখানা নৌক আস্‌ছেনা? ঐ নৌকাতে কি পরিচারক আস্‌ছে?

আমার আবার এমন কপাল হবে যে পরিচারক আস্‌বে? পরিচারক! পরিচারক! তুমি কি আস্‌ছ? আমি আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছি কেন?

(নৌকায় চড়ায় আগমন, পরিচারককে দেখিয়া শ্রীর গমনপূর্ব্বক হস্তধারণ)

(কাঁদিয়া) পরিচারক! পরিচারক! তুমি কি পরিচারক! না— আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

পরি। শ্রী, শ্রী, আমার শ্রী!

(জল হইতে কুহক সর্দ্দারের আবির্ভাব)

সর্দ্দার। পরিচারক! নৌকায় থাক, নাব্‌লেই বিপদ!

পরি। তুই কে?

সর্দ্দার। আমি তোমার শত্রু।

পরি। তোমার মত শত্রু আমার তরবারির যোগ্য নয়।

সর্দ্দার। জানিস্ তুই রাজকুমারীকে অপমান করেছিস্? জানিস্ কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছিস্? তোকে মার্‌বনা। (শ্রীকে দেখাইয়া) ঐ বেটীকে ধ'রে নিয়ে যাব। যদি না দিস্ তোকে মেরে ওকে নিয়ে পালাব।

শ্রী। পরিচারক! পরিচারক! আমায় মেরে ফেলুক, তুমি পালাও. তুমি বেঁচে থাক্‌লে জগতের অনেক মঙ্গল হবে! দুঃখিনীর জীবনে প্রয়োজন নাই।

পরি। শ্রী, এই সামান্য প্রাণের আশায় তোমাকে ছেড়ে চলে যাব? পৃথিবীতে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বার শক্তি থাক্‌বে, এই হস্তে যতক্ষণ শোণিত পিপাসু তরবারি ধর্‌বার শক্তি থাক্‌বে, আর দেহে যতক্ষণ কণামাত্র শোণিত প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ তোমার

বিন্দুমাত্র বিপদ হবে না। ঐখানে থাক। (সর্দ্দার প্রতি) দুরাচার, যদি প্রাণের সাধ থাকে, যদি রাজকুমারীকে সংবাদ দেবার সাধ থাকে, তবে দেশে ফিরে যা, আর যদি মর্‌বার সাধ থাকে, তবে সে সাধ এই অসির মুখে পূর্ণ কর।

শ্রী। পরিচারক! তুমি কেন আমার জন্যে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিবে? তুমি পালাও আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে।

পরি। শ্রী, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি আমার কিশোরের সাথী! এই নশ্বর সংসারে এমন কি আশায় এই ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ নিয়ে একটী অবলাকে শত্রু করে ফেলে পালাব। কখন না— কখন না! এই শাণিত কৃপাণ আমার বন্ধু, এই বন্ধুর সাহায্যে সমস্ত বিপদকে দূর ক'রে দেব। (শূন্যে মহাশক্তির আবির্ভাব)

পরি। একি! শূন্যে রণবেশে দাঁড়িয়ে কে? কপাল থেকে কোটি কোটি সূর্য্যের কিরণ ছুট্‌ছে কেন। (সর্দ্দারের যুদ্ধান্তে প্রস্থান)

(ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। পরিচারক দেখেছ! কে এসেছে দেখেছ? তুমি পুরী থেকে পালিয়ে আস্‌তে পার, কিন্তু মন থেকে পালাতে পারনি। পরিচারক! এখনও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি—পাগল হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, বল আমি তোমায় ভালবাসি।

পরি। না।

ডালিয়া। (স্বগত) উঃ! কি যাতনা! মানুষ জন্মিলেই মরে, আর যাতনার মৃত্যু নেই? আলো আলো মিশে যাচ্ছে, অন্ধকারে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে, আর আমার মনের সঙ্গে পরিচারকের মন মিশ্‌বেনা? (প্রকাশ্যে) পরিচারক! তোমার কাছে যে রমণীটী দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি কে?

পরি। (স্বগত) কি বলি। (প্রকাশ্যে) উনি আমার প্রতিবাসিনী।

ডালিয়া। প্রতিবাসিনী—না হৃদয়বাসিনী ?

পরি। রাজকুমারি! আর কেন, দেশে ফিরে যান! যদিও আপনি আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছন, আমি সব ভুলে গেছি। লোকে প্রণয়ের জ্বালায় সব কর্‌তে পারে। সঙ্গে লোক দিচ্ছি, কোন কষ্ট হবেনা।

ডালিয়া। পরিচারক! এই মুহূর্ত্তে যদি আমাকে সর্প দংশন করতো, তা হ'লে আমার সুখের সীমা থাকতো না। এই যে—(সর্প-ধারণ) বিধি যদি জীবের সকল আশা এই রকমে পূর্ণ কর্‌তেন, তা হ'লে আর পৃথিবী দুঃখময় হ'তনা। বিষধর! বিষধর! তোমায় হৃদয়ে ধরি এস।

গীত।

বিষধর নহ তুমি সুধামাখা শশধর।
মণিময় হার তুমি রাখিব করি আদর।
এতদিন ছিল আশা,
ভাঙ্গিল সাধের বাসা, (আজ)
এত জ্বালা সয়ে বল বাঁচিতে বাসনা কার।

(সর্প দংশন ও মৃত্যু)

পরি। প্রভু, তুমি যা কর, মঙ্গলের জন্য কর, তোমার লীলা বে

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

গোবর্দ্ধনগ্রাম—বনপথ।

সাজিয়া। মন! যে দিকে মনে ক'চ্ছ সেই দিকেই তো যাচ্ছ, কোথা যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? কি কর্‌তে যাচ্ছ? বল্‌তে পার? যার জন্যে যাচ্ছ, যাকে দেখ্‌বার জন্যে যাচ্ছ, সে যদি দেখা না দেয়, দেখ্‌লে যদি আরও যাতনা বাড়ে, কিন্তু না দেখ্‌তে পেয়েও তো কম যাতনা হচ্ছেনা। পরিচারক কি আমায় অযত্ন কর্‌বে, আমি কি পরিচারককে অযত্ন করেছি, পরিচারক আমায় অযত্ন কর্‌বে।

গীত।

অযতনে কি যাতনা জানিত যদি সে জন।
জানিলে জানিত ব্যথা দিতনা ব্যথা এমন।
সহিয়ে গিয়েছে সয়ে,
বাজেনা আর এ হৃদয়ে,
সাজে যে আদরে ধরে মরণে তার কি বেদন।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

শ্যামল সুন্দর সিংহ, রাধাকৃষ্ণ রায়, ক্যাবলরাম পরিচারক,
কমলা, শ্রী, গোবিনজী ও ছায়ার প্রবেশ।

বিলাসভবন।

শ্যামল। নাথজী! তোমাকে এত দিন চিন্‌তে পারিনি। তুমি গোবর্দ্ধন গ্রামে রাধাকৃষ্ণ রায়কে ছলনা করতে এসেছিলে তা বুঝ্‌তে

পারিনি। হরি, তুমি কাকে কত দিকে ঘোরাও, কার প্রতি কি ভাবে সদয় হও, তা কে বুঝ্‌তে পারে? এত দিন এই গোবর্দ্ধনগ্রামে তোমার চরণ সেবায় রয়েছি, তোমাকে কেবল বিগ্রহ ভিন্ন আর কিছু জান্‌তেমনা। তুমি যে স্বয়ং বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে এসে এই গোবর্দ্ধনগ্রামে প্রত্যহ ভক্তদের নিয়ে খেলা করেছ, তা এত দিনে তোমার কার্য্যে বুঝ্‌লুম। (রাধাকৃষ্ণ রায় প্রতি) রায় মহাশয়, আমি যে আপনাকে দরিদ্র বলে পরিচারকের সঙ্গে শ্রীর বিবাহ দিই নাই, সেই জন্য যে ভাণ ক'রে পরিচারককে বিদেশে পাঠিয়েছিলুম, সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি পরিচারকের মুখে সমস্তই শুনেছি। রায় মহাশয়, আপনি নাথজীর পরম ভক্ত, আপনার প্রতি তাঁর অপার কৃপা। তাঁর মর্ম্ম আপনিই জানেন, আমি সে বিষয়ে অন্ধ, আমার দোষ নেবেন না।

রাধা। মহারাজ! ও কথা বল্‌বেন না, সকলই তাঁর কৃপা, ঘটনাসূত্র কে রোধ কর্‌তে পারে। আপনি রাজা, আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি নিজগুণে ক্ষমা কর্‌বেন। (কমলা ও রাধাকৃষ্ণ রায় পরিচারকের হস্তে শ্রীর হস্ত রাখিয়া) এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখিনী কন্যাটী তোমায় সমর্পণ কর্‌লেম. নারায়ণ যেন তোমাদের চিরজীবি ও সুখী করেন।

পরি ও শ্রী। (রাজাকে প্রণাম)

রাজা। যেন চিরদিন ধর্ম্মে মতি থাকে, সুখী হও!

পরি ও শ্রী। (কমলা ও রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম)

রাধা ও কম। চিরজীবি হও, ধর্ম্মে মতি থাক্।

পরি ও শ্রী। (ছায়াকে প্রণাম)

ছায়া। স্বামী সোহাগিনী হ'য়ে সুখে থাক। (জনান্তিকে) ছবি এনে দেব বুকে রাখ্‌বি?

শ্রী। (ছায়াকে ঠেলিয়া) দূর মড়া!

পরি, শ্রী। (কেবলকে প্রণাম)

ক্যাবল। সুখে থাক। বোনাই এখন রাজার বেয়াই, রাজার শ্বশুর, দেখি এবার কোন্ বেটা কাণ মলে।

রাজা। বৈবাহিক মহাশয়, আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, কেবল একটী সাধ অপূর্ণ আছে। আমার এই ক্ষুদ্র রত্নটী গোবিনের হাতে সমার্পণ ক'রে সে সাধ পূর্ণ করি।

(গোবিনের হস্তে ফুলরাণীর হস্ত রাখিয়া)

বৎস গোবিন, তোমায় সমর্পণ কল্লেম, আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের কৃপায় তোমরা সুখী হও। আর তুমি আজ হ'তে ফুলেশ্বর পুরের অধীশ্বর হলে। বৈবাহিক মহাশয়! চলুন, অন্তঃপুরে যাই অন্যান্য কাজ আছে। (পরিচারক ও শ্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(কালিন্দীর পাগলবেশে প্রবেশ)

কালিন্দী। (হাঁসিতে হাঁসিতে)

পর্ পর্ এই ফুলের মালা,
ফেলেদে এই সোণার বালা।
থাক্‌বেনা আর ভবের জ্বালা,
এ মালা দিয়েছে কালা।

শ্রী। একি কালিন্দী মাসী, এবেশ কেন? তুমি কোথায় থাক?

কালিন্দী। থাকি তাঁর চরণ তলে,
ভয় করিনা আগুণ জলে।

তাঁরে বড় ভালবাসি,
সে যে মণিব আমি দাসী।

শ্রী। (কালিন্দীর পায়ে ধরিয়া) কালিন্দী মাসী, তুমি দেবী, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তুমি আমার অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করেছ, আমার মার মত হ'য়ে এই খানে থাক।

কালিন্দী। ছাড়্ ছাড়্ ছুঁস্‌নেরে পা—
তোরাও যা আমিও তা।
কেন ভুলে দেবী বলিস্—
পায়ে মাথায় সমান করিস।
আবার যদি ডুবি পাঁকে—
তা হ'লে কি পাব তাঁকে।
কেন মিছে ধরাধরি,
আমিও তোদের নমঃ করি। হোঃ—হোঃ
(প্রণাম করণ)
যাচ্ছি বলে রাখিস্ মনে,
মনটা রাখিস্ তাঁর চরণে।

(সাজিয়ার প্রবেশ)

পরি। অপানি কে?

সাজিয়া। পরিচারিকা।

পরি। পরিচারিকা? ওঃ—সাজিয়া! চিন্তে পারিনি, সে দোষ মার্জ্জনা করুন! আপনার এ বেশ কেন?

সাজিয়া। এই বেশই বেশ।

পরি। এ বেশের কারণ কি?

সাজিয়া। (স্বগত) এ বেশের কারণ যদি জান্‌তে, তা হ'লে কি অ

এ বেশ পর্‌তে হয় ? (প্রকাশ্যে) মন কি চিরদিন এক বেশ ভালবাসে ? রাজকুমার ! আপনার বিবাহের পত্র পেয়ে এসেছি।

শ্রী। নাথ ! এঁরি কথা বলে ছিলেন ? ইনিই আপনার জীবনদায়িনী ! ইনি আমার পূজনীয়া। (সাজিয়ার প্রতি) আপনাকে যেতে দেবনা, এ বয়সে, এ বেশে কোথা যাবেন ? আপনিও রাজ-কুমারকে বিবাহ করুন।

সাজিয়া। সপত্নী জ্বালা সহ্য হবে ?

শ্রী। আপনার মত সপত্নী—সপত্নী নয়।

সাজিয়া। কি ক'রে জান্‌লেন ? হীরকেও বিষ থাকে।

শ্রী। তা থাক্, তবু হীরে, আপনি বিবাহ কর্‌বেন না ? বোধ হয় অন্য কাকেও ভালবাসেন ?

সাজিয়া। হুঁ—বাসি, তোমাকে।

শ্রী। আমি যে স্ত্রীলোক।

সাজিয়া। আমার এখন স্ত্রী-পুরুষ সব সমান।

শ্রী। প্রণয় হ'ল কবে থেকে ?

সাজিয়া। দেখ্‌বামাত্র।

শ্রী। এত অল্প সময়ে ?

সাজিয়া। হ্যাঁ—এক নিমেষে হয়।

শ্রী। তবে আপনি আমায় সত্য ভালবাসেন ?

সাজিয়া। সত্য।

শ্রী। তবে এই খানে থাকুন।

সাজিয়া। যে বস্তু দেখলে মনে লোভ হয়, অথচ পাবার উপায় নেই, তা থেকে মনকে বিরত করাই ভাল। শ্রী, তোমাকে এ জীবনে

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোবৰ্দ্ধনগ্রাম কদমকাননস্থ পুষ্করিণী, কতিপয় বৈষ্ণবীর কলসীকক্ষে স্নান করিতে প্রবেশ।

গীত।

তোমায় ভালবাসি বলে হে শ্যাম নিতুই নিতুই দেখতে আসি।
তুমি দেখা দিয়ে দাওনা দেখা আড়াল থেকে বাজাও বাঁশী।
তোমার মুরলীর ধ্বনি শুনি আকুল পরাণী (ওহে শ্যাম)
ডাকি কানু কানু কানু করে দিবস রজনী,
(হয়ে) তব প্রেমে উন্মাদিনী নাম নিয়েছি কাল-শশী।
ঘরেতে আর ফিরবো না শ্যাম,
সার করেছি তোমারি নাম, (শ্যাম হে)
তোমার নামে পাব মোক্ষ ধাম আর কিছু নয় অভিলাষী।

প্র-বৈ। দিদি! দিদি! কালাচাঁদ বড় নিঠুর, কালাচাঁদ বড় চতুর; নিঠুরকে আর ডাক্‌বো না, চতুরের চাতুরীতে আর ভুলব না।

দ্বি-বৈ। দিদি সে নিঠুর নয়, সে চতুর নয়, আমরাই তাকে চতুর করে তুলেছি, আমরাই তাকে নিঠুর হতে বলেছি; তার কথা ভুলে গেলেই ভাল, তাকে না ডাক্‌লেই হলো।

প্র-বৈ। দিদি তাকে ডেকে ডেকে মনে হয় আর ডাক্‌ব না, কিন্তু যত ডাকি ততই ডাক্‌তে ইচ্ছা হয়, ডেকেও সাধ মেটে না। যদি একবার সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই, তা হলে বলি, কালাচাঁদ তুমি কোনো হালুইকর—তা না হ'লে তোমার নামে এত মিষ্টি কেন? তুমি কোনো গয়লা—তা না হ'লে তোমার নামে এত ক্ষীর কেন? তুমি কোনো বেদে—তা না হ'লে তোমার নামে এত কুহক কেন? তুমি কোনো বৈদ্য—তা না হ'লে তোমার নামে এত কাট বিষ কেন? তুমি কোন্ নদীর জল? যত খাই তত পিপাসা বাড়ে কেন? তুমি কোন্ গাছের ফল? কাঁচা খাই পাকা খাই, ডাঁসা খাই, একই রকম মিষ্টি লাগে। কালাচাঁদ শ্যামচাঁদ! একবার দেখা দাও, তোমার বাঁশীটী কেড়ে নি, তুমি কি বাজিয়ে রাধাকে ডাক দেখি।

তৃ-বৈ। দিদি! কালাচাঁদ ভাল মানুষ নয়; সে যাকে তাকে মজায় যাকে তাকে কুলের বার করে, তবু তার নাম কর্‌লে কাঁকের কলসী কাঁকে থাকে।

(জনৈক বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

গীত।

শ্যাম সুখ পাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে;

হৃদয় পিঞ্জরে,　　রাখিল আদরে,
মনেরি শিকলে বেঁধে।
তারে পুষি পালি,　　ধরাইল বুলি,
(অতি যতনে তারে ধরাইল—বড় সাধের সাধে বুলি ধরাইল
ডাকিত সে রাধা বলে—সে যে অন্য বুলি জান্‌তে নারে,
শ্রীরাধা রাধা রাধা বিনে অন্য বুলি জান্‌তো নারে)
হয়ে অবিশ্বাসী,　　কাটিয়া আঁকুশী,
পলাইল কোথা ছলে—
(এমন নিঠুর পাখী দেখি নাইরে)
সন্ধান করিতে,　　পাইনু শুনিতে,
কুব্জা রেখেছে ধরে ;
আসি আসি বলি,　　করি আজি কালি,
আর না ফিরিল ঘরে।
(দেখা পেলে হয়—একবার পাখীর দেখা পেলে হয়)
(আর) পাখী আঁখি ছাড়া করবো নারে।

সকলে—

গীত

জল নিয়ে সই যাওয়া হলো দায়।
(আমি) বুজ্‌লে আঁখি তারে দেখি মন বলে সে আমায় চায়।
থাকেনা মন আমার বশে,
সদাই তারি কথায় রসে ;
মনে হয় মন ঢেলে দি মনমোহনের পায়।

বৈ। দিদি জলের ভিতর থেকে কে যেন ডাক্‌ছে, বনের ভিতর থেকে কে যেন গান গাচ্ছে, গাছের ডালে বসে কে যেন বল্‌ছে ;—

যদি মজ্‌বি প্রেমে আয়,
প্রেমে মজ্‌লে বিষম দায় ;
প্রেমের নাই কোন বিচার,
প্রেম প্রেমিকের আধার ;
প্রেমে কি হয় জানি না,
প্রেম তাইত করি না ;
প্রেম কর্‌তে নাই মানা,
প্রেম করলে ট্যাঁকে না ;
প্রেম হাসায় কাঁদায়,
প্রেম অকূলে ভাসায় ;
প্রেমে আছে কত গুণ,
প্রেম ধরায় প্রাণে ঘুণ ;
প্রেম মাতায় নাচায়,
প্রেম কাঁচায় ফাঁসায় ;
প্রেম পাকা হলে ভাল,
প্রেমে মজে যদি কালো ;

বৈ। শ্যাম, তোমায় ভাল বেসেই মজেছি।

গীত।

শ্যামকে ভালবাসি বলে শ্যামের প্রেমে মজেছি ;
দেখা হলে শ্যামের সনে বল্‌বো তোমায় জেনেছি।

সত্যভামা কমলিনী,
ষোল শত আর গোপিনী ;
তার উপরে কুব্জারাণী ছি ছি ছি ছি শতেক ছি !
আছে যত ব্রজাঙ্গনা,
সব বাড়ীতে আনাগোনা ;
(তোমায়) ডাক্‌লে পরে মুখ মোড়না অবাক হয়েছি !

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোবর্দ্ধনগ্রাম। তুলসী মঞ্চের সম্মুখ
চটাদাস বাবাজী।

চটা। যদি মনের মত সেবাদাসী পাই, তা হলে প্রভুকে উপর উপরি সাতদিন মালসা ভোগ খাওয়াই। নবদ্বীপ থেকে এক নাদুস নুদুস বুন্দে তুতীর-মতন পাঁচ সিকের উপর আরও চার আনা বেশী দিয়ে এক সেবা দাসীর সহিত কণ্ঠি বদল করে দেশে এসে ধুলো পায়ে দাঁড়িয়েছি,—আড্ডাধারী প্রভু বল্লেন ;—"শিষ্য হে" তুমিই সাধু! সেবাদাসী বিহনে আমার ভজন, পূজন, সাধন, ভক্ষণ, মোক্ষণ, কিছুই হচ্ছে না, সেবাদাসীটীকে আমায় প্রদান কর। কি করি—বল্লুম্ "প্রভুর ইচ্ছা"! মনে করেছিলুম "প্রভু একটু অনিচ্ছুক হবেন, কিন্তু একেবারে প্রভু সম্পূর্ণ ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করে, সেবাদাসীটীকে নিয়ে, ভাবে গদ গদ হ'য়ে চলে গেলেন বস্! মালপাড়ার মেলায় দুটী ঘাঁটালে সেবাদাসীর যোগাড় কল্লুম—পাঁচ সিকে হিসেবে আড়াইটী টাকাও কি

বেশ ভোগ টোগও খাওয়ালুম্—রাস্তাতেই একটী তালিম দাস গোস্বামীর প্রেমে মচ্ছব দিলেন, দ্বিতীয়টী সঙ্গে এলেন বটে, এসেই বিটলদাস বাবাজীর সঙ্গে গোপনে বন বিহারে গেলেন আর ফির্‌লেন না। প্রভু! তুমি তো স্বচক্ষে দেখ্‌লে এই রকমে আমার কম বেশ আরও ছুকুড়ী সেবাদাসী মাঠে মারা গেল। প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র! এও কি তোমার ইচ্ছা? প্রভু, তুমি আমার সেবাদাসীগুলিকে একে একে বেশ অপরকে দিলে, অপরের একটী সেবাদাসী এনে আমায় দিলে না, প্রভু! রাই দেখাও—রাই দেখাও,—প্রভু! বুঝেছি—বুঝেছি—সকলি তোমার ইচ্ছে! প্রভু, আমি তোমায় বুঝেছি! তোমায় মালসা ভোগ দিচ্ছি, মালপো ভোগ দিচ্ছি, খেচড়ান্ন ভোগ দিচ্ছি, তুমি যোগাড় করে, আড্ডাধারী অদ্বৈত গোস্বামীর হালি সেবাদাসী কালিন্দী বৈষ্ণবী পাদপদ্মের প্রেমদাস করে দাও, নয় তুলসী গাছে দড়ি ঝুলিয়ের গলায় দেব।

(নিধে সেক্‌রার প্রবেশ)

নিধে। (স্বগত) বৈষ্ণব বেটাদের জ্বালায় গ্রামের ভেতর দিয়ে তো চলবার যোটী নেই; বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, এখানেও এক বেটা তুলসী বনের বাঘ হয়ে—চোখ বুজে বসে আছে। (প্রকাশ্যে) বলি, ও বাবাজী! তোমার আবার কি ঢং? মালপো এনেছি ভোগ লাগাও।

চট্টা। কেও কালিন্দী নাকি? প্রভু, তোমারি ইচ্ছে! আজ গোবিন্দ দ্বাদশী—প্রভু কি দয়াল, সেবাদাসীকে বন মধ্যেই আনয়ন করেছেন। আহা প্রভু! রাই দেখাও! রাই দেখাও!

নিধে। (স্বগত) ও শালা বাবাজী, তুমি সেবাদাসীর আশায় বনে এসে বসে আছ? দাঁড়া শালা ভণ্ড।

(পুরুষ বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ)

চটা। প্রভু, তোমারি ইচ্ছে। প্রভু, তুমি যা কর!

নিধে। (স্ত্রীলোকের স্বরে) চটাদাস বাবাজী কোথায় গেলেন? তাঁকে আমি বড় ভালবাসি, আমি তাঁর সেবাদাসী হব।

চটা। (নাক ডাকিয়া) প্রভু, তোমারি ইচ্ছে!

নিধে। (স্বগত) প্রভুর ইচ্ছে হয় এই, একটা গান গাই।

গীত।

ঐ ক্ষেপা মজিয়েছে আমার মন ;
ক্ষেপা নয় যেমন তেমন।
ক্ষেপার মন খাঁচাতে আছে প্রেম পাখী,
খাঁচা ভেঙ্গে নেব পাখী ক্ষেপায় দেব ফাঁকি,
(আবার) ক্ষেপার সনে হয়ে ক্ষেপী ভুলে যাব বৃন্দাবন।

চটা। কেও, কালিন্দী! আহা! প্রভুর ইচ্ছা, কালিন্দী, তুমি "জল কল্লোল কোলাহল কুতূহলী।" বলি নগরে যাবে—না এই বনে মালসা ভোগ সরাবে?

নিধে। না, প্রভু না, আমি নগরে যাব না, তোমায় নিয়ে বনেই বৃন্দাবন করবো।

চটা। কালিন্দী! সকলি প্রভুর ইচ্ছা, তবে কি জান, তুমি যা বলে এ বড় উৎকৃষ্ট-লীলার কথা নয়। প্রভু! রাই দেখাও! রাই দেখাও!

নিধে। (স্বগত) শালা টিকিদাস প্রেমে বিভোর। (প্রকাশ্যে) আমি তোমার দাসী, আমি গদ গদ চিত্তে তোমার প্রেমে মাতুয়ারা হয়ে প্রেমে নন্দোৎসব দধি কাদা করব।

চটা। (স্বগত) প্রভু ! প্রভুহে ! বুক্‌টা ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে কেন ?

নিধে। বাবাজী ! (আঁ্যা শ্রীবিষ্ণু ! শ্রীবিষ্ণু) চটা প্রভু ! প্রেমিক গোঁসাই ! চলুন, আশ্রমে আবির্ভাব হবেন চলুন, (হাত বাড়াইয়া) প্রভু ! তোমার টিকিটী দাও, আমি টিকিটি ধরে তোমাকে আশ্রমে নিয়ে যাই।

চটা। তবে তোমার সুগোল হস্ত প্রসারণ করে, তোমার শ্রীকর-কর-কমলে মম টিকি গুচ্ছং অতি প্রেমভাবে ধারণ কর।

নিধে। (টিকি ধারণ) আহা টিকি ত নয়, যেন বৃহৎ বটবৃক্ষের ঝুরি নেবেছে।

চটা। কালিন্দী, কি জান, সকলই প্রভুর ইচ্ছা ! তথাপি এ টিকি আমি এক মাস কাল ধৌত করিনি।

নিধে। (স্বগত) চল্ শালা চল্, তোর ঝুলি কাঁথায় আগুন দিইগে চল্, আয় শালা, আয় ! (টিকি টানিয়া) আয়—

চটা। উঃ ! অত্যন্ত বেদনা বোধ হচ্ছে। কিঞ্চিৎ মৃদুল মন্থল ভাবে আকর্ষণ কর।

নিধে। কি করবো বল, এযে প্রভুর ইচ্ছে ! ([illegible]রে টানন)

চটা। কালিন্দী ! বেশী তদ্‌গদ চিত্তে টান দিও না, এযে প্রভুর নীলাচলের রথের টানের মত টান দিচ্ছ।

নিধে। কি জানেন—প্রভুর ইচ্ছে।

চটা। (মুখ বক্র করিয়া উঠিয়া) প্রেমদাসী ! কাল-রূপসী ! তুমি ঠিক্ যেন টিকি গুচ্ছ অাঁকুশী প্রদান করে আকর্ষণ কচ্ছ। তোমার

পরি। শ্রী! তোমার মুখে আজ নূতন কথা শুনছি। শ্রী—তুমি কি জাননা—যে ভিক্ষুককে ভিক্ষার জন্যে আর ডাক্‌তে হয় না—ভিক্ষুক আপনি আসে। তুমি আমাকে চাও আর নাই চাও—আমি তোমাকে শত সহস্রবার চাইব। তোমার কাছে আসব। কেউ যদি তোমায় কেঁদে চায়, কেউ যদি কেঁদে তোমার পায়ে ধরে, তুমি কি তার হবে না?

শ্রী। না, না,—আমার কাছে এস না, আর আমায় ডেকনা। এখন সব ভুলে যাও।

পরি। (লতা কুঞ্জ হইতে একটী ফুল ছিঁড়িয়া) শ্রী—আচ্ছা! আমি আর আসব না, আমি আর ডাকব না। কিন্তু আমিতো তোমায় ভুলতে পারব না? যে মধুমাখা মুখ আজ বারো বৎসর দেখে আস্‌ছি,—যে সরলতা পূর্ণ যে প্রেম-প্রতিমা প্রত্যহ দেখে আসছি—আজ কি ব'লে সেই মুখ ভুলব, আজ কি বলে সেই মূর্ত্তি ভুলব? যাকে ভালবেসে কত ডেকেছি, যার মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে রেখেছি, তাকে আজ কি বলে ডাকব না। তার কাছে আজ কি বলে যাব না। অতল সিন্ধু কি এক দিনের সূর্য্যের উত্তাপে শুখাবে? পূর্ণিমার চাঁদ কি মূহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে পরিণত হবে? তোমায় ভালবাসি বলেই এখানে এসেছি, একটা কথা বলতে এসেছি।

শ্রী। তুমি ভালবাস বলে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছ,—তুমি আমায় ভালবাস বলে ভুলতে পারবে না তাই এখানে বলতে এসেছ,—তুমি আমায় ভালবাস বলে ডাকবে না তাও কি এখানে বলতে এসেছ,—তুমি আমায় ভালবাস বলে বিদেশে যাবে তাও কি বলতে এসেছ? ভালবাসা কাকে বলে জান?

পরি। তোমায় মনে ভালবাসি—প্রাণে ভালবাসি—নয়নে নয়নে ভালবাসি—এই মাত্র জানি আমি তোমায় ভালবাসি।

শ্রী। ভালবাসায় কলঙ্ক দিও না!

পরি। শ্রী ও কথা বলো না! যে যাকে ভালবাসে সে ঠিক্ তাকেই ভালবাসে, চাঁদে কলঙ্ক আছে, ভালবাসায় কলঙ্ক নাই।

শ্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তুমি দূরদেশে যাবে?

পরি। হ্যাঁ যাব।

শ্রী। কোথা যাবে?

পরি। পূরীতে যাব।

শ্রী। পূরীতে কেন যাবে?

পরি। রাজ আজ্ঞা!

শ্রী। রাজ আজ্ঞা! বিদেশে যাবে, ভাল—যাও,—আমার কাছে কি জন্য এসেছ? কেউ তো তোমায় ধ'রে রাখেনি।

পরি। রেখেছে বৈকি—না রাখলে কি আসি,—কিন্তু এই দুঃখ—যে রেখেছে সে জানেনা। শ্রী বড় মনের দুঃখেই যাবার কথা বল্‌তে এসেছি। যে দিন শুনেছি—আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন না—সেই দিন থেকেই বিদেশে যাবার কল্পনা করেছি; আর ফির্‌ব না। আমি তোমায় অধিক কথা বল্‌তে চাই না, তুমিও অধিক কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো—যে আমার পক্ষে জগৎ সংসার—এক দিকে হ'লে—আর তুমি এক দিকে হ'লে—জগৎ তোমার তুল্য নয়!

শ্রী। যদি তুমি আমাকে এত ভালবাস, যে জগৎ সংসার এক দিকে হলেও আমি তা অপেক্ষা বড়—তবে আমায় ছেড়ে সমুদ্র-যাত্রা কর্‌ছো কেন?

পার। শ্রী, তুমি আমায় ভালবাস তা আমি জানি, আমিও তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করেছি তাও তুমি জান, কিন্তু একটা বড় কঠিন কথা, সে কথা বল্‌তে বুক ফেটে যায়; আমার ধারণা—তুমি এক দিন না একদিন অন্যের পত্নী হবে। শ্রী! আমি তোমায় সরল প্রাণে বল্‌ছি—তুমি আমায় আর ভালবেস না; তোমার সঙ্গে যেন ইহজন্মে সাক্ষাৎ না হয়; আমি জলে মলেও আমার সুখ।

শ্রী। আমি অন্যের পত্নী হব! আমি দ্বিচারিণী হব! এই তোমার ধারণা! এই কথা তুমি আমায় কাছে বল্‌তে এসেছ? দ্বিচারিণীকে আবার ভালবাস কেন? দ্বিচারিণীর জন্য আবার জলে মর্‌বে কেন? যাও বিদেশ যাও, ভুলে যাও, আমিও ভুলেযাই। আমারও কি কারো আজ্ঞা নেই? আমারও কি বিদেশ নাই? যাব—আমিও যাব, মর্‌বো।

পরি। শ্রী! তোমার জন্য যদি কেউ সুখী হয় তাকে সুখী করগে! ম'রো না ম'রো না, আর আমার পানে চেও না! তুমি আমার পানে চাইলে আমি সব ভুলে যাই। তোমার চাওয়া—আমার পক্ষে অমৃত কি বিষ, তা আমি বুঝতে পারি না। শ্রী! শ্রী,! দেখ এই "বন মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ যেখানে জন্মেছে সেই থানেই থাক্‌বে" আর আমি মানুষ হয়ে তোমাকে ভালবেসে—বিধি বিড়ম্বনে দেশ ছেড়ে—প্রাণের জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি। শ্রী! আমার কথা শোন, তোমার সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হবে; তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে তোমার আর একবার দেখা হবে,—আমায় না দেখ্‌লে তোমার মরা হবেনা, আর তোমায় না দেখ্‌লে আমারও মরা হবেনা। শ্রী! তুমি আমায় ভুলে যাও, আমিও

তোমাকে ভুলে যাই। এ ভুলের সংসারে ভুলই ভাল! (শ্রীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) শ্রী! শ্রী!! শ্রী—অন্যের হবে? শ্রী! শ্রী! যদি ভুলতে পারি তবে দেশে ফির্‌ব। (প্রস্থান)

শ্রী। গেল! গেল!! চলে গেল!!! ঐ চলে গেল,—অন্যের পত্নী হব বলে চলে গেল! তবে কি আমি পৃথিবীতে একা? পরিচারক, পরিচারক! প্রাণেশ্বর! তুমি একবার ফিরে এস, তোমায় একবার প্রাণভরে দেখি, একবার প্রাণভরে দুটো ভালবাসার কথা বলি। এ পাপ সংসারে কি কেউ কারে নয়ন ভরে দেখ্‌তে পায় না? প্রাণভরে কি ভালবাস্‌তে পায় না? যদি না পায় তবে তো মরাই ভাল! যদি এখনি মরি, তাহলে কি পরিচারক বিদেশে যেতে পারে? যদি মলেম—তবে পরিচারক বিদেশে যাক্ বা না যাক্ তাতে আমার ক্ষতি কি? না মরাই ভাল, যাই, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরিগে। না—না—না—মর্‌বোনা আত্মহত্যায় মহাপাপ, মর্‌বো না। জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌ব, বেঁচে থেকে জল্‌ব, প্রণয়ে বঞ্চিৎ হয়ে জলবো, জল্ জলে জলে মর্‌বো। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাধাকৃষ্ণরায় চক্রবর্ত্তীর কুটীর।

রাধাকৃষ্ণ ও ক্যাবলরাম।

ক্যাব। বোনাই! বোনাই—আমি এগ্রামে আর থাক্‌বনা, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব, আলবৎ যাব, নিশ্চয় যাব, যদি না যাই,—মোরে থুড়ী থাক্!

রাধা। ওহে বড়কুটুম্বু, কি হয়েছে বলনা, অত রাগ কিসের? ক্ষিদে পেয়েছে?

ক্যাব। কি বল্‌ছোগো বোনাই, তুমি তোমার দিদিকে ডাক—হাম্ ব্রজবুলি শুনায়দেকে চলা যাঙ্গা।

রাধা। আমার আবার দিদি কেরে?

ক্যাব। কেন গো বোনাই—ঐ যে গোব্‌রার মা?

রাটা। দূরশালা, ও যে তোর দিদি, আমার দিদি কিরে শালা।

ক্যাব। ও আমার দিদিও যা, তোমার দিদিও তা।

রাধা। থাম্ শালা, বামুনের গরু থাম্। তা এখন কি হয়েছে বল্।

ক্যাব। আর হবে কি, দিদিকে ফিরে দাও, আমি দিদিকে নিয়ে দেশে চলে যাই, তোমার দেশে আর কাণমলা খেতে পার্‌ব না, তোমার শালা ব'লে কি সকলের শালা হব নাকি? গ্রামশুদ্ধ সকলের শালা হব নাকি? কাল রাত্রে যত শালা—শালা বলে আর কাণ মলে।

রাধা। কে তোর কাণমলে দিলে?

ক্যাব। কে দিলে? ও বাবা—কে দিলে? কার নাম কর্‌বো? এক-পাল টিকিওলা মিলে আমার কাণমলে দিয়েছে। সব শালাদের কি চিন্তে পাল্লুম? সব শালাদের গোঁপ কামান, নাকে তেলক, মাথায়—টিকি—গলায় মালা? হাতে হরিনামের ঝুলি আর কাছা খোলা। বাবা কাকে চিন্‌ব, সব একরকম মূর্ত্তি।

রাধা। কি জন্য কাণমলে দিলে?

ক্যাব। অত কথায় কাজ কি বোনাই! আমার দিদিকে দাও নিয়ে দেশে চলে যাই।

রাধা। দিদি কি তোর মাগরে শালা, যে তোর দিদিকে নিয়ে চলে যাবি।

ক্যাব। তবে শুন্‌বে ? কাল রাত্তির যখন দুপুর, তখন এম্‌নি খোলের চাঁটি আরম্ভ হ'ল—যে তা আর বল্‌তে পারিনি, চাকুম চুকুম, বুজ্‌দা বুজুমের জ্বালায় জ্বালাতন হলুন,, মনে কল্লুম, এ আবার কি ঢং গোবর্দ্ধন গ্রামে এল ? নেড়া নেড়ীর হাঙ্গাম তো নদেতেই ছিল, বিছানা থেকে উঠেই সেই বৈরাগী ব্যাটাদের দলে গিয়ে পড়্‌লুম, বল্লুম ওহে চাকুম চুকুম বুজ্‌দা বুজুম ভায়ারা, একটু সুস্থির হও, পাড়ার লোক যে ঘুমুতে পাচ্ছেনা ! তারা বল্লে কেন মশাই আমরা যে প্রভুর নাম কচ্ছি।

রাধা। বেশ তো হরিনাম কচ্ছিল তা তোর কি ?

ক্যাব। এই ন্যাও তোমাকেও পেয়েছে দেখ্‌ছি। আর কাজ নেই দাও, কাণমলে দাও ! আর আমার দিদিকে দাও, আর তোমার বোনাইগিরিতে কাজ নেই ! আমি সটান্ পাড়ি দিই। আমার আর শালাগিরিতে সাধ নেঁই। তুমি বুজ্‌দা বুজুম, চাকুম চুকুমের দলে যাও, আর ঐ নেড়া নেড়ীর দলে মিসে মালসাভোগ মারগে।

রাধা। কেন হরিনাম কর্‌তে দোষ কি ?

ক্যাব। তা এখানে কেন ? নবদ্বীপ রয়েছে, বৃন্দাবন রয়েছে, সেইখানে গিয়ে হরিনাম করুগ্‌গেনা। কৈ কোন শালাত দিনের, বেলায় দুপুর রোদে মাঠে দাঁড়িয়ে এম্‌নি ক'রে চেঁচায়না ? তখন শালাদের গাম্‌লাভুঁড়ি শুকিয়ে সরা হয়ে যাবে কিনা। বেটা-দের বারণ করতে গেলুম, বেটারা আমার কাণমলে দিলে গা।

রাধা। হরিনাম ক'চ্ছিল তা তোর এত রাগ কেন ?

ক্যাব। না, আর না, তোমাকেও রোগে ধরেছে দেখ্‌ছি, যাও, টিকি রেখে বুজ্‌দা বুজুম করগে।

রাধা। কেন তুই ও খোল বাজাবি চল্‌না ?

ক্যাব। তোমার চোদ্দপুরুষ খোল বাজাগ্‌, আমি ওকাজে নেই সোণারচাঁদ বোনাই, ও নেড়া নেড়ীর হাঙ্গামে আমি কেন আমার বাবা অবধি নেই। বাবা বেটারা খোল বাজিয়ে যে হুঙ্কার দেয়গো পেটের পিলে চম্‌কে যায়।

রাধা। তুইও কেন খোল বাজিয়ে নাথজী নাথজী কর্‌না উদ্ধার হবি।

ক্যাব। আহা তা আর জানিনি। খোকার আমার ভাব লেগেছে, খোকা আমার দায়িলা ক'চ্ছে। তুমি নাথজী নাথজী কর, তোমার সাতপুরুষ উদ্ধার হোক্‌, আমি বাবা সরে পড়ি। এ শালার চৈতন চুট্‌কীর দেশে আর দিদিকে রাখ্‌ছিনি।

রাধা। ওরে শালা থাম্‌, নাথজী প্রভু জীবের উদ্ধারের জন্য এসেছেন, ও'রা পরম ভক্ত, প্রভুর সেবা করেন, খোল বাজান—প্রভু গুণ-গান করেন।

ক্যাব। প্রভু গুণ-গান করে তো চাকুম চুকুম করে কেন ? প্রভু গুণ গান করেতো হুঙ্কার ছাড়ে কেন ? প্রভু গুণ-গান করে তে টিকি নাড়ে কেন ? প্রভু গুণ-গান করে তো আমার কাণমলে দিলে কেন ? প্রভুকে পাই তো আচ্ছা ক'রে প্রভুর কাণমলে দিই। দাও, আমার দিদিকে দাও!

রাধা। ওরে শালা, তোর দিদিও যে প্রভুভক্ত।

ক্যাব। এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ—দিদি প্রভুভক্ত! দিদি প্রভুভক্ত! দি টিকি রেখেছে! দিদিও তবে আমার কাণ মলে দিবে ? ও বাবারে—বোনাইরে—দিদিরে! (বেগে প্রস্থান)

রাধা। হরি তুমি সব পার ; তোমায় যে যে ভাবে ডাকে, হরি তু সেইভাবে তাকে দেখা দাও! হরি, তোমার লীলা কি বুঝ ব

বোকাটাকে বিপদে ফেলনা, বোকাটা তোমার দাস। দীননাথ, তুমি ওকে বিশবাঁও জলে ফেলেছ ! ওর কি আর উঠ্‌বার ক্ষমতা আছে ? মধুসূদন ! বিপদে শ্রীপদে যেন স্থান পাই। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুধাকরের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

পরিচাক।

পরি। (স্বগত) যে লতাকুঞ্জে, প্রত্যহ শত শত পূর্ণচন্দ্রের প্রতিভা পড়্‌তো—যে লতাকুঞ্জে, নির্ম্মল আনন্দ রাশির সুবিমল আনন্দ উচ্ছ্বাস হ'তো,—আজ কিনা সেই লতাকুঞ্জে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হতে লাগ্‌ল ! আজ কিনা সেই লতাকুঞ্জে নিরানন্দের ঘন ঘন উল্কাপাত হতে লাগ্‌ল ! লোকে বলে স্বভাবের শোভাই সুন্দর,—কৈ স্বভাবের শোভাত সুন্দর নয়, সুন্দর—যাকে ভালবাসি "সেই সুন্দর" ! লোকে বলে ভালবাসা কথার কথা ! কৈ কথার কথা ত নয় ! ভালবাসা—দুজনের প্রাণে প্রাণে গাঁথা, ভালবাসা কথা বড় মধুর কথা। জগদিশ ! তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কাণে কাণে তার উত্তর দিতে পার ? এ সব কি তোমার লীলা খেলা না সত্য ঘটনা ? যদি বল তুমি কীটানুকীট কি বুঝ্‌বে, আচ্ছা বেশ কথা, না হয় বোঝ্‌বার মত একটু শক্তি আমাকে দাও, এ ক্ষমতা তো তোমার আছে। তাহ'লে তোমার সৃষ্টির সুন্দর বস্তুর কণা মাত্র বুঝে অতুল আনন্দ লাভ করি। শ্রীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে কি না এইটুকু বুঝে সুখী হই।

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধাকর, সুধাকর! প্রাণের বন্ধু সুধাকর!

সুধা। কেও, পরিচারক নাকি? অসময়ে এবেশে কেন?

পরি। ভাই, প্রয়োজনে সময় অসময় নাই, প্রাণের দায়ে তোমার কাছে এসেছি, একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

সুধা। কি—কিছু বিপদ্ নাকি?

পরি। (স্বগত) বিপদ্! বিপদ্! বিপদের উপর বিপদ!!! এমন বিপদ কারু কখন হয় কিনা জানিনা। (প্রকাশ্যে) ভাই সুধাকর, রাজ আজ্ঞায় আজই আমাকে পুরী যেতে হবে, সমস্তই প্রস্তুত, কেবল তোমার কাছে বিদায় নিয়ে ছুটো প্রাণের কথা বল্‌তে এসেছি।

সুধা। পরিচারক, তুমি আমি এক প্রাণ, তোমার প্রাণের কথা আমায় বল্‌বে তা অত ভয় ক'চ্ছ কেন? কি বল্‌বে বল।

পরি। সুধাকর! সুধাকর! আমার প্রাণের শ্রীকে তোমার তত্ত্বাবধানে রেখে চল্লুম। (হাত ধরিয়া) সুধাকর! শ্রী আমার অনাথিনী—শ্রী আমার অভিমানিনী—শ্রী আমার চির-দুঃখিনী। শ্রীর পিত মাতা দীন দরিদ্র। ভগবান না করুন—যদি কোন বিপদ উপ-স্থিত হয় শ্রীকে সাহায্য ক'রো, বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রো, যদিও তোমাকে না ব'লে গেলেও ক'ত্তে, তবু প্রাণের জ্বালায় তোমায় বল্‌তে এলুম।

সুধা। শ্রীকে বিয়ে ক'রে সঙ্গে নিয়ে গেলেনা কেন?

পরি। সে বহুদূরের কথা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা। এ বিবাহে রাজার মত নাই, তাই আমাকে পুরীতে পাঠাচ্ছেন।

সুধা। কতদিনে ফির্‌বে?

পরি। তা বল্‌তে পারি না, ফির্‌ব কিনা তাও জানিনা।

সুধা। পরিচারক, এই কথার জন্যে তোমার নিজের আসবার কি প্রয়োজন ছিল? পরিচারক! তুমি কি জাননা, যে তোমার পুর্ব্বপুরুষের অনুগ্রহে আমাদের দেহ গঠিত—তুমি কি জাননা, যে কি মহা-মহা বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ? পরিচারক! আমার দ্বারায় যতদূর হয় তা আমি কর্‌ব। যাতে না শ্রীর গায়ে একটী কাঁটা ফোটে তার উপায় কর্‌ব। পরিচারক বেশীদিন থেকনা।

পরি। সুধাকর, ওসব কথা বোলোনা, ওসব কথা তুলনা! কে কার কি করে, ভগবান মাথার উপর আছেন, তিনিই সব করেন, তিনিই সব দেখেন। ভাই, আমার অনুরোধটী রক্ষা ক'রো, আমি তবে আসি।

সুধা। পরিচারক, বড় বিষম কাজের ভার আমার উপর দিলে, দেখি কি কর্‌তে পারি।

পরি। সুধাকর, ভাই সুধাকর! (হস্ত ধরিয়া) সুধাকর! দেখো শ্রীকে দেখো, শ্রী যেন না কোন কষ্ট পায় দেখো। আমি তোমার হাতে শ্রীর সুখ, দুঃখ, বিপদ্‌, আপদ সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলুম, সামান্য ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রোনা। সুধাকর, এস, দুজনে একবার আলিঙ্গন করি। (দুজনের আলিঙ্গন) শ্রী! শ্রী!

(প্রস্থান)

সুধা। পরিচারক হঠাৎ পুরীতে যাচ্ছে কেন? সেখানে কি জন্যে যাচ্ছে? একি মিথ্যা কথা—না, না— পরিচারক তো মিথ্যা কথা বলে না। এত দিনে নিষ্কণ্টক হলেম!! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ফুলকুঞ্জ

ফুলবালাগণ।

ফুলবালাগণ।

গীত।

ফুলে ফুলে খেলে ফুলে ফুলে দোলে ফুল কুল সকলে ;
মৃদুল মলয় হেলিয়ে দুলিয়ে পড়িছে কুসুম কোলে।
কুহু কুহু রবে পিক বধূ সবে—
নাচিছে খেলিছে ডালে ডালে ডালে—
অলি দলে দলে ধায় কত ছলে কত কথা বলে তালে তালে তালে—
ফুলে ফুলে ফুলে দুলে দুলে বলে—
কাজ কি অত ছলে যাও যাও যাও চলে।
অলি হেসে হেসে বলে ভালবাসি বলে পায়ে পড়ি ঢলে ঢলে।

টগর। ঐ দেখ্ ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর আস্‌ছে দলে দলে ;
চার কাটীতে মাছটী যেমন ঠুক্‌রে বেড়ায় জলে।

বেলা। ওলো ফুলের মধু ভোম্‌রা খায় অন্যে তা ত পায়না ;
দেখিস্ যেন কমল মধু গুব্‌রে পোকায় খায়না।

জাঁতি। ওলো ফুটেছে কুসুম-কলি কানন ভিতরে ;
পোড়ারমুখো ভোম্‌রা গুলো জান্‌লে কেমন করে ?

জুঁথি। ব্যবসা ওদের খুঁজে বেড়ায় নিত্য নূতন ফুল ;
বাসিতে অরুচি ওঁদের হন্ যমের ভুল ।

মল্লিকা। ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন আর তুলিস্ ;
পরের কথায় কাজকি ধনী আপনি সাম্‌লে থাকিস্।

মালতি। ওলো ব্যথার ব্যথী বুঝ্‌তে পারে আমিত সব জানি ;
আবার হাটের মাঝে ভাঙ্গ্‌বো হাঁড়ি চুপ্ কর চাঁদমণি।
ওলো ফোটো ফোটো ছিলি যখন ও রসবতি !
রসের সাগর ভ্রমর তখন আস্‌ত নিতি নিতি।

টগর। ওলো যাব যাব মনে করে যেতে কি সে চায় ;
যাবার হলে আস্‌তে যেতে ধর্‌তো কিলো পায়।

গীত।

সকলে।

আশার আশে ভেসে ভেসে অলি এসে উড়ে যায় ;
ফিরে ফিরে দেখে চেয়ে কুসুম তারে চায় কি না চায়।
যেতে কি সে পারে চলে,
গিয়ে আবার আসে ছলে,
যেমন তেমন নয় এ বাঁধন খুলে যাবে মুখের কথায় ;
আশার আশে দিশে হারা আশা তারে হানায় কাঁদায়।

টগর। ঐ দেখ্ নাথজী আস্‌ছে, একটু লুকিয়ে দেখি আয়। এসে, কার জন্যে হয় ত প্রাণ কেমন ক'চ্ছে ব'লে কাঁদ্‌বেন, না হয় কাকেও ডাক্‌বেন, নিদেন একবার বাঁশীটীও বাজাবেন ; বাজাবেন আবার রাধা রাধা ব'লে।

(নাথজীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে নিয়ে বেড়াই ভাঙ্গা তরী ;
ভক্তিভরে চাপ্‌লে তরী (আমি) ভাঙ্গা বেয়ে পার করি।
যে নদীর কুলকিনারা নাই,
এ ভাঙ্গা তরী সেই নদীতে ঘুরিয়ে নে বেড়াই ;
বাতাস পেলে দিই পাল তুলে রাধা ব'লে পাড়ি মারি।

বেলা। হয়েছে ! আবার কে নূতন ডাকাডাকি ক'চ্ছে।

নাথ। সখা বলে ডাক্‌লে থাক্‌তে পারিনা। গোবিন্‌ সখা সখা বলে ডাকে, গোপাকে থাক্‌তে পারিনা। গোবিনের খেলা হবে গোবিন্‌ আমাকে হারিয়ে দেবে, গোবিন্‌ আমাকে মার্‌বে তবে সখার প্রাণ শীতল হবে। সখা আমার অবোধ, সখা আমার অজ্ঞান, তা না হ'লে আমাকে মার্‌তে, আমাকে বাঁধ্‌তে আসে

টগর। হরি ! তোমায় বাঁধ্‌তে সকলেই চায়, কে পায় তা বাঁধবে হরি তুমি বাঁধা না দিলে কি, কেউ বাঁধ্‌তে পারে। তোমায় বেঁধেছে যা শ্রীরাধা—তুমি তাঁরি প্রেমে বাঁধা।

গীত।

নাথ।

আমি রাধা রাধা রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী বনে বনে ;
রাধা নামে সাধা বাঁশী অন্য নাম আর নাহি জানে।
জনম গোয়ানু রাধা রাধা করি,
না পেনু পিরীতি তবু পায়ে ধরি
রাধারি পিরীতি প্রেমের মূরতি দিবস রজনী জাগিছে প্রাণে।

(আমার) অলকা তিলকা রাধা নামে লেখা,
চূড়া দেখ মম রাধা নামে বাঁকা,
হৃদয় মাঝারে রাধানাম আঁকা রাধা আমার নয়ন কোণে ॥

যাই, এখন একবার মন্দিরে যাই। গোবিন্ আমাকে খেলায় হারিয়ে মার্‌বে ব'লে, খেলুড়েদের বল্‌ছে আর হাস্‌ছে, গোবিনের হাসি দেখে আমারও হাসি পাচ্ছে।

টগর। হাসি পাবেনা? তোমার হাসি কান্না বোঝ্‌বার যো নেই, তবে যে যা ধ'রে নেয়। তোমার যে চোরা হাসি।

গীত।

সকলে।

ওহে শ্যাম, হাস হাস হাস তোমার ঐ চোরা হাসি;
(তোমার) চোরা হাসি ভালবাসি হাসিতে প্রাণ উদাসী।
গুঁড়িয়ে নিয়ে হাসির রাশি,
মাখ্‌ব গায়ে হাসির হাসি;
(তোমার) চোরা হাসি চুরি ক'রে দেখ্‌বে মোরা কেমন হাসি;
হাসি দেখে আপনি ভুলে, পর্‌বো সেধে হাসির ফাঁসি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সমুদ্রতট—গোধূলি সময়।

শ্রী

শ্রী। জলধি! আমার দুঃখের অবধি নাই দেখে বুঝি আহ্লাদে হেলে দুলে নেচে নেচে চলেছ। রত্নাকর! তুমি রত্নের আকর, আমার একটী রত্ন ছিল তাও তুমি লুকিয়ে রাখ্‌লে—তুমিও কি সে রত্নের ভিখারী? পরিচারক! পরিচারক! তুমি আমার অমূল্য রত্ন, রত্নাকরেও তোমার মত রত্ন নেই। সমীরণ! তোমার কি আচরণ? তুমি মনে কল্লেতো আমার দুঃখের কথা পরিচারকের কাছে ব'য়ে নিয়ে যেতে পার! আহা! নীলাম্বরে একটী ক্ষুদ্র পাখী উড়্‌ছে—ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিড়ালীও সীতা উদ্ধারের জন্য সেতুবন্ধন করেছিল, আর ঐ ক্ষুদ্র পাখী আমার একটা উপকার কর্‌বেনা। পাখি, পাখি! শোন—শোন—আমার মন বেদনা শোন; যক্ষ যেমন মেঘকে দূত ক'রে তার প্রণয়িনীর কাছে পাঠিয়েছিল, আমিও তেম্‌নি তোমায় বিনয় করে বল্‌ছি, আমার এই বুকের যাতনা তোমার পাখা ক'রে পরিচারকের কাছে নিয়ে যাও। আর তাকে ব'লো, ব'লো—বেশ ক'রে ব'লো—আমি মরিনি, তার জন্মে এখনও প্রাণ রেখেছি; আর আমি না মলে সে যদি বেঁচে থেকে, যাতনা

পায় তাতেও আমি সুখী। যদি মলেম তবে জীবনের পরীক্ষা কি হ'ল ? মরা অপেক্ষা জলা ভাল !

(জল হইতে জলদেবীর উত্থান)

জলদেবী।

গীত।

কেন কেন কেন কাঁদ হ'য়ে বিষাদিনী ;
নিরাশায় আশা বাঁধ হয়ে আশা চাতকিনী।
আশার আশে আছে প্রাণ আশা করে আশাদান ;
আশার কামনা ছেড়না ছেড়না হৃদয়ের মণি।

শ্রী। এ কি ! কে আমার নিরাশ প্রাণে আশা দিচ্ছে, আশা কি পূর্ণ হবে ? কত দিনে পূর্ণ হবে ?

(সাগর হইতে সাগরবালাগণের উত্থান)

সা-বা-গ।

গীত।

লহরে লহরে করি খেলা গলায় পরি লহরমালা ;
চাঁদ চকরে পড়্‌লে ধরা থাকেনা আর প্রাণের জ্বালা।
লহরে উঠি লহরে ছুটী লহরে গড়া প্রাণ—
লহর হাস্‌লে হাসি কাঁদ্‌লে কাঁদি গাইলে করি গান ;
লহর দিলে পরে টান মানেনা উজান আশায় থাক ওলো বালা ॥

শ্রী। সঙ্গীত ! সঙ্গীত ! সুমধুর সঙ্গীতে আমার প্রাণ কাঁপ্‌ল কেন ? আমি পরিচারকের প্রণয়ভাগিনী হ'য়েও তাকে পেলুম না। কুসুম আপনার জন্যে ফোটেনা—অন্যের জন্যে ফোটে, কিন্তু কুসুমে কীট

আছে, ফলে বিষ আছে, মনুষ্য হৃদয়ে চাতুরী আছে। আশায় ভাস্‌ব—আশায় কেনা ভাসে? আশায়—জগৎ ভাস্‌ছে, আশায় মানুষের মন ভাস্‌ছে, আমিও আশায় ভাস্‌ব। আশা! আশা!! আশা!!!

বড় আশা ছিল মনে মরণ শয্যায়;
বসায়ে তাহারে পাশে লইব বিদায়।
চারি চক্ষু এক করি মুদিব নয়ন;
আজি সে সুখের আশা দিব বিসর্জ্জন।
মুখশশী আধ হাসি যুগল নয়ন;
আধ আকুঞ্চিত হাসি করিত গোপন।
এঘোর আঁধারে দেখি তাহার বয়ান;
ভুলিবনা ভুলিবনা থাকিতে এ প্রাণ।

গীত।

ভুলেছিনু ভুলিয়াছি তবু যে ভুলিতে নারি
ভুলেছে কি আছে মনে আমি যে তাহারি।
ভুলাইয়ে কত ছলে,
ভুলাইত কত ব'লে,
সে ভুলিতে পারে মোরে আমি কি ভুলিতে পারি।

হে জলদেবি! তোমার আরাধনা ক'রে কি আমার এই ফল হ'ল?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোবর্দ্ধন গ্রামের রাস্তা।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী। সেই কালাচাঁদ ঐ গাছতলায় আছে, আজ কালাচাঁদকে ছাড়্‌ব না, আজ কুঞ্জে ডেকে আন্‌ব।

(চটাদাস বাবাজীর প্রবেশ)

চটা। কালিন্দি! কালিন্দি! তুমি এইবার নিশ্চয় সেবাদাসী হও—হও—আমি তোমায় বল্‌ছি হও, কোন আপত্তি টাপত্তি ক'রো না! কি জান—প্রভুর ইচ্ছা হয়েছে, বুঝ্‌লে? বলি কালিন্দী—বুঝ্‌লে?

কালিন্দী। হ্যাঁ, বুঝেছি; অদ্বৈত প্রভুকে ডাক্‌ব?

চটা। ডাক সে শালাকে, শালা আমার সব সেবাদাসী গুলিকে নিলে গা! কালিন্দি! আমার কাঁথা, ঝুলি যা আছে সব তোমায় দিচ্ছি, আর দেরি ক'রো না—চক্ষু বুজে আমার আশ্রমে চল।

কালিন্দী। ওরে মুখপোড়া বাবাজী! আমি কি যেমন তেমন বৈষ্ণবী? আমি কি যার তার সেবাদাসী হই! এই বয়েসে বারো বা কন্ঠি বদল করেছি। ঐ গাছতলায় এক নূতন অবধূত এসেছেন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠি বদল ক'রবো ব'লে চলেছি। হে তরুতলবাসী ব্রজবাসি! আমি প্রেম পিপাসী, আমায় প্রেম দাও!

চটা। উহুঁ না—না—না, অতটা কর্‌তে হবে না, কেন গাছতলায় যা

কেন অকুলে ভাস্‌বে ? আমিও কি একটা কম অবধোত, আমিও একটা বিষম ধোত।

কালিন্দী। বলি অবধোত বাবাজী, আমি যে রাজী নই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে তিরোভাব হোন। কেন মুড়ো খেংরার চোটে টিকি-গুলিকে নবদ্বীপে পাঠাবে! বাবাজী, তোমায় খুয়ে দণ্ডবৎ তুমি তিরোভাব হও।

চটা। কালিন্দি! তুমি মুড়ো খেংরার কথা কি ব'ল্‌ছ, তোমার জন্যে নারিকেল গাছ শুদ্ধ ভক্ষণ করতে পারি।

কালিন্দী। (স্বগত) আহা রসময়—আমার প্রেমে গদ গদ হ'য়ে প্রেমের তুফান তুলেছেন, প্রেমময়কে একবার ভালবাসার বৃন্দাবন না দেখালে, প্রেমময়ের রসকলি কাটার আক্কেল হবে না। (প্রকাশ্যে) বলি রসময়, তুমি আমাকে ভালবাস?

চটা। হুঁ—খুব, বহুৎ খুব—মিথুং! কালিন্দি! কালিন্দি! বলি তুমি আমাকে ভালবাস্‌বেত?

কালিন্দী। তা আর বাস্‌ব না?

চটা। প্রভু, তোমারি ইচ্ছে, কালিন্দি! তবে কি কিঞ্চিৎ দাঁড়াব?

কালিন্দী। কিঞ্চিৎ দাঁড়াবে কেন? আমি যে তোমায় কত ভালবাসি সে কথা যদি শোন, তা হ'লে তুমি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌বে। এখন যাও, রাস্তায় এমন ক'রো না, কাল আমার কুঞ্জে যেও—খুব চুপি চুপি যেও—কেউ যেন না জান্‌তে পারে এম্‌নি চুপি চুপি যেও।

চটা। প্রভুর ইচ্ছা! বোধ হয় প্রভু গোপনে সেবাদাসীটীকে প্রদান করবেন। আহা কালিন্দীর কথা গুলি কি সুমিষ্ট, যেন রসাল পক্ক কদম!! কালিন্দি! কালিন্দি! বলি আগামী কল্য

রাধাষ্টমী, কাল তোমার কুঞ্জে আবির্ভাব হ'য়ে নিকুঞ্জ বিহার করব।

মুঞ্চ মুঞ্চ মুঞ্চ মুঞ্চ মানময়ী;
তুমি তঞ্চ নঞ্চ রসালঞ্চ ও রসময়ী!

কালিন্দী। বাবাজী! বাবাজী, অদ্বৈত প্রভু আস্‌ছে, তিরোভাব হও, তিরোভাব হও!

চটা। কৈ, কৈ, তবে কাল তবে কাল। (বেগে প্রস্থান)

কালিন্দী। বাবাজী তো মাতুয়ারা। এই যে সুধাকর আস্‌ছে, দেখি সুধাকর কি করে, একটু আড়ালে দাঁড়াই।

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধা। উঃ! পরিচারক কি নিষ্ঠুর! পরিচারক বোধ হয় প্রেমিক নয়, প্রেমিক হ'লে এমন ছবি ফেলে পুরীতে যায়? আমায় যাবার সময় ব'লে গেল, শ্রীকে যত্নে রেখ, তুমি আমার পরম বন্ধু, দেখ শ্রীর যেন না কোন কষ্ট হয়। পরিচারক—আমি শ্রীকে ভালবাসি। শ্রী—শ্রী—আমি তোমায় ভালবেসেছি, কি কর্‌বো কোন উপায় নেই। শ্রী—তোমার রূপে আমি জগতের সমস্ত ভুলে গেছি। তোমার প্রেমের পূর্ণমূর্ত্তি দেবী-মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে রেখেছি। শ্রী—তোমায় প্রাণ খুলে বলি, তুমি কি তোমার ভালবাসার কণামাত্র আমায় দেবে না? শ্রী—ইহ জগতে আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমার ভালবাসাটুকু চাই। আমার বড় সাধ, আমার বড় আশা, তোমার অকপট ভালবাসাটুকু প্রাণের ভেতর রাখি, মরমে বেঁধে রাখি—হৃদয়ের কোণে লুকিয়ে রাখি। যদি না

দাও—যদি বঞ্চনা কর—তা হ'লে আর এ জীবন রাখ্‌ব না মর্‌বো—মর্‌বো—মর্‌বো!

(প্রস্থান)

(কালিন্দীর পুনঃ প্রবেশ)

কালিন্দী। সুধাকর! সুধাকর! তুমি শ্রীকে পাবেনা—পাবেনা, পাবে না! আমি থাক্‌তে শ্রীকে ছুঁতে পাবে না! সুধাকর! জান, তোমার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে আমাকে কি বলেছিলে। মনে আছে—মনে আছে? সুধাকর, তোমার প্রাণ বড় কঠিন! তোমার হৃদয়ে দয়া নাই—তোমার হৃদয়ে ধর্ম্ম নাই—তুমি শঠ তুমি কপট! সুধাকর—ধিক্ তোমাকে! তুমি জেনো—তুমি জেনো—ঠিক জেনো, তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা দেব। আজই তোমার সুখের পথে শত্রু হব। তুমি নিশ্চয় জেনো যে পৃথিবীতে যা আসে তা থাকে না, কেবল কান্না থাকে—যাতনা থাকে—দুঃখ থাকে—ব্যথা থাকে। তোমাকে কাঁদাব—জ্বালাব দুঃখ দেব—ব্যথা দেব; আমিও কাঁদ্‌ব—যাতনা পাব,—দুঃখ পাব, ব্যথা পাব। সুধাকর—সুধাকর—আজ থেকে তোমার শত্রু হলেম! সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতট।

(পরিচারকের প্রবেশ)

পরি। সহর ঘাটে নৌকা রেখে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর এসেছি। এক বেলা না আস্‌তে আস্‌তে এত যন্ত্রণা, যাই বাড়ী ফিরে যাই। বড় ঘুম পাচ্ছে—গাছতলায় একটু বিশ্রাম করি। (শয়ন)

(রঘুসর্দ্দারের প্রবেশ)

রঘু। ঠিক্ সময়, ঠিক সময়, এইবার, এইবার—এইবার—এইবারেই নিকেশ করি, এক লাঠিতে সাবাড় করে ফেলি। (লাঠি উত্তোলন)

(পশ্চাৎ হইতে যমুনার রঘুসর্দ্দারের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান)

যমুনা। চুপ্ চুপ্ সাবধান—সাবধান—ফিরে আয়!

রঘু-স। (ফিরিয়া দেখিয়া) কেও?

যমুনা। আমি যমুনা।

রঘু-স। যমুনা? যমুনা—এখানে কেন?

যমুনা। "এখানে কেন পরে বল্‌বো, আগে ফিরে আয়, যদি ভালবাসিস্ তবে ফিরে আয়—না—তুই ভালবাসিস্ না"।

রঘু-স। আমার আবার কে আছে যে তাকে ভালবাস্‌ব?

যমুনা। কেন স্ত্রীকে?

রঘু-স। আমার স্ত্রী আছে তোকে কে ব'ল্লে?

যমুনা। নেই?

রঘু-স। না।

যমুনা। দেখ্, মিছে কথা কস্‌নি, এতবড় মিন্সে হলি, এখনো তোর বিয়ে হয়নি ?

রঘু-স। সে “কালো” আমি তাকে ভালবাসিনা।

যমুনা। আমি কি তবে ফর্শা ?

রঘু-স। তুই কালো হ’লেও তোকে ভালবাসি।

যমুনা। আমার বিশ্বাস হয় না ?

রঘু-স। কেন বিশ্বাস হয় না ?

যমুনা। তুই যে ডাকাত !

রঘু-স। আমি ডাকাত তা তোর কি !

যমুনা। ডাকাতকে কে বিশ্বাস করে, তুই আমায় ভালবাস্‌বি এ বিশ্বা হবে কেন ?

রঘু-স। কেন হবে না ?

যমুনা। যাদের দয়া নেই, ধর্ম্ম নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, যারা পুঁ মাছের মত মানুষ মারে তারা কি ভালবাস্‌তে পারে ?

রঘু-স। হাঃ, হাঃ, মানুষ মারি তা তোর কি ?

যমুনা। বড় সৎকর্ম্ম করিস্—না ? ছেলে রোজগার ক’রে বুড়ো বা মাকে খাওয়ায়, তাকে মারিস্, বড় ভালকাজ করিস্—না ? তু কেন মর্‌না, তা হ’লে আপদ চুকে যায়। কাকে মার্‌তে এসেছিস্ জানিস্ ?”

রঘু-স। এ কে ?

যমুনা। তোর ধর্ম্মপিতা—যার রাজ্যে বাস করিস্—সেই রাজপুত্র পরিচার

রঘু-স। সুধাকর—সুধাকর ! আমাকে এই কাজ কর্‌তে বলেছিস্ ? আচ্ছা —যমুনা ভারী উপকার কল্লি ! এখন এখান থেকে চল্।

পরি। (উঠিয়া) খুন ক’ল্লে, খুন ক’ল্লে, সুধাকর খুন ক’ল্লে ! দাঁ-

না—না—শ্রী তো অন্যের হবে না। না—না—না—সুধাকর তো অবিশ্বাসী নয়! সুধাকর যে আমার বিশ্বাসী বন্ধু, বিশ্বাসী বন্ধু কি বিশ্বাসঘাতক হয়? না—না—হয় না—হয় না! ঐ—শ্রী—ঐ—শ্রী—ঐ সুধাকর! ঐ সুধাকর! সুধাকর, বন্ধু—প্রাণের বন্ধু! পালাও—পালাও—খুন ক'ল্লে, খুন ক'ল্লে ঐ খুন ক'ল্লে! শ্রী, তুমি মনে মনে হাস্‌ছ কেন? হাস, হাস! ঐ যা, এ কি হ'ল? (প্রকৃতিস্থ হইয়া) এ কি স্বপ্ন নাকি? স্বপ্নই তো! শ্রীকে রেখে আসা ভাল হয়নি। রাত নেই, আর এখানে থাক্‌ব না।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানমধ্যস্থ কুটীর ও পার্শ্বে প্রাচীর।

শ্রী।

গীত।

রবে না রবে না প্রাণ আশা যদি যায় ভেসে;
আশার আশে আছে আশা আশা আছে পরবাসে॥
পায়ে ঠেলে গেছে চলে—
পড়ে আছি পদতলে;
ভালবেসো পরবাসে কেহ যদি ভালবাসে;—
ব'ল—ব'ল—এলে বল তেয়াগিনু বিনা দোষে॥

(পরিচারকের ছবির প্রতি) কও,—কও,—কথা কও,—কি বলবে বল, ব'লতে ব'লতে আবার থামলে কেন? প্রাণের দায়ে তোমার পায়ে পড়ে কাঁদছি, একবার আমার পানে চাও, চাও? পরিচারক—তোমার পা দুখানি ধরবো? তোমার গলায় এই মালা ছড়াটী দেবো? বল—তোমার পা দুখানি ধরি, বল—তোমার গলায় এই মালা ছড়াটী দিই? তোমার বাঁ দিকে একবার দাঁড়াব? বল একবার দাঁড়াই; যদি তুমি একবার মুখ তুলে হাঁ বল তাতেও সুখ, মুখ তুলে না বল তাতেও সুখ! পরিচারক কথা কও! একটী কথা কও! মনে ছিল জীবনে যাতনা পাবনা, মনে ছিল কেউ কাকে কষ্ট দেবে না। বলা ছিল, তোমার চোখে জল পড়লে আমি মুছাব,আমার চোখে জল পড়লে তুমি মুছাবে। আবার দুজনের চ'খে জল পড়লে দুজনে মুছাব; এখন দাও, দাও, আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও; পরিচারক, তুমি আর কারে যদি প্রাণ দিয়ে থাক,তা বল। আমার প্রতি ঘৃণার হাসি হেসে বল, বিদ্রুপের চাউনি চেয়ে বল? প্রাণের ভিতর ঘোর অন্ধকার, প্রাণের ভিতর নিরাশার অন্ধকার? পরিচারক! তুমি কি সুন্দর! তুমি কি মনোহর! তুমি কথা কও, তুমি মুখ তুলে চাও? একবার শ্রীবলে ডাক? ডাক—ডাক—ডাক।

(ছায়ার প্রবেশ)

ছায়া। শ্রী, একলা বসে কি কচ্ছিস্?

শ্রী। মাথা খাচ্ছি।

ছায়া। কার মাথা?

শ্রী। আপনার আপনি।

ছায়া। খাবার দেরি কি?

শ্রী। তোর অপেক্ষায় আছি।

ছায়া। আমারও খাবি নাকি?

শ্রী। ক্ষতি কি?

ছায়া। আমার ভাই এখন সোমত্ত বয়েস, আমার মাথা টাথা খাস্‌নি।

শ্রী। তুই কারুর মাথা খেয়েছিস্‌?

ছায়া। এক ভূতের খেয়েছি।

শ্রী। সে ভূত কোন্‌ গাছে থাকে?

ছায়া। সে গাছে থাকে না—বাড়ীর ভেতর এক মন্দির আছে তাতেই থাকে।

শ্রী। তবে সে ব্রহ্মদত্তি বল! দুধ কলা দিয়ে ব্রহ্মদত্তি পুষেচিস্‌ কেন? ব্রহ্মদত্তি কিছু উপদ্রব করে না।

ছায়া। করে না! করে—বৈকি!! আসন পেতে রূপোর বাটী করে গরম দুধ রাখতে হয়, ভাল করে থালে ভাত ব্যান্নন রাখতে হয়, ভাল সন্দেশ রেকাবিতে রাখতে হয়, গাড়ু, গামছা, খড়ম রাখতে হয়, ভাল করে বিছানা করে রাখতে হয়, ভাল তামাক সেজে কল্কেয় আগুন দিয়ে রাখতে হয়, এসব না কল্লে উপদ্রপ করে বই কি!

শ্রী। ব্রহ্মদত্তির সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে ভয় করে না? ব্রহ্মদত্তি আর কোথাও যায় না?

ছায়া। ভয় কিলো! আর যাবার যোকি? সে যে পোষা ব্রহ্মদত্তি! তাবে মৌতাতি করে পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছি।

শ্রী। তুই তো খুব মেয়ে—আমি একটা মানুষকে বশ করতে পার্‌লুম না—আর তুই ভূতকে বশ করে রেখেছিস্‌?

ছায়া। দেখ—ভূতকে বশ করা যায়, কিন্তু মানুষকে বশ করা যায় না তুই তার বশে থাকিস্‌ বলতে পারিস্‌?

শ্রী। বশে? বশে? বশে না থাকলে কি তারে বশে আনতে চাই?

ছায়া। ওলে বঁধু ও তোর বশে আছে কমলিনী রাই ;
রাধে বলে কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদছে তোর কানাই।
একটা কথা ব'লবো ?

শ্রী। বলবার—দরকার হয় অবশ্য বলবে।

ছায়া। পরিচারকের সঙ্গে তোর বিয়ে হলোনা কেন ?

শ্রী। ছায়া আর ও কথা তুল না। সে আমার প্রাণ নিয়ে গেছে, তার ছবি বুকে রেখেছি, তার ছবির সঙ্গে কথা কই, মনে হয় সে যেন কথা কয়, মনে হয় সে যেন আমায় ডাকে, মনে হয় সে যেন আমায় আদর করে, আবার মনে হয় সে যেন আর কারে ভাল বেসেছে।

ছায়া। শ্রী! শ্রী! কেঁদনা চোখের জল ফেলোনা—চোখের জলে ভেসনা, আশার আশে আছ ভাই থাকো। আবার দেখা করবো। এখন আসি।

গীত।

শ্যামের তরে সোহাগ করে সাজিয়ে ছিল কুঞ্জবন ;—
বাম হয়ে শ্যাম চাঁদ নাহি দিল দরশন।
কমলিনী কালার আশে সদা নয়ন জলে ভাসে,
গিয়ে কালা পরবাসে পরেরে দিয়েছে মন—
কে বাজাবে বাঁশী আমি ভালবাসি বলি শোন।

(প্রস্থান)

শ্রী। পরিচারকের স্ত্রী হব। পরিচারক সুখী হবে মনে বড়ই আনন্দ ছিল। পরিচারক আমাকে ভালবাসবে আমি পরিচারকে ভাল বাসবো তার কিছুই হলো না ?

(প্রাচীর উল্লম্ফনপূর্ব্বক সুধাকরের বাগানে প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে কালিন্দীর প্রবেশ।)

সুধা। উঃ ভালবাসা কি যাতনা! শ্রী কি আমার হবে? নির্জ্জনে—বসে একবার প্রাণভরে শ্রীকে দেখি।

শ্রী। পরিচারক কি একবারও আমার কথা মনে করে না? নিশ্চয় করে না?—আর আশা নাই! আশা শূন্য হৃদয় আর রাখব না।

সুধা। শ্রী তুমি আমার বুকের ছবি। তুমি বসে রয়েছ, মনে হচ্ছে কে যেন তোমায় এঁকে রেখেছে। পরিচারক! তোর রক্তে যদি হাত ধুতে পারি, তা হলে আমার আশার ফল ফলবে,—তা না হলে শ্রীকে পাব না, শ্রীকে না পেলে আমি জীবন রাখব না। শ্রী, তুমি আমায় ভালবেসে ভালবাসা শেখাও, আমার এই বাসনা।

কালিন্দী। সুধাকর! সুধাকর! তোর রক্তে যদি হাত ধুতে পারি, তবে আমার যাতনা যাবে।

শ্রী। প্রাণের ভেতর একটা অন্ধকারের ছায়া এলো কেন? পরিচারক! তুমি কি সুন্দর—সুন্দর হতেও সুন্দর!!

সুধা। যন্ত্রণা! অসহ্য যন্ত্রণা! শ্রী তোমাকে পাব বলে, তোমাকে বিবাহ কর্ব্বো বলে, বাপের কথা ঠেলেছি, মার কথা ঠেলেছি, তবু তোমায় পাবনা? প্রাণে কি বীণার ঝঙ্কার হবে না?

শ্রী। পরিচারক! তুমি কি দেশ ছেড়ে চলে গেছ? না! না! তুমি যাওনি, তুমি আমার কাছেই আছ। তুমিত যাবার নও।

সুধা। পরিচারক! পরিচারক! শ্রী তোমার হবে? বড় যাতনা, অসহ্য যাতনা! শ্রী! শ্রী! চক্ষের জল কি বরাবর পড়বে?

শ্রী। পরিচারক! আমার আশা ভরসা সব নষ্ট করো না। আমি হাস্তে হাস্তে তোমায় কথা কইতে বল্লুম, কৈ কথা তো কইলে না। আমি কাঁদতে কাঁদতে তোমায় কথা কইতে বল্লুম কৈ কথা তো কইলে না! আমি তোমার রূপে পাগল হয়ে তোমায় ডাকছি, তবু যে তুমি কথা কইলে না!—আমার মনের দুঃখ তুমি বুঝলে না! তুমি আমার স্বামী, আমার স্বামি সেবাতেই আনন্দ! এ মহানন্দে কেন নিরানন্দ কর। আমি ভিখারিণী—তাই বলে কি আমায় চাওনা। তাই একবার বল না।

সুধা। বিষ, বিষ, বিষে আমায় ঘেরেছে!

কালিন্দী। সুধাকর বিষই বটে! সাপের বিষ সইতে পারবে—কিন্তু মানুষের বিষ সইতে পারবে না!! এই বিষেই তোমায় জ্বলতে হবে—এই বিষেই তোমায় মরতে হবে!!!

শ্রী। পরিচারক! তোমায় কি আর পাব না? ছেলে বেলা থেকে দুজনে বনে, উপবনে, প্রাঙ্গণে, জলে, নৌকায় খেলা করেছি দুজনে ফুল তুলেছি! ফুল তুলে দুজনে মালা গেঁথেছি! তুমি আমায় সাজিয়েছ—আমি তোমায় সাজিয়েছি! তুমি আমার গায়ে ধুলো দিয়েছ আমি তোমার গায়ে ধুলো দিয়েছি। সে সব ভুলে গেলে, সুখের সময় সব ভুলে গেলে? আমি কিন্তু জীবনেও ভুলব না—মলেও ভুলব না। তুমি নিষ্ঠুর হও, তুমি অন্যকে প্রাণ দাও, বিদেশে বিবাহ কর, সব সইব, বুকে পাষাণ বেঁধে সইব, নীরবে সইব, কিন্তু—তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও ভালবাসতে পারব না।

সুধা। উঃ জ্বলে মলুম! পুড়ে মলুম! বজ্র তুমি এখনই মাথায় পড়

পৃথিবী তুমি এখনই বিদীর্ণ হও! কাল ভুজঙ্গ তুমি এখনই দংশন কর !!!

কালিন্দী। হুঁ—হুঁ—বাজ পড়ে এই; কাল সাপে দংশায় এই!

সুধা। শত সহস্র বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিতে পারা যায়, কেউটে সাপের বিষ আকণ্ঠপূরে খাওয়া যায়, ভালবাসার জ্বালা সওয়া যায় না! ভালবাসার বিষে জর্জ্জরিত হওয়া যায় না।

কালিন্দী। সুধাকর! সুধাকর! বোঝ্—বোঝ্—সওয়া কতজ্বাল বোঝ্ !!!

শ্রী। পরিচারক! এই তোমার ছবি বুকে রাখলুম, পরিচারক যখন মরবো তখন একবার কথা ক'য়ে বলো তোমায় ভালবাসি, তা হলেই আমি স্বর্গে স্বামী পাব।

সুধা। আর গোপন রাখতে পারিনে, আর সহ্য হয় না পায়ে ধরি, সংসার আঁধার দেখছি; মনে আর কোন মানা মানে না। (অগ্রসর হইয়া) শ্রী! শ্রী! শ্রী!

শ্রী। (চমকিয়া উঠিয়া) পরিচারক! পরিচারক! কোথা! কোথা! তুমি ফিরে এসেছ। কৈ! কৈ! আমি যে দেখতে পাচ্চিনা পরিচারক! আনন্দে যে আমি আঁধার দেখছি!

সুধা। না! না! আমি পরিচারক নই, আমি সুধাকর!

শ্রী। কি! কি! তুমি পরিচারক নও, তুমি পরিচারক নও! তুমি সুধাকর? পরিচারকের বন্ধু সুধাকর? সুধাকর! সুধাকর! তুমি কি পরিচারকের কোন সংবাদ এনেছ? কি সংবাদ এনেছ—বল—বল, আমায় শীঘ্র বল—

সুধা। শ্রী, শ্রী, কি বলব, কি বলব, আমি তোমায় ভালবাসি এই কথা বলতে এসেছি, আমি তোমায় ভালবেসে অন্ধ হয়ে বেড়াচ্ছি

পায়ে ঠেলনা। শ্রী তুমি কুমারী, আমাকে বিবাহ কর। তুমিও সুখী হও, আমিও সুখী হই।

শ্রী। তুই সুধাকর! তুই সুধাকর!! পরিচারকের বন্ধু সুধাকর!!! যে পরিচারক তোকে আমার অভিভাবক ক'রে রেখে গেছে তুই সেই সুধাকর! তোর এত দূর আশা? তোর এতদূর নীচ প্রবৃত্তি? তুই মানুষ না পশু? যদি প্রাণের ভয় থাকে ত সরে যা—যদি নরকের ভয় থাকে তো সরে যা—নচেৎ এখনি নখাঘাতে তোর মাথা ছিঁড়ে ফেলবো!!

সুধা। শ্রী, শ্রী, শ্রী, আমি কোন কথা শুনব না। (ধরিতে উদ্যত)

(বেগে কালিন্দীর প্রবেশ ও সুধাকরকে ভয়প্রদর্শন)

কালিন্দী। শ্রী, শ্রী! তোমার ভয় নেই। সুধাকর! তুই সুধার আকর নোস্, বিষের আকর! তুই সরে যা—সরে—যা—দূর হ—দূর হ! দেবী মন্দির কলুষিত করিস্‌নে! আর দেবীমূর্ত্তি পানে চেয়ে থাকিস্‌নে! চোখ্ উপড়ে নেব—খুন করবো যা—যা—দূর হ! কুমারীর কাছ থেকে দূর হ—সতীর কাছ থেকে দূর হ (বুক হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেখছিস্! এই ছুরি তোর জন্যে আছে—সে দিন থেকে আছে—এই ছুরিতেই তোর ভালবাসা শেষ হবে। এই ছুরিতে এখনি তোর রক্ত পান করব! হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! সুধাকর, এখুনি ছুরি মারব—এখুনি খুন করবো!! (সুধাকরকে ছুরি মারিতে উদ্যত) না—মারবো না; তোকে জ্বালিয়ে মারতে পাল্লে আর! ছুরিতে মারব না—সুধাকর, আমি কে জেনেছিস্ জেনেছিস্! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

(বেগেপ্রস্থান.)

সুধা। শ্রী! শ্রী! শ্রী!

কালিন্দী। সুধাকর, আর একদিন দেখা হবে, যে দিন তোকে ডেকে তোর সর্ব্বনাশ কর্‌বো। প্রতিহিংসায় প্রাণের আশা মেটাব, বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি—জ্বলে জ্বলে জ্বালা মেটাব।

শ্রী। কালিন্দি! তুমি যেওনা, তুমি যেওনা। আমার ভয় কচ্ছে, আমি একলা থাক্‌তে পারবনা।

কালিন্দী। শ্রী! শ্রী! জ্ঞান ছেলে বেলা থেকে তোমায় আমি ভালবাসি। শ্রী! তোমার কোন ভয় নেই, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে তোমার ভয় নেই। সুধাকরের জন্যে এই ছুরি রেখেছি, পারি যদি সুধাকরকে খুন করে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো। (প্রস্থান)

শ্রী। কালিন্দি! কালিন্দি! তুমি আমার জন্য কেন পাপিনী হবে। পরিচারক! পরিচারক! তোমার বন্ধু, তোমার বিশ্বাসী বন্ধু—তোমার নরকের কীট বন্ধু সুধাকরের আচরণ দেখ্‌বে এস! যাই এখান থেকে সরে যাই! (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যস্থ মাঠ।

গোবিনদাস, প্রেমদাস, তিলকদাস, অলকদাস।

গোবিন্। (অন্বেষণ করিয়া) রোজ রোজ ত ভাই সে আগে আসে, কৈ ভাই আজ তো এখনও আসেনি। নিশ্চয় আজ ভয় পেয়েছে, দেখ ভাই রোজ তারে এম্‌নি মারি—যে চাঁটি তেলাং করে দি।

প্রেম। রোজ রোজ মারিস্ সে কিছু বলে না?

গোবিন। বলবে আর কি? পড়ে পড়ে মার খায় আর হাসে, আবার কাছে আসে।

অলকা। তবে ভাই তাকে কেন মারিস?

প্রেম। (অঙ্গভঙ্গী করিয়া) আহা—আহা থামগো—থাম, আর তোমার দয়াতে কাজ নেই। আর তোমার কাহুনিতে কাজ নেই—তা না হলে তুই রোজ রোজ তোর বাবার কাছে মার খাস?

গোবিন। এই দেখনা, এই দেখনা, মারখেতে আসে এই দেখনা। এত মারি, এত গাল দি, তবু আসে, আবার বলে সখা—সখা তোমার হাতে তো বাজেনি। তোমার ত কোন কষ্ট হয়নি।

প্রেম। দেখ ভাই আজ ক'জনে পড়ে বেশ করে প্রহার দেব। এমন প্রহার দেব, দেখি কেমন হাসে, দেখি কেমন কাল আসে।

গোবিন। আজ ভাই বাজী টাজী নেই খেলবার আগেই প্রহার, বেদম প্রহার, তার পর খেলা। দেখ ভাই সে এম্‌নি খেলা খেলে যে তার খেলায় পারবার যো নেই, তার খেলা বোঝবার যো নেই!

প্রেম। সে আমার চেয়ে খেলে! আমি সে দিন এমন খেলেছিলম, যে ঠাকুরদাদার চোখ অবধি ছেঁদা হ'য়ে গিয়েছিল। নেকা বেটা কোথা থাকে জানিস্? ধরে আন্‌তে পারিস?

গোবিন। জানি, ঐ যে নাথজীর ঠাকুরবাড়ী আছে, ঐ বাড়ীতে থাকে।

প্রেম। ওঃ বুঝেছি, তবে ঐ বষ্টম বেটাদের ছেলে! ছোঁড়ার বাপের নাম জানিস?

গোবিন। জিজ্ঞাসা কল্লে বলে, সকলেই আমার বাবা—সকলেই আমার মা।

প্রেম। ও বাবা, এ বেটা কেগো? বেটার কত বাবা? বুঝেছি—বুঝেছি বেটা খেতে পায়না, তাই যাকে তাকে বাবা বলে। ভিক্ষে করে খেয়ে কি গায়ে জোর হয়? তাই প'ড়ে প'ড়ে মার খায়।

গোবিন। দেখ ভাই, সে ভাই যে ফল খেতে দেয় এমনি মিষ্টি লাগে, তা আর কি বল্‌ব। আগে ফলগুলো খাব, তার পর মারবো।

প্রেম। বেটা যাকে তাকে বাবা বলে আর ভিক্ষে করে। ছেলেমানুষ দেখে সকলে খেতে দেয়; সেই ফল এনে খেতে দেয়, ভিক্ষে করা ফল খাস্‌নি খাস্‌নি, রোগা হ'য়ে যাবি।

গোবিন। আমি ভাই মনে করি খাবনা, সে ভাই এমনি ক'রে আদর করে, এমনি ক'রে যত্ন করে। যে আমি না খেয়ে থাক্‌তে পারি না। আমার ভাই খেয়ে আশ মেটে না।

প্রেম। তার নাম কি ভাই?

গোবিন। বলে, আমার নাম সখা।

প্রেম। হুঁ, হুঁ, শুনেছি, শুনেছি সখা বলে একটা ছোঁড়া ঐ নাথজীর ঠাকুর বাড়ীতে থাকে বটে, ছোঁড়াটাকে তো চিন্‌তে পারলুম না।

গোবি। চেনবার তো দরকার নেই, দরকার মারবার।

প্রেম। আরে দরকার তো মারবার, তা আসে কৈ যে মারবো, তাকে ডেকে আনিগে চল। ডেকে এনে মারিগে চল।

গোবিন। সখা সখা করে ডাক্‌লেই আসে।

প্রেম। আচ্ছা তবে তোর সখাকে ডাক্ দেখি, তার চেহারাখানা এক বার দেখি। আমরা কিন্তু ভাই তোর সখাকে মার্‌ব, দেখি সে কেমন আদর করে, দেখি সে কেমন যত্ন করে।

গোবিন। সখা ভাই আমার বড় ভালমানুষ, সে কেমন সেজে আসে, সে কেমন আমাকে ভালবাসে। সখাকে মেরে আমার মন কেমন

করে। তোরা ভাই এইখানে দাঁড়া, আমি একবার সখাকে ডাকি। সখা! সখা!

গীত।

একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে খেল্‌বি সখা আয়;
তোর মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি কথায় কত হাসি পায়।
(ওরে) তোর বাপ্‌ মা নাকি নাই,
তোরে খেতে দেয় কে ভাই;
আবার ধ'রে ধ'রে মার্‌লে পরে রাগ করিসনে তায়।
(ও ভাই) তোকে দেখ্‌তে না পেলে,
ডাকি সখা সখা ব'লে,
আবার দেখা পেলে করি কোলে কান্না চলে যায়॥

ম। ও ভাই তুই যে দেখ্‌ছি সখার জন্যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লি! কোথা তাকে মার্‌বি না কান্না।

বিন। দেখ্‌ ভাই তাকে ভালওবাসি, আবার তাকে মারি। তাকে না মাল্লে আমার সক্‌ মেটে না, সে না কাঁদ্‌লে আমার প্রাণ শীতল হয় না। সে মার খাবে, কাঁদ্‌বে, আমাকে আদর কর্‌বে, সে আমার ভয়ে পালাবে, তবে আমার খেলার সক্‌ মিট্‌বে।

াম। ও! সখা তবে তোর ছিঁচ কাঁদুনে দেখ্‌ছি! নইলে তুই মার্‌লে কাঁদে? আমার বাবা আমাকে কত মারে, আমার কাঁদ্‌তে দায় পড়েছে। আমি বাবার গালে একচড়, মার পিঠে এক কীল মেরে, মার দৌড়—দৌড়—দৌড় চোঁচা দৌড়—তা

(গাইতে গাইতে নাথজীর প্রবেশ)

গীত।

সখা ব'লে ডাক্‌লে আমায় প্রাণ যে আমার কেমন করে ;
বাজিয়ে বাঁশী কাছে আনি কাঁদি আমি তারি তরে।
ব্রজবাসী হৃদয় বাসী,
তাইতে এত ভালবাসি,
ভালবাসে তবু কেন সুধালে তা বলতে নারে।
কমলিনীর কি বাসনা,
জান্‌তে মনে হয় বাসনা,
অন্যে দিয়ে হয় সে সুখী এ খেলা কে বুঝতে পারে—
সাধ হয় হ'য়ে ব্রজনারী সুধাই আমি শ্রীরাধারে ॥

(স্বগত) গোবিন অবোধ, গোবিন বালক, গোবিন খেলুড়েদের লুকিয়ে রেখেছে আমায় মার্‌বে ব'লে, আমি যে সব দেখ্‌তে পাই, সখা তো জানে না। একবার সখাকে ডাকি। (প্রকাশ্যে) কৈ সখা আজ বুঝি খেল্‌তে আসেনি, সখার বুঝি ভয় হয়েছে ? সখা, সখা !

(গোবিন ও সকলে দৌড়িয়া নাথজীর নিকট দণ্ডায়মান)

গোবিন। তুমি ভাই আজ এত দেরি ক'রে এলে কেন ? তুই দাঁড়া, আজ তোকে সাজা দেব, খেলবার আগেই মার্‌ব।

নাথ। রোজ রোজ পরে মার, আজ না হয় আগেই মার। (স্বগত) অবোধ মানব—কেউ আমাকে বাঁধ্‌ছে, কেউ আমাকে মার্‌ছে

কেউ আমাকে গাল দিচ্ছে, যার যা ইচ্ছে সে তাই ক'চ্ছে। ভক্তে আমায় ডাক্‌লেও প্রাণ কাঁদে, ভক্তে আমায় মার্‌লেও প্রাণ কাঁদে। ভক্তের জন্য আমি দিনরাত জেগে থাকি। ভক্তের রক্ষার জন্য আমি সুদর্শনচক্র ধারণ ক'রে থাকি। গরুড়কে দেখ্‌লে যেমন সর্প ভয় পায়, তেম্‌নি ভক্তের মুখে আমার নাম শুন্‌লে যমদূত ভয়ে পালায়, মৃত্যুও মরণে ভয় পায়। আমি ভক্তের জন্য বৈকুণ্ঠ ছেড়ে লক্ষ্মী হারা হয়ে, বনে এসে বাস কচ্ছি, বালক বেশে গোবিনের সঙ্গে খেলা ক'চ্ছি। [প্রকাশ্যে) গোবিন, তবে মার্‌বে এস!

প্রেম। বলি ওরে বেটা তেলককাটা ছেলে! তোর বাপের নাম কি?

নাথজী। আমার বাবা? দাঁড়া ভাই মনে করি, এই আমার তিনটে বাবা—একটা কশ্যপ—একটা দশরথ—একটা বসুদেব। আবার বাবা কে হবে জানি না, কিন্তু ভাই আমি আবার সবার বাবা।

প্রেম। তুই তবে আমাদেরও বাবা?

নাথজী। হ্যাঁ, এক্‌শবার।

প্রেম। (মারিতে উদ্যত) তবে রে বিট্‌লে বেটা, তুই আমাদের বাবা! ওরে গোবিন! বেটা বলে কিরে, এমন বিদ্‌খুটে বেটার সঙ্গে খেল্‌তে আছে, বেটা বাবা হ'তে চায়! দে বেটাকে চাঁটী—দে বেটাকে চাঁটী।

গোবিন। ওরে ওরে মারিস্‌নে মারিস্‌নে। ওটা পাগল, কত আবোল তাবোল বকে, এখন থাক্ মার্‌বো এখন। (স্বগত) আমি মার্‌লে সয়, অন্যে মার্‌লে সয় না।

অলকা। ওরে বেটা ঝোঁটন বাঁধা ছেলে, বলি তো বেটার কি আক্কেল! বেটা বাবা হ'তে চাস্ কি ব'লে! বেটা নিজে খেতে পায় না

আবার বাবা হবার সাধ। গোবিন, দেতো ছিপ্‌টী গাছটা বেটাকে আচ্ছা কোরে গোবেড়েন করি।

নাথজী। (স্বগত) আমার আক্কেল থাক্‌লে আর বাবা হ'তে চাই, না মানুষ হয়ে এখানে খেল্‌তে আসি ?

প্রেম। গোবিন, বেটাকে এতক্ষণে চিনেছি ! বেটা চোর, বেটা ডাকু। সে দিন সন্ধ্যের সময় পাঠশালা থেকে আস্‌ছি, দেখি, বেটা তোদের গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে, আমি অন্ধকারে মনে কল্লুম ভূত, বাবারে ব'লে পালিয়ে গেলুম। এখন দেখ্‌ছি এই বেটাই সেই বেটা। এ বেটা নিশ্চয় কোন চোরের ছেলে।

নাথজী। (স্বগত) আমি যে চোর তা সকলেই জানে।

তিলক। হুঁ, হুঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, এ বেটাকে আমি ওই পার-ঘাটায় দেখেছি, বেটা একখানা নৌক নিয়ে লোক পার করে। নিশ্চয় বেটা কোন মাঝির ছেলে।

নাথজী। (স্বগত) সখা তো জানেনা যে পার করাই আমার ব্যবসা।

অল। ঠিক বলেছিস্ ভাই. আমিও আর এক জায়গায় দেখেছি ; এক দিন দেখি এক বাজ্‌রা ফল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও বেটার ফল কে নেবে ? বেটা নিশ্চয় কোন ফলওলার ছেলে।

নাথজী। (স্বগত) সখা ঠিক ঠাউরেছে। সখাত জানেনা যে ফল বেচাই আমার কাজ।

প্রেম। ওরে হয়েছে, বেটার জন্মের ঠিক নেই, তাই তিন তিনটে বাবার নাম ক'ল্লে, আবার ব'ল্লে আর একজন কে হবে জানিনা। এ চোর বেটার সঙ্গে খেলা হবে না।

নাথজী। (স্বগত) চোর নাম আমার গেল না।

প্রেম। ওরে বেটা, তুই কি খাস্ ?

নাথজী। যে যা আদর ক'রে দেয়।

প্রেম। যদি আদর করে প্রহার দেয়?

নাথজী। তাই খাই, খুব খাই।

প্রেম। তুই কাকে কিছু খেতে দিস্?

নাথজী। যে যা চায়।

প্রেম। ওঃ—বেটা কি দাতা! আমাদের কিছু দে দেখি, তোর খেয়ে তোকেই মারি।

নাথজী। তবে ভাই সকলে গান গাইতে গাইতে ঐ গাছতলায় যাই চল! ঐখানে খেয়ে খেল্‌বি চল্, আর মার্‌বি চল্!

গীত।

নাথজী।

আয় দেব ভাই এমন ফলরে অন্য ফল আর কেউ চাবি না—
আমার কাছে আছে সে ফল খুঁজ্‌লে কোথাও আর পাবিনা।
সে ফলের তার পেলে পরে,
থাক্‌তে আর চাবি না ঘরে,
বিফল সে ফল হয় না কভু অন্য ফল আর কেউ খাবিনা।

বালকগণ।

চল্‌রে চল দিবি কি ফল গেলেত ফাঁকী দিবি না—
তুই দিবি যে ফল খাব সে ফল দিবি না তা আছে জানা।

নাথজী। মনে ছিল দিব ফাঁকী,
করিস্ বড় ডাকাডাকি,
কেমন ক'রে বল্‌রে থাকি না এলে যে প্রাণ বাঁচেনা।

সকলে। নেচে নেচে যাই চল,
বনে গিয়ে খাব ফল,
পেলে পরে মিষ্টি ফল বাবা মাকে দেবনা।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(কালিন্দীর কুঞ্জের উঠান)

নিধে। বউদিদি বউদিদি চট্ বেরিয়ে এস। চটা বেটা আগত প্রায়, বেটা তুলসী বনে বসে মহাদেব সেজে প্রেমে ময়াল হ'য়ে তোমার প্রেমতত্ত্বের ময়রার দোকান খুল্‌তে আস্‌ছে। খুড়ো—খুড়ো—দৌড়ে এস—দৌড়ে এস!

(কালুখুড়োর প্রবেশ)

কালু। বাবাজি অত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কচ্ছিলে কি কারণ!

নিধে। খুড়ো খুড়ো এসেছিস্ বেশ হয়েছে! দেখ্ ভাই তোকে আজ নারদ সাজ্‌তে হবে।

কালু। নিধে তুইতো ভারি খারাপ ছোক্‌রা দেখছি, আমি প্রায় তোর জনকের সমান—আমাকে ভ্রাতা বলে সম্বোধন কচ্ছিস্? জানিস আমি কেও কেটা মানব নয়—আমি জ্যেষ্ঠতাত জনার্দ্দনের অগ্রজ পুত্র কানায়ে—মাতুলের প্রবল—পরাক্রান্ত—ধীশক্তি সম্পন্ন—অকাল কুষ্মাণ্ড ভাগ্নে—কালুখুড়ো। আমার প্রবল প্রতাপে, সাগর, নাগর, ভূধর, জলচর, খেচর, চরাচর, প্রাণস্থ,

পাড়াস্থ, বাড়ীস্থ সমস্ত ভয়ে ভীত, অনুরক্ত, আশক্ত কম্পিত ও বিষাক্ত কলেবর হয়।

নিধে। খুড়ো আমার আর আমার পিতার যে কাপুরুষ আছে তাদের ঘাট হয়েছে, তুমি সট্ ক'রে নারদটা সেজে ফেল, সময় খুব সংক্ষেপ চটা বেটা এলো বলে।

কালু। নিধে! আমার বিষয় আরও কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর্। আমি যদি কারো বাড়ী গমন করি, সে ভীত চিত্তে ঘটী, বাটী, তৈজস-পত্রাদি লুক্কায়িত করিতে যত্নবান হয় কেননা আমি গোপনে আনমনে আত্মসাৎ করি।

নিধে। দেখ্ বেটা খুড়ো যদি না সাজ্‌বি, তোকে মুড়ো খেংরার চোটে সাজাব। ওরে সাজা মহাদেব এলো বলে! সাজ! সাজ! সাজ শিগ্‌গীর একটা একতারা নিয়ে আয়, গেরুয়াখানা পোরে আয়।

কালু। নিধে শোন্ শোন্, আরও আমার চরিত্রের কথা শোন, যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করি সেই দিন আমার মাতাঠাকুরাণী কালের করালগ্রাসে পতিত হন। যে দিন আমার ষেটেড়া পূজো হয় সেই দিন আমাদের বাড়ীর পার্শ্বস্থ তালবৃক্ষে বজ্রাঘাত হয়, যে দিন আমার অন্নপ্রাশন হয় সেই দিন আমাদের বাস্তুভিটে নিলাম হবার জন্য অনবরত ঢোল বাজ্‌তে লাগ্‌লো, আমি অন্নধারণ কল্লুম পিতার চাক্‌রী গেল পিতা স্বাধীন হলেন। বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে যে দুর্গোৎসব হতো তা বন্ধ হলো; মা জগদম্বা—আমার ভয়ে ভীতা হয়ে আর এলেন্ না; মা লক্ষ্মী পেঁচার পালকটী রেখে উড্ডীয়মান হলেন। বিবাহের সম্বন্ধ হলো পিতাও জীবলীলা সাঙ্গ কল্লেন। ক্রমশ যত সুকুমার দেহ বর্দ্ধিত হতে লাগ্‌লো একে একে বংশের সমস্ত নির্ব্বংশ হতে লাগ্‌লো। নিধে আর অধিক

আমি যদি কারু বাড়ীতে একবার পদার্পণ করি, তা হ'লে তার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ সমস্ত হয়; বংশ নির্ব্বংশ হয়!

নিধে। খুড়ো, তুমি দেখ্‌ছি খুব উপযুক্ত বালক, আর তোমার পরিচয়ে প্রয়োজন নেই, তৎপর নারদটা সেজে পালাটা শেষ ক'রে ত্বরায় অন্য গ্রামে চলে যাও, আর এ গ্রামে থেকনা চাঁদ! আয়, নারদ সাজিয়ে দিইগে আয়! দেখ্ খুড়ো তোকে কাণে কাণে যা বলে দিই তাই কর্‌বি। আয়!

(উভয়ের প্রস্থান)

(চটাদাসের মহাদেব বেশে প্রবেশ)

চটা। ব্যোম্, ব্যোম্ ব্যোম্, ভবম্ ভবম্ ভবম্ ব্যোম্, সতি! সতি! কালিন্দি সতী! বৈষ্ণবী সতি! মহিষমর্দ্দিন! চটামনমোহিন! তোমার ষাঁড়চড়া, আধবুড়া, ভাঙড় ভোলা এসেছে! উলুধ্বনি দাও! উলুধ্বনি দাও, সতি! সতি! কালসতি!

(নারদবেশে কালুখুড়োর প্রবেশ)

গীত।

ওগো শিব হয়েছেন কুঞ্জবাসী।
দাঁড়িয়ে আছে ভোলা আমার পাবে ব'লে সেবাদাসী।
ঝাঁটার গুণ গাওরে বিমে,
ঝাঁটায় দেখ্‌বে তারা দিনে,
দ্বিজ কালু খুড়ো ভনে চটায় কর্‌ব শ্মশানবাসী॥

চটা। (স্বগত) এমন সেজেছি, এ শালা নারদ আমায় চিন্‌তে

পারেনি (প্রকাশ্যে) কে বাপ্ নারদ এলি? নারদ, নার কি সংবাদ বাপ্?

কালু। (স্বগত) শালা চটাদাস তো খুব সেজেছে (প্রকাশ্যে) মায় ময়! তোমার মায়া বোঝা দায়। অনেক দিন কৈলাস ছে এসেছেন, তাই একবার দেখ্তে এলুম। মায়াময়ী কোথা?

চটা। (স্বগত) ও বাবা—এ যে কালুখুড়ো, শালা টের পায়নি (প্রকাশ্যে) নারদরে আর তোর মায়াময়ীর কথা তুলিস্ বাপ্! নারদ বলব কি বল্ তোর মায়াময়ীর জন্যে আমার জ তপ সব গেল! তোর মায়াময়ী আমাকে মহামায়ায় ফে হাবু ডুবু খাওয়াচ্ছে বাপ্!

কালু। (স্বগত) শালা মনে করেছে টের পায়নি, আগে নিধে বে আসুক, তারপর বেটার শিব সাজা বার কচ্ছি। (প্রকাশ্যে ভোলানাথ! ভোলানাথ! মর্ত্যে এসে দেখ্ছি সব ভু গেছেন।

চটা। (স্বগত) এ শালা নারদ গেলে বাঁচি, ধরা পড়লেই ভোল নাথকে অনাথ করে ছেড়ে দেবে। (প্রকাশ্যে) নারদ তোদের কি ভুল্তে পারি, সতীই আমাকে ভুলিয়ে রেখে বাপ্! বলি নারদ, আর কিছু সংবাদ আছে?

নারদ। মা কোথা, তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করব।

চটা। (স্বগত) এ শালা নারদ গেলে বাঁচি। প্রভু, তোমারি ইচ্ছে প্রভু—খুড়ো শালাকে তিরোভাব করে দাও, নচেৎ বড় বি দেখ্ছি। (প্রকাশ্যে) বাবা নারদ, বুঝেছি বুঝেছি, ব নারদ, গাঁজা খেয়ে গলাটা ধরে গেছে, আয় বাপ্ দুজনে একব সতীর নাম করি!

উভয়ে—

গীত।

নারদরে যাওয়া হবেনারে দক্ষেরি ভবনে।
নেমন্তন্নে গেলে সতী খাবে ওরে ছাগল দিনে॥

কালু। (স্বগত) শালা মরেছে, শালা খেপেছে, শালা মনে করেছে আমি একেবারে আদত শিব হয়েছি, দাঁড়া শালা, নিধে কৃষ্ণ আসুক, তোর শিবের জিব বার কচ্ছি। (প্রকাশ্যে) ত্রিলোচন! তোমার আর একটী লোচন কোথা গেল ?

চটা। (স্বগত) যা শালা! একটা চোক আঁক্‌তে ভুলে গেছি। (প্রকাশ্যে) কি জান নারদ, মর্ত্ত্যে এসে, লোকের আচার ব্যাভার দেখে একটী চোখে ছানি পড়ে, সেই চোখটী তোমার সতী খেয়েছে।

কালু। পঞ্চানন! আহা তবে তো করুণাময়ের বড় কষ্ট হয়েছে।

চটা। নারদ মর্ত্ত্যে আমি শতানন, মর্ত্ত্যে মুখ না থাক্‌লে টেঁকা দায় এখানে লোকে মুখের জোরে টেঁকে থাকে। বদন আছে ব'লে এখানো বেঁচে আছি।

কালু। (স্বগত) দাঁড়া শালা, তোর বদন বিগ্‌ড়ে দিচ্ছি, নিধে শালা যে এখনো এল না, আর আমিও যে থাক্‌তে পাচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) প্রভু, তবে সতীকে একবার ডাক।

চটা। সতি! সতি! সতি! একবার ভোলানাথ ভোলানাথ বলে ছুটে এস! তোর নারদ এসেছে, নারদ তোকে একবার দেখে যাবে। হরপার্ব্বতীর যুগল-রূপ দেখে যাবে, আয় সতি, সতি, সতি!

(নিধের কালীমূর্ত্তিতে ও ভূতগণের প্রবেশ)

নিধে। ত্রিপুরারি, ত্বরা করি দাও হে বিদায়;
সাজে বেটা চটাদাস ধর্ম্মনাশ হেতু।

চটা ! (স্বগত) ও বাবা, মা কালী যে সব টের পেয়েছে। প্রভু ! প্রভু ! বিষম সঙ্কট, রক্ষা কর, রক্ষা কর ! বেটী ক্ষেপেছে।

নিধে। (স্বগত) বেটার বুকে পা দিয়ে না দাঁড়ালে হ'চ্ছে না। (প্রকাশ্যে

ভূত প্রেত দক্ষি দানা নাচ গাও সবে ;
ধরি আমি রণবেশ মহেশ উপরে—

(ভূত প্রেতগণের বিকট চীৎকার)

চটা। বাবারে ! (ভূতলে পতন)

(নিধে কৃষ্ণের চটাদাসের উপর দণ্ডায়মান)

কালু। নিধে, ক'সে চাপন দে ! কালিন্দী সতি !

চটা। প্রিয়তমে ! একটু আস্তে আস্তে বুকে পা দাও, বুকে বড় বেদনা বোধ হচ্ছে ! সতি ! সতি ! কাল সতি ! সমর সম্বরণ কর !

নিধে। (স্বগত) দাঁড়া শালা, চাপনির চোটে তোর নাড়ী ভুঁড়ী বার করি। (প্রকাশ্যে) কি জান মহেশ, এ যে রণবেশ !

চটা। তোমার তো রণবেশ, আমার যে প্রাণ শেষ।

নিধে ! (চাপন দেওন ও চটার গোঁ গোঁ শব্দ) বলি, ওরে শালা চটাদাস, শিব সেজে প্রেম ক'ত্তে এসেছ শালা ?

চটা। কেও, নিধে কৃষ্ণ ? নিধে কৃষ্ণ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গেল, নাড়ী ভুড়ভুড়ী কাট্‌ছে, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

নিধে। খুড়ো—খুড়ো—বেটার নাক কাণ কেটে দিয়ে গোবর্দ্ধন গ্রাম পার করে দাও ! ও ভাই ভূত সকল বেটাকে কসে প্রহার দাও।

(মারিতে মারিতে সকলের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পুরী রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ খাড়ী।

(ডালিয়া ও সাজিয়ার নৌকা-বিহার)

গীত।

ডালিয়া। কেন কেন কেন প্রাণ মন কারে ধরা দিতে চায়।
ধরা দিলে ধরা পড়ে ধ'রে মোরে না কাঁদায়।
ধরা দিব যারে সখী,
সে কি হবে পোষাপাখী,
(যেন) শিকল কাটিয়ে পাখী উড়ে না পালায়।
(সখি) আমিও পিঁজরে রাখি যতনে পড়াব তায়।

সাজিয়া! সাজিয়া! ভাই আজ আমার গান ভাল লাগছে না কেন?

সাজিয়া। কি ক'রে বল্‌ব ভাই, আমি তো আর তোর মনের ভিতর ঢুক্‌তে পারিনে! আর ভাই না বলেও থাক্‌তে পারিনে, এই বয়েসে কার কাছেই বা গাস্, আর কেইবা শোনে, যে ভাল লাগ্‌বে।

ডালিয়া। কেন ভাই রোজ তোদের কাছে গাই, তোরা শুনিস্, পাখীদের কাছে গাই পাখিরা শোনে, ফুলের কাছে গাই ফুলেরাই শোনে, আবার কে শুন্‌বে?

সাজিয়া। ওলো শুন্‌বে লো শুন্‌বে! আগে শোন্‌বার লোক হোক্। বুনো পাখীকে শোনালে হবে না, আর বনের ফুলকে শোনালে হবে না, পিঁজরের পাখীকে শোনাতে হবে।

ডালিয়া। সাজি! সাজি! পিঁজরের পাখী কোথা থাকে?

সাজিয়া। কোথা থাকে? পিঁজরের পাখী পিঁজরেতেই থাকে।

ডালিয়া। কোথা আছে আমায় দেখাবি?

সাজিয়া। ওলো, মহারাজ যে তোর পিঁজ্‌রের পাখী ধরবার জন্যে কত দেশ বিদেশে লোক পাঠালেন, কত দেশ বিদেশ থেকে কত পাখী এল কত পাখী গেল। তুই যে পাখী পুষ্‌তে চাস্ না তা কি ক'রে দেখাব?

ডালিয়া। আচ্ছা আমি পাখী পূষ্‌ব। তুই আজই আমাকে পাখী দেখাবি বল্।

সাজিয়া। তোর পাখী যখন দেখ্‌বার সাধ হয়েছে তখন আপনিই দেখ্‌তে পাবি।

ডালিয়া। পিঁজ্‌রে শুদ্ধ দেখাবি?

সাজিয়া। না—কেবল পাখীটী।

ডালিয়া। আর পিঁজ্‌রে?

সাজিয়া। পাখী পেলেই তুই পিঁজ্‌রে খুঁজে নিবি।

(নৌকারোহণে পরিচারকের প্রবেশ)

পরি। যে ভালবাসে, সে কি বল্‌তে পারে আমি কত ভালবাসি। ভালবাসার কি পরিমাণ আছে? ভালবাসার কি সীমা আছে? যে জিনিষের সীমা আছে, যে জিনিষের পরিমাণ আছে, সে জিনিষের আদর নাই, ভালবাসার যদি সীমা থাকে, তবে ইহ-জগতে ভালবাসার আদর নাই, শ্রীর জন্যে প্রাণ কাঁদে, কত কাঁদে তাত জানি না, দিনরাত কেঁদেও তো ফুরুতে পারি না যত কাঁদি, তত কান্না বাড়ে। ভালবাসায় কি সুখ আছে, না

যাতনা আছে ? আগে জান্তুম ভালবাসায় সুখ আছে, তাই ভালবেসে ছিলুম, এখন জান্‌ছি সুখ অপেক্ষা যাতনা বেশী, এখন দেখ্‌ছি ভালবেসে অগাধ জলে পড়েছি। শ্রী! শ্রী! তোমায় কি আর দেখ্‌তে পাবনা ?

সাজিয়া। ডালিয়া! ডালিয়া! কি দেখ্‌ছিস্ ?

ডালিয়া। ঐ নৌকখানা দেখ্‌ছি।

সাজিয়া। শুধু নৌকখানা দেখ্‌ছিস্ না আর কিছু দেখ্‌ছিস্ ?

ডালিয়া। এঁ্যা—এঁ্যা—না—না—আবার কি দেখ্‌ব ?

সাজিয়া। (স্বগত) আমারও দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে কেন ? আমারও প্রাণ উতলা হচ্ছে কেন ? তবে কি দেখ্‌ব ? ভাল করে দেখ্‌ব ? ডালিয়া এক্‌লা দেখবে তা আমার সইবে না। না, দেখ্‌তে দেব না। (প্রকাশ্যে) ডালিয়া ডালি !

ডালিয়া। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—না।

সাজিয়া। না, না, কেন লো, দেখ্‌না বেশ ক'রে দেখ্‌না! দেখিস্ যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভুলে যাস্‌নি। (স্বগত) ডালিয়া ভুলুক আর নাই ভুলুক আমিত ভুলে গেছি। (প্রকাশ্যে)

ওলো ছল ছল আঁখি জল কার ধ্যান মনে ;
হয়েছে কি কারো সনে নয়নে নয়নে !

কিলো দেখা কি হ'ল ?

পরি। মাঝিরা তো এখনও বাসা দেখে ফির্‌ল না, আমায় ফেলে গেল নাকি ?

ডালিয়া। সাজিয়া, সাজিয়া, দেখা তো হ'ল, ওর কাছে আমার যেতে সাধ হ'চ্ছে কেন ? ওঁকে আমার নৌকায় আন্‌তে সাধ হ'চ্ছে কেন ?

সাজিয়া। কাছে যেতে আর সাধ হবে না, নৌকায় আন্‌তে আর সাধ হবে

না! ওঁকে তোর মনে ধরেছে দেখ্‌ছি। ওলো যে পাখীর কথা বল্‌ছিলুম, সেই পাখী ঐ পাখী কি না দেখ্‌ দেখি?

ডালিয়া। ও আবার পাখী কিলো, ও যে মানুষ?

সাজিয়া। ও মানুষ পাখী, ওটীকে পিঁজ্‌রেতে রাখ্‌তে হবে।

ডালিয়া। ও পাখী আমি পিঁজ্‌রেতে রাখ্‌তে পারি। তুই আমায় ধ'রে এনে দে!

সাজিয়া। (স্বগত) তুই পারিস্‌ আর আমি পারিনি। আমারও পিঁজ্‌রে খালি। ডালিয়া, তুই এত দিনে আমার শত্রু হলি।

পরি। শ্রী কি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে?

ডালিয়া। (স্বগত) আহা কি সুন্দর! আহা কি সুন্দর রূপ! শরৎ পূর্ণিমা দেখেছি, শরতের চন্দ্রমা দেখেছি, নীরব নিশীথে কল্লো-লিনী দেখেছি; কিন্তু এমন সুন্দর কখন দেখিনি।

পরি। পুরীতে এলুম, মাঝিরা তো এখনও ফির্‌লনা। এখন কোথা যাই।

ডালিয়া। সাজিয়া, সাজিয়া, চল্‌ ওর কাছে চল্‌ আহা একলা বসে আছে।

সাজিয়া। এরই মধ্যে যে খুব আপনার ক'রে নিলি দেখ্‌ছি! (স্বগতঃ) উঃ—ডালিয়ার প্রাণ দুল্‌ছে আমারও প্রাণ দুল্‌ছে। (প্রকাশ্যে) ওলো চল্‌ আর পাখী দেখে কাজ নেই!

ডালিয়া। না ভাই এখন যাবনা। বিদেশী পুরুষটী একলা রইলেন, আমি কখন যাবনা। যাই, যাই, আমি ওঁর কাছে যাই। আমি ওঁকে প্রমোদ কাননে নিয়ে যাব।

পরি। আমি এখন পুরিতে, না গোবর্দ্ধন গ্রামে? একি, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? শ্রী! শ্রী! না এতো স্বপ্ন নয়! শ্রীকে রেখে আসা আমার ভাল হয়নি।

সাজিয়া। (স্বগত) ডালিয়া, তুই আমার ঘোর শত্রু! আমিও তোর ঘোর

শত্রু! তুই সুখী হবি, না হয় আমি সুখী হব। না, না, তোকে সুখী কর্‌ব।

ডালিয়া। সাজিয়া সাজিয়া, ওঁর কাছে আমার যাবার বড় সাধ হ'চ্ছে বোধ হয় চুপি চুপি কাঁদ্‌ছে।

গীত।

সাধ হয় ডুবে দেখি কত কয় কথা।
তলা হ'তে তুলে আনি ওঁর মনের ব্যথা।
চুপি চুপি চুপি কত যে কাঁদে,
বুঝেছি বুঝেছি পড়েছে ফাঁদে,
কাঁদে বুক বাঁধে কত ছাঁদে আসে হেথা।

সাজিয়া। (পরিচারকের নিকট গিয়া) আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

পরি। আমি কিছু মনে কর্‌বনা, কি বল্‌তে হবে বলুন।

সাজিয়া। আপনি কি বিদেশী?

পরি। আজ্ঞে, আমি বিদেশী।

সাজিয়া। এখানে কি জন্যে এসেছেন?

পরি। আমি বণিক্, বাণিজ্যের জন্য বিদেশে এসেছি!

সাজিয়া। এখন কোথা যাবেন?

পরি। এই পুরীতেই থাক্‌ব, এই খানেই বাণিজ্য কর্‌ব।

সাজিয়া। এখানে কোথায় থাক্‌বেন?

পরি। যেখানে ভাল স্থান পাব, সেই খানেই থাক্‌ব।

সাজিয়া। আমরা যদি ভাল স্থান দিই, আপনি থাকেন?

। না।

য়া। কেন থাক্‌বেন না ?

। আপনারা স্ত্রীলোক, আপনারা স্থান দিলে সে স্থানে থাক্‌ব না।

য়া। রাজকুমারী কি আপনাকে অযত্ন কর্‌বেন ?

। দেখুন, আমি বিদেশী, সামান্য বণিক্, আপনার সখী রাজকুমারী—যুবতী, রাজকুমারীর নিকট থাকা ও ভাল দেখায় না, শোভাও পায়না।

জয়া। রাজকুমারী যদি আপনার বাণিজ্যের তরী পূর্ণ করে দেন, ত গ্রহণ করেন ?

র। বিনা পণে গ্রহণ করিনা।

লিয়া। (স্বগত) আহা, বণিক্ কি সুন্দর! বণিকের নয়ন দুটী কি সুন্দর ! আজ দেখ্‌ছি জগতে নয়নই সুন্দর। জগতে নয়নে মনের কথা বলে ব'লে তাই সুন্দর। চারি চক্ষুর মিলনে শরীরে বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, আহা ! চারি চক্ষুর মিলন কি সুন্দর ! বণিক কি আমার সঙ্গে কথা কবে না ? আমি কথা কইনি ব'লে বুঝি অভিমান করেছে ! অভিমান তো স্ত্রীলোকের হয় ; তবে পুরুষ জাতিরও অভিমান আছে ! যাকে ভালবেসেছি, যাকে প্রাণ দিয়েছি, তার অভিমান রাখ্‌বনা, তার মনে কষ্ট দেবনা। যাই, বণিকের কাছে যাই। (প্রকাশ্যে) আপনি বিদেশী, বিদেশীর জন্যে আমার আশ্রম আছে, আপনি আমার আশ্রমে চলুন, আপনার কোন কষ্ট হবে না।

সাজিয়া। মশাই চলুন না, রাজকুমারীর কথাটা রাখুন না, কাল না হয় আর কোথাও যাবেন।

পরি। (স্বগত) শ্রী—শ্রী—এ আবার কি বিপদ ! শ্রী ! তুমি যদি সঙ্গে

আস্‌তে তা হ'লে আমি বড় সুখে থাক্‌তুম। না—তুমি কি ক'রে আস্‌বে? তুমি যে অন্যের পত্নী হবে, তুমি যে অন্যকে প্রাণ দেবে। উঃ রমণী হৃদয় কি বিষময়! রমণী হৃদয় কি মমতাশূন্য আর রমণীর কথায় প্রত্যয় কর্‌বনা, আর রমণীর ভালবাসার আশায় ভাস্‌বনা। (প্রকাশ্যে) আপনি অনুরোধ কর্‌বেন না

ডালিয়া। (স্বগত) বণিককে ছলে প্রমোদ উদ্যানে নিয়ে যেতে হবে (সাজিয়ার প্রতি) সাজিয়া! সাজিয়া! কুহককন্যাগণকে ডাক্‌ প্রমোদ উদ্যানে নিয়ে যাক্‌! নৌক ডুবিয়ে দিয়ে প্রমোদ উদ্যানে নিয়ে যাক্‌! (হাততালি দেওন)

(কুহককন্যাগণের প্রবেশ)

গীত

কু-ক-গ।

আও বঁধুয়া—আও বঁধুয়া, বঁধুয়া—তোমায়,বলব মনের কথা।—
ভাঁড় ভ'রে আনৃব মধু,
পেয়ালা পুরে দিব মধু,
বঁধুয়ায় খাওয়াব কচিপাতা, বঁধুয়ার কোলে দিব মাথা।
বঁধুয়ার বেঁধে দিব ঝুঁটী,
বঁধুয়া যাবে গুটী গুটী,
পাখীর পালক দিয়ে মাথে (বঁধুয়া) জড়িয়ে দিব রঙ্গিল পাতা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুরী—প্রমোদ-উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

সাজিয়া।

সাজিয়া। (একটী বৃক্ষশাখা ধরিয়া) আহা! তার নয়ন দুটী কেমন, আহা তার কথাগুলি কেমন! বোধ হয় তার নয়নে কিছু মাখান আছে—বোধ হয় তার কথাতে কিছু মেশান আছে। তা না হ'লে তাকে দেখে ভুলে গেলুম কেন?

গীত।

কেন ভুলিনু মজিনু দেখে তারে।
পাইব না মনে জানি কেন সাধ দেখিবারে।
ভাসাইয়ে অভিমান,
সেধে দিতে চাহি প্রাণ,
সাধা প্রাণে অপমান, সাধ ক'রে কে সইতে পারে।

ডালিয়া! তুই আমার প্রাণের আগুণ দ্বিগুণ জ্বেলে দিলি! তুই পরিচারকের কাছে থাক্‌লে আমার প্রাণে শেল বাজে, তুই কথা কইলে আমার প্রাণে বাজ পড়ে! তুই বন্দী করে কাছে আছিস্ আমি কি সইতে পারি? যাই—যাই—যাই—আড়াল থেকে দুটো কথা শুনে সুখী হব। (বেগে প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরী—ভীষণ গড়, পরিচারক বন্দী।

পরি। চন্দ্র! তোমায় দেখ্‌লে সেই মুখখানি মনে পড়ে, সেই ভালবাসাবাসি মনে পড়ে; চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখ্‌লে শ্রীর মুখের জ্যোতি মনে পড়ে, আবার মুখের জ্যোতিটী মনে পড়্‌লেই, আদর মাখা হাসিটী মনে পড়ে, সব গুলি মনে হলেই যন্ত্রণার জ্বালায় হৃদয় পুড়ে যায়! (চমকিয়া) ঐ—না—শ্রী! ঐ—না—শ্রী! আমাকে কি কারাগার থেকে মুক্ত কর্‌তে এসেছে! কৈ, কিছুত নয়। কেবল যামিনীর ঝিম্ ঝিম্ শব্দ! শশীর সুধারাশি বিষ হ'য়ে যাচ্ছে।

(ডালিয়ার প্রবেশ ও সাজিয়ার অন্তরালে দণ্ডায়মান)

ডালিয়া। মনে করে ছিলুম এ পোড়া প্রাণের জন্যে আর কিছু কর্‌ব না, মনে করে ছিলুম এই ছার প্রাণ হৃদয় গ্রন্থি থেকে ছিঁড়ে অতল জলে ফেলে দিব, না হয় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে পোড়াব, কৈ তাত পাল্লুম না! পরিচারকই আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, পরিচারকের মধুর মাধুরী মাখা মুখখানি আমায় সব ভুলিয়ে দিলে।

সাজিয়া। এই তো ভুলের সুরু হ'লো, এর পর ভুলের জ্বালায় আকুলী বিকুলী কর্‌তে হবে।

(ডালিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া)

ডালিয়া। কে, বলে গগণের নয়ন নেই, কে বলে শশীর বিদ্রূপের হাসি নেই। আমি মনের জ্বালায়, প্রাণের জ্বালায়, এই নীরব নিশীথে, প্রমোদ উদ্যানে এসে, পরিচারকের জন্যে অস্থির হ'য়ে

রোদন ক'চ্ছে; আর কি না গগণের নয়ন নক্ষত্র গুলো কট্‌মট্‌ ক'রে আমার পানে চেয়ে রয়েছে, শশীর হাসি আর ধ'চ্ছে না। শশি! তোমার কান্নাও একদিন দেখেছি, কেবল যামিনী ঝিম্ ঝিম্ ক'রে আমার জন্যে রোদন ক'চ্ছে।

সাজিয়া। (স্বগত) আর একজনও আড়ালে কার জন্যে কাঁদ্‌ছে তাকি ডালিয়া দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌?

গীত।

ডালিয়া।

ঝিমি ঝিমি নিশীথিনী ঘুমাইয়া কাঁদে কেন ;
স্বপনে সোহাগ ভয়ে কেবা কারে সাধে যেন।
বীণা যেন বিনাইয়া আপনারে বিলাইয়া ;
বিষাদিনী বিনোদিনী পাগলিনী কেন হেন।
আমি তারে দিয়েছি মন পাইয়াছি অযতন ;
তবুও করি যতন বোঝেনা অবোধ মন।

সাজিয়া। (স্বগত) ওলো মন কি আর সহজে দিয়েছিস্! ফাঁদে পড়েছিস্‌ তাই দিয়েছিস্! এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে? এদিকে যে মনে মনে লড়াই বেধেছে তাকি দেখ্‌তে পেয়েছিস্?

ডালিয়া। (সিঁড়িতে উঠিয়া) আহা বিদেশীর কি রূপরাশি? উঃ, রূপের জ্বালা যে এত জ্বালা তা জান্‌তুম না।

সাজিয়া। (স্বগত) ডালিয়া, তুই যে জ্বালায় জ্বল্‌ছিস্, আমিও সেই জ্বালায় জ্বল্‌ছি। তুই মনের জ্বালা প্রকাশ কচ্ছিস্, আমি মনের জ্বালা মনে রেখে গুমে গুমে জ্বল্‌ছি।

ডালিয়া। পরিচারক! পরিচারক! পরিচারক!

পরি। (ব্যস্ত হইয়া) এই গভীর নিশীথে আপনি এখানে?

ডালিয়া। আপনার কাছে কি আস্‌তে নেই?

সাজিয়া। (স্বগত) আস্‌তে নেই, খুব আছে। আস্‌বি, যাবি, দেখ্‌বি, পুড়্‌বি, আমিও আস্‌ব, যাব, দেখ্‌ব, পুড়্‌ব।

পরি। আমাকে বন্দী করেছেন, আবার আমার কাছে কেন?

ডালিয়া। (স্বগত) বন্দী করেছি এই হৃদয়ের কারাগারে (প্রকাশ্যে) বন্দী করে সাধ মেটেনি।

সাজিয়া। (স্বগত) ওলো সাধ কি সহজে মিট্‌বে সাধে না বিষাদ বাধে আমার দেখ্‌ছি অপবাদ সার হলো।

পরি। আমি বিদেশী, বিদেশীকে বন্দী ক'রে আপনার লাভ?

ডালিয়া। লাভ না থাক্‌লে কি কেউ কোন কায করে, আপনি বাণিজ করতে বেরিয়েছেন কি জন্যে?

পরি। আপনার কি লাভ বলুন?

ডালিয়া। লাভ আছে বৈকি, বন্দীকে যা করে তাই করব।

সাজিয়া। ডালিয়া, (স্বগত) দেখিস্ যেন লাভে মূলে না সব নষ্ট হয়।

পরি। বন্দীকে এ দেশে কি করে?

ডালিয়া। বেশী কিছু নয় শৃঙ্খল পরায়।

সাজিয়া। (স্বগত) শৃঙ্খল না বিশৃঙ্খল ঘটায়। আমার শৃঙ্খল নেই, য আছে তা দিয়ে বসে আছি, বাঁধ্‌বারও ক্ষমতা নেই, বাঁধা প'ড়ে বসে আছি।

পরি। শৃঙ্খল কৈ? পারাও।

ডালিয়া। আছে বৈকি, সে শৃঙ্খল কি দেখ্‌তে পাবেন, লুকনো আছে।

পরি। কোথা লুকনো আছে?

ডালিয়া। এই মনের ভিতর লুকনো আছে।

পরি। সে কিসের শিকল?

ডালিয়া। এই মনের শিকল।

পরি। আপনিত খুব কারিকর, মনের আবার শিকল গড়্তে পারেন একটা মন, তার আবার শিকল কেমন ক'রে হবে?

সাজিয়া। (স্বগত) শিকল তো গড়েছে, এ দিকে যে শিকল গরল হ দাঁড়িয়েছে।

ডালিয়া। দেখুন, এক মনেই সব হয়, এমন কি একমনে সৃষ্টি শুদ্ধ লো করা যায়।

পরি। লোকে বলে মনের মন্দির আছে, হৃদয়ের সিংহাসন আছে, কথা কি সত্য?

ডালিয়া। লোকে যা বলে তা অবশ্য সত্য হ'তে পারে। কিন্তু আম মনের মন্দির নেই, হৃদয়ের সিংহাসন নেই; তবে আছে মনে পর্ণকুটীর, হৃদয়ের কুশাসন, আর বেশীর মধ্যে ভালবাসার তা মনের শিকল। আমার এই পর্ণকুটীরের কুশাসনে, আপনা বসিয়েছি, আর শিকলটী আপনার পদপ্রান্তে রেখেছি। য পর্ণকুটীর ব'লে, সামান্য কুশাসন ব'লে, আর এই শিকল ব' আপনার ঘৃণা হয়, পদাঘাত করুন, কুটীর ভেঙ্গে যাক্! শিক ছিঁড়ে যাক্! আমিও—

পরি। আচ্ছা কুটীর ভাঙ্গ্‌লে, শিকল ছিঁড়লে কি হবে?

ডালিয়া। যে ভাঙ্গ্‌বে, তার আর কি হবে? যার ভাঙ্গা যাবে সেই কাঁদ সেই আজন্ম জ্বল্‌বে, আর অন্তরে অন্তরে বুঝ্‌বে যে ভালবা কি জ্বালা! বুকে বজ্রাঘাত সওয়া যায়—প্রজ্জলিত অ কুণ্ডে প্রবেশ করতে পারা যায়—যাকে ভালবাসি সে য

অনাদর করে—সে যদি পায়ে ঠেলে—সে জ্বালা সহ্য করা যায় না !

সাজিয়া। (স্বগত) ডালিয়া এরই মধ্যে কান্না ধরেছে। বাসনাই সকল দুঃখের মূল, তা ব'লে কি বাসনা ছাড়্‌ব ? ডালিয়া, আগে তোকে মার পেটের বোনের মত ভালবাস্‌তুম, এখন তোকে দেখ্‌লে রাগে গা কাঁপে, তোর কথায় যেন গায়ে বিষ ঢেলে দেয়।

পরি। দেখুন আমি বিদেশী, আমি সামান্য বণিক্‌, আমাকে প্রাণ দিয়ে কেন অসুখী হবেন ! যদি সুখের আশা থাকে, যদি ভালবেসে সুখী হবার আশা থাকে, তবে আপনি আপনার মত যোগ্য ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়ে সুখী হ'ন। আমায় ভালবেসে কেন যাতনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন ?

ডালিয়া। আপনিই আমার যোগ্য ব্যক্তি।

পরি। দেখুন, দানের প্রতিদান চাই, দানের প্রতিদান না কর্‌লে মহাপাপ। আপনার মনটি যদি আমি গ্রহণ করি, আমার মনটীও আপনাকে দিতে হবে আমার মন ত আমার কাছে নেই।

সাজিয়া। (স্বগত) তবে কি আমার আশা পূর্ণ হবে ?

ডালিয়া। আপনার মন আপনার থাকে সেও ভাল, আপনার মন আর কারে দিয়ে থাকেন সেও ভাল, আমি সে কথার কথা তুল্‌ছিনি। পরিচারক, পরিচারক ! আর আমি আমার মনের কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে পাল্লুম না, যে কথার জন্য আমার প্রাণ অস্থির, যে কথার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আজ লজ্জাহীনা হ'য়ে, অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, সে কথা সেধে—কেঁদে বল্‌তে এসেছি। পরিচারক ! হৃদয়ের পরিচারক ! তোমার ঐ মনোহর মূর্ত্তি আমার

এই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠা করেছি। আর আমার মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন অঞ্জলি স্বরূপ তোমার পায়ে দিয়ে কৃতার্থ হ'য়েছি। পরিচারক, তুমি আজ হ'তে আমার পরম দেবতা। দাসীকে পায়ে স্থান দাও!

সাজিয়া। (স্বগত) ডালিয়া, ডালিয়া, আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল, আমি আর এখানে থাক্‌তে পারলুম না। ভালবাসার এত জ্বালা? উঃ, অন্যের হবে ব'লে এত জ্বালা? ডালিয়া, ডালিয়া, এ জ্বালা কি যাবে? যাই, জ্বালা! জ্বালা! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! (প্রস্থান)

পরি। আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলে সাক্ষাৎ কর্‌ব। বন্দীর প্রতি মুক্তির আদেশ হ'লে, বন্দী একবার পিতার চরণ দর্শনে গমন করে।

ডালিয়া। আপনি তবে আমার দান গ্রহণ কর্‌বেন না?

পরি। আপাততঃ নয়।

ডালিয়া। কত দিনে?

পরি। তা বল্‌তে পারি না।

ডালিয়া। প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারেন?

অরি। না।

ডালিয়া। দেখুন, কুসুমের সৌরভের ন্যায়—শরতের কৌমুদীর ন্যায়—রমণীর হৃদয়—পুরুষেরা সেই হৃদয়ে যন্ত্রণা দেয়, সেই হৃদয়ে ব্যথা দেয়, সেই হৃদয়ে বজ্রাঘাত করে, এহেন পুরুষ জাতির অসাধ্য কার্য্য আর কি আছে? উঃ, পুরুষ জাতি কি নির্ম্মম! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর! (স্বগত) জ্বালা যে ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লো, শান্তিময় হৃদয়ে অশান্তির বাতি দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল, আশা ত গেল না, আর একবার দেখা কর্‌ব, আর একবার কাঁদ্‌ব, আর

একবার পায়ে ধর্‌ব। তাতেও যদি পরিচারক আমার না হয়, আত্ম-বিসর্জ্জনে এ জ্বালা নিভাব। (প্রস্থান)

ারি। শ্রী, তোমায় যদি সঙ্গে ক'রে আন্‌তুম, তা হ'লে আর এ যন্ত্রণা—সঙ্কটে পড়্‌তে হতোনা। আমি কি পাপী! বাল্যকাল থেকে একজনকে ভালবেসে আস্‌ছি তাকে ফেলে বিদেশে এসেছি, সে যন্ত্রণা পাচ্ছে, এখানে এসেছি, এখানেও একজন প্রাণের জ্বালায়, সেধে সেধে পায়ে প্রাণ ফেলে দিচ্ছে, তাকেও হতাশ ক'রে কাঁদাচ্ছি। আর কারেও যন্ত্রণা দেবনা, আমিই আত্ম-বিসর্জ্জনে জীবলীলা সাঙ্গ কর্‌ব। আজ রাত্রেই জীবনের আশা, ভরসা, মায়া, মমতা সব ত্যাগ কর্‌ব।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

(ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। যে জ্বালা আজ আমার দেহে ঢেলে দিলে, সে জ্বালা কি কখন শীতল হবে? না—হবে না—চিরদিন যাতনায় জ্বল্‌তে হবে! পরিচারকের সেই না—না—না এই উত্তরে আমার ধমনীতে বিদ্যুৎ খেল্‌ছে. পরিচারকের সেই না—না—না এই উত্তরে আমার প্রতি লোমকূপ সঘনে শিউরে উঠ্‌ছে, পরিচারকের সেই না—না—না এই উত্তরে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ঘাত—প্রতিঘাত হ'চ্ছে! চন্দ্রের কিরণ যেন হুতাসন মনে হ'চ্ছে, কবরীর কুসুম থেকে যেন কীট দংশন ক'চ্ছে! প্রণয়! তোমার স্থান এ নয়! যেখানে ছলনার স্রোত পলে পলে প্রবাহিত

হ'চ্ছে, যেখানে অমৃতে গরল উৎপন্ন হ'চ্ছে, যেখানকার মানবেরা নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, ক্রূর, কপট, বিষাক্ত, অধার্ম্মিক—প্রণয়! তোমার স্থান কি সেখানে? ভালবাসা! তোমার স্থান কি সেখানে? প্রেম! তোমার স্থান কি সেখানে? না—না, তোমার স্থান ঐ—ঐ—ঐ!　　(স্বর্গ-প্রদর্শন)　　(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোবর্দ্ধনগ্রাম—রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর কুটীর।

রাধাকৃষ্ণ ও ক্যাবলরাম।

ক্যাবল। ও গোব্‌রার মা, ও গোব্‌রার মা, ও আমার দিদি! তোকে আর বোনায়ের কাছে থাক্‌তে হবে না, আয় দেশে যাবি চল্‌। বোনাই আর সে বোনাই নেই, বোনাই এখন ফোঁটা কাটে, বোনাই এখন চাকুম চুকুম, বুজ্‌দা বুজম্‌ করে।

রাধা। ওহে বড়কুটুম্ব বক্কেশ্বর! তোমার দিদির কি আর যাবার যো রেখেছি, তোমার দিদি বাঁধা পড়েছে।

ক্যাবল। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা, বাঁধা পড়েছে? কিসে বাঁধা পড়েছে?

রাধা। এই প্রেম ডোরে।

ক্যাবল। ডোরে—ডোরে—প্রেম ডোরে? ও বাবা, ডোরে যে মাছ ধরে! হ্যাঁ বোনাই, তবে কি দিদি আমার মাছ?

রাধা। আরেনা, প্রেম রজ্জুতে।

ক্যাবল। রজ্জু? রজ্জু কি বোনাই? রজ্জু কি জুজুর ভাই?

রাধা। ওরে রজ্জু, দড়ি দড়ি!

ক্যাবল। দড়ি? যে দড়ি গলায় দেয়? তবে কি আমার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বে?

রাধা। তবে প্রেম কাছিতে।

ক্যাবল। কাছিতে যে রথ টানে বোনাই! তবে কি আমার দিদি রথ?

রাধা। ওরে শালা, তবে প্রেম শিকলে।

ক্যাবল। শিক্‌লিতে যে হাতী বাঁধে বোনাই! তবে কি আমার দিদি হাতী?

রাধা। ওরে বোকা, তোর দিদিকে প্রেমের ফাঁস পরিয়েছি, সেই ফাঁসে তোর দিদিকে বেঁধেছি।

ক্যাবল। আচ্ছা হ্যাঁ বোনাই, প্রেমের হাত আছে?

রাধা। আছে বৈকি, প্রেমের দশটা হাত দশদিকে বাড়ান রয়েছে।

ক্যাবল। প্রেমের হাতগুলো কি লম্বা লম্বা?

রাধা। খুব লম্বা! এত লম্বা, যেখানে যাবে সেই থানে ধর্‌বে।

ক্যাবল। হুঁ! প্রেমের মুখ আছে বোনাই?

রাধা। মুখ আবার নেই! কিন্তু মুখ ফুট্‌লে রক্ষে নেই।

ক্যাবল। মুখটা কি ছুঁচপানা?

রাধা। হুঁ! খুব ছুঁচপানা।

ক্যাবল। হুঁ! প্রেমের চোখ আছে?

রাধা। বড় বড় দুটো চোখ আছে, একটা চোখে হাসায়, আর একটা চোখে কাঁদায়।

ক্যাবল। হুঁ! প্রেমের পা আছে?

রাধা। পা আছে বৈকি! কিন্তু তার পা থাকতেও খোঁড়া।

ক্যাবল। হুঁ! প্রেমের হাঁ আছে বোনাই?

রাধা। হাঁ নেই ? খুব হাঁ আছে, দিনরাত হাঁ করে রয়েছে, খাই খাই কচ্ছে।

ক্যাবল। হুঁ ! তবে দেখ্‌ছি প্রেমের খুব ক্ষিদে, খুব খায়, কি খায় বোনাই ?

রাধা। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, গাছ পালা, পশু, পক্ষী, লতা, পাতা সব খায়।

ক্যাবল। ও বাবারে, প্রেম তবে যম রে, প্রেম তবে রাক্ষস রে ! হ্যাঁ বোনাই, একবারেই গিলে ফেলে ?

রাধা। না, একবারে গেলেনা, চাম্‌ড়া খানি খুলে নেয়, আর সেই চাম্‌ড়ায় ডুগ্‌ডুগী বাজায়।

ক্যাবল। আমাকেও প্রেমে গিল্‌বে, আর চাম্‌ড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগী বাজাবে ?

রাধা। গিল্‌বেনা ? তোকে আগে গিল্‌বে ! বোধ হয় গিল্লে ব'লে। তবে তোর চাম্‌ড়ায় ডুগ্‌ডুগী হবেনা খোল হবে, সেই খোলে চাকুম চুকুম বুজ্‌দা বুজুম বাজাবে।

ক্যাবল। ও শালার বেটা শালা বোনাই ! ওরে শালা ! খোল কিরে শালা ? বুজ্‌দা বুজুম কিরে শালা ? দিদি গো ! দি—দি—ই—ই—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। ক্যাব্‌লা, ক্যাব্‌লা, কি হয়েছেরে কি হয়েছে, ক্ষিদে পেয়েছে ?

ক্যাবল। এই যে দিদিও তেলক কেটেছে, দিদিও টিকি রেখেছে, দিদি, আমার ক্ষিদে পায়নি, বোনায়ের ক্ষিদে পেয়েছে, বোনাই, তোমাকেও খাবে, আমাকেও খাবে, দিদি তুমি সরে এস, বোনাই বড় ভাল লোক নয়।

কমলা। দূর, বাম্‌নের ঘরের ভূত ! যা ঐ ঘরে বস্‌গে।

ক্যাবল। ও বাবা ভূ—ভূ—ভূ—ভূ—

(গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান)

কমলা। ওগো শোননা তোমায় তো কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে বল হরি যা করেন, হরিকে ডেকে ডেকে তো হরি সংসারটা সুখে ভাসিয়ে দিলে, এই যে মেয়েটা বড় হল, কৈ তোমার হরি, তোমার আদরের হরি কি ক'ল্লে? তোমার হরিকে শিকেয় তুলে রাখ, এখন মেয়েটার বিয়ের উপায় কর।

রাধা। কমলা, তুমি শ্রীর বিবাহের জন্য ভেবনা, হরিই শ্রীর বিবাহ দেবেন। তুমি হরিকে চেননা তাই এ কথা বল্‌ছ।

কমলা। তোমার হরিকে আমি বেশ চিনি, আর চিন্তে হবেনা। যে ছেলে মাকে কাঁদায়, যে ছেলে বাপ্‌কে কাঁদায়, যে ছেলে স্ত্রীকে কাঁদায়, সে ছেলে আবার পরকে হাসিয়ে পরের দুঃখ দূর করবে, তা মনেও ক'র না। শ্রীর যা হয় একটী উপায় কর।

রাধা। ওরে সে পরের দুঃখে দুঃখী।

কমলা। আহা, তোমার অমন হরি মাথায় থাকুন! তাঁকে ভক্তি করে ছানা মাখন দিয়ে ডাক্‌লে তিনি দেখা দিবেন, না হলে তিনি দেখা দেবেন না। বলি, আমার যদি ভক্তি না থাকে, আমি যদি তাঁকে ডাক্‌তে না পারি, তাহলে তিনি দুঃখ দেখে কাছে আস্‌বেন না। তাহলে তিনি দুঃখ মোচন কর্‌বেন না। আহা, তবে তো তিনি আচ্ছা হরি।

রাধা। কমলে! আমার কি সে ভক্তি আছে, যে তাঁকে ভক্তি ক'রে ডাক্‌তে পারি?

কমলা। না হয় সে ভক্তিটুকু তুমি তাঁকে দেখাও, আর যে কষ্ট সহ্য হয় না। বলি, ঐ নাথজী বিগ্রহের কাছে তো রোজ রোজ মাথা খুঁড়ে নিগ্রহ কর, তিনি ত অনুগ্রহ ক'রে বিপদগ্রস্থ করবার ত্রুটী করেন না।

রাধা। কমলা, কমলা! নাথজী জাগ্রত বিগ্রহ। নাথজী, নাথজী, প্রভু, প্রভু!

কমলা। নাথজীর কোন পুরুষেও জাগ্রত নয়, তার সাত পুরুষ নিদ্রিত। বলি ছেলেটা মেয়েটার জন্যে জাগ্রত বিগ্রহ নাথজী প্রভুর কাছেত যথেষ্ট মাথা খুঁড়্‌লে, নাথজী তোমার কি ক'ল্লে? ছেলে বেলা থেকে মেয়েটা পরিচারকের সঙ্গে খেলা কর্‌লে, শ্রীর সঙ্গে পরিচারকের বিয়ে হবে, এও স্থির হ'ল, নাথজী পালা উল্টে দিলেন। নাথজীর অনুগ্রহে রাজ আজ্ঞায় পরিচারক বিদেশে গেল—বিয়েও ফুরুল! শ্রী—আমার অন্নাভাবে অনাথিনীর ন্যায় বেড়াচ্ছে। বলি হরি যদি তোমার দারিদ্র্য ভঞ্জন, হরি যদি তোমার সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন, তবে তোমার হরির কাছে একবার যাওনা!

রাধা। ওরে ক্ষেপী, হরি কি এখানে থাকেন, তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

কমলা। তুমি সেই বৈকুণ্ঠেই একবার যাওনা।

রাধা। সেখানে কি সহজে যাওয়া যায়,—সে পুণ্য কি আমার আছে?

কমলা। কেন, ভক্তি টুকুতো আছে?

রাধা। ভক্তি থাক্‌লে কিরে ক্ষেপী এতক্ষণ এখানে থাকি?

কমলা। এর চেয়ে ভক্তি থাক্‌লে বৃন্দাবনে না গিয়ে ঐ বাঁশ বনে যেতে! আচ্ছা শুনেছি, তোমার দয়াল হরিকে নাকি একগুণ দিলে তিনি সাতগুণ দেন?

রাধা। ওরে তিনি যারে দেন, তাঁর গুণ গান নেই একেবারেই দেন।

কমলা। ওগো, ওগো! তবে তুমি এখনি যাও; এখনি যাও, তাঁকে কিছু দিয়ে এসগে।

রাধা। আমার কি আছে যে তাঁকে দিয়ে আস্‌ব?

কমলা। কেন, তিনিত ভক্তির ভগবান ; আর তুমিও তো ভক্ত! তিনি ভক্তি ভাবে বিদুরের খুদ খেয়ে ছিলেন। আমাদের ঐ কলসীতে চাট্টি খুদ আছে, তুমি ভক্ত আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাও!

রাধা। আরে ক্ষেপী, বৈকুণ্ঠের পথ কি আমি জানি?

কমলা। কেন, তোমার জাগ্রত বিগ্রহ নাথজীকে জিজ্ঞাসা কর্‌গে না, তিনি তোমায় পথ বলে দেবেন এখন।

রাধা। ওরে ক্ষেপী, কলিতে দেবতারা সব নিদ্রিত, কলিতে ভক্তের জন্যে বিগ্রহ রূপ ধারণ করে থাকেন।

কমলা। ওঃ,—নাথজী তোমার মরা হরি? তবে তোমার জ্যান্ত হরি কোথায় থাকেন?

রাধা। বল্লুম তো তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

কমলা। আহা—তোমার হরির অপার লীলা, পৃথিবীতে থাক্‌বেন মরে থাক্‌বেন, আর বৈকুণ্ঠে থাক্‌বেন বেঁচে থাক্‌বেন। লোক্‌কে যখন কষ্ট দিতে হবে, দুঃখ দিতে হবে—তখন তিনি জীবিত; আর লোকের দুঃখ দূর কর্‌তে হ'লে তিনি মৃত! দূর—দূর—দূর—এ হরিকেও আবার লোকে ডাকে? তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে বৈকুণ্ঠে যাও, তোমার জ্যান্ত হরিকে একবার এইখানে ডেকে আন তাকে একবার দেখি! বলি—ওহে জ্যান্ত হরি! "বৈকুণ্ঠে না হয় মরে থেক, আর এইখানে জ্যান্ত হও না—"।

রাধা। (স্বগত) কমলার বুদ্ধি দেখ, বলে "রাস্তা জিজ্ঞাসা ক'রে বৈকুণ্ঠে যাও, আর হরিকে এইখানে ডেকে আন। (প্রকাশ্যে) দাও, কোথা খুদ আছে বেঁধে দাও!

কমলা। নাওশেনা, ঐ কলসীতে আছে।

(ভিক্ষুকবেশে নাথজীর প্রবেশ)

গীত।

নাথজী !

আমার খিদে পেলে রাধা ব'লে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করি ;
এ ক্ষিদে নয় যেমন তেমন ক্ষিদের জ্বালায় ভুবন ঘুরি।
রাধা নামে এম্‌নি সুধা,
(কেবল) রাধা নামে যায়রে ক্ষুধা ;
রাধা নামে মুক্তি নদা রাধার পায়ে তাই ধরি ॥

কমলা। আহা ছেলেটীত দেখ্‌তে বেশ !

নাথজী। হ্যাঁগো—আমি বেশ ছেলে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে—ভিক্ষে দাও।

রাধা। ওরে ছেলেটী, তুই কার ছেলে বাপ্‌ ?

নাথজী। আমি বাপেদেরও ছেলে, মায়েদেরও ছেলে।

রাধা। আহা, ছেলেটীর কথা কেমন মিষ্টি দেখ ! বলে কি মা, "আমি বাপেরও ছেলে মায়েরও ছেলে। ওরে অবোধ ! তুই বাপ মার ছেলে নয়তো কি ভুঁই ফোড় ছেলে ?

নাথজী। হ্যাঁগো আমি ভুঁই ফোড় ছেলে।

রাধা। কমলে ! ছেলেটী বলে কিরে ? ওরে বাছা, তুই ভিক্ষে ক'রে কি করিস্‌ ?

নাথজী। আমার বাপ্‌ মা বড় দুঃখী, তাদের দিই।

রাধা। ওরে ছেলে এই যে বল্লি আমার অনেক বাপ্‌ অনেক মা ?

নাথজী। হুঁ আমার অনেক বাপ্‌ অনেক মা। তুমি ছেলে বল্লে, তুমি

আমার বাপ্ আর ঐ বেটী আমার মা! মা, মা, আমি ভি
ক'রে এনে তোদের দেব। মা! আর আমার ভাই আছে?

কমলা। আছে বাবা আছে! কে তার সখা আছে—তার সঙ্গে খেলা ক

নাথজী। (স্বগত) ছল চাতুরী আমার গেল না। (প্রকাশ্যে) আমার দিদি আছে?

কমলা। আছে তাকে ডাক্‌তে পারবনা, সে ঐ ঘরে বসে ইষ্টদেব পূজো ক'চ্ছে।

নাথজী। (স্বগত) ইষ্টদেবতার কি নিস্তার আছে? ইষ্টদেবতা ডাক্ চোটে ছুটে এসেছে। (প্রকাশ্যে) কোন্ ঘরে পূজো ক'চ্ছে ম আমি সেইখানে যাব?

কমলা। ওরে দুষ্ট ছেলে, সেখানে এখন যাস্‌নি, পূজোয় ব্যাঘাত দিস্ কাল আসিস্ তোর দিদির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

নাথজী। (স্বগত) মা তো আর আমাকে চিন্তে পাচ্ছে না। তা ক'রে চিন্‌বে আমি তো আর কাকেও শীগ্‌গির চিন্তে দিই ন (প্রকাশ্যে) মা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রাধা। বাবা, আমার ঘরে তো কিছু নেই। তবে মনে করে ছিলুম "বৈকুণ্ঠে যাব" তা আর কি নিয়ে যাব, দুটী খুদ আছে বাই! সেই খুদ দুটী খাও।

নাথজী। বৈকুণ্ঠে কে থাকে, কাকে খুদ দেবে?

রাধা। হরি থাকেন, তাঁকে দেব।

নাথজী। হরি কে বাবা?

রাধা। হরি হরিই মাত্র জানি।

নাথজী। হরির খুদ আমাকে দিলে তিনি রাগ কর্‌বেন না?

রাধা। হরির রাগ নেই বাপ্! তিনি বড় দয়ালু রে! ভক্তি ক তাঁকে যে যা দেয়, তিনি তাই খান।

নাথজী। (স্বগত) ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখ! স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে যাবার বাসনা করেছে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করা আমার ব্যবসা। যাই, একবার ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা তুমি বৈকুণ্ঠে যাবে? বৈকুণ্ঠ কোন্ গাঁয়ে গা?

রাধা। ওরে অবোধ! বৈকুণ্ঠ কোন্ গ্রামে, কোন্ পথে? হাসালি বাবা! সে বড় শক্ত গ্রাম, সে বড় বাঁকা পথ। স্বর্গে, যেখানে হরি থাকেন।

নাথজী। তবে কি ক'রে যাবে?

রাধা। তা জানিনা! ঐ মাঠের ধারে গিয়ে হরি হরি ক'রে ডাক্‌ব, হরি যা করেন।

নাথজী। বাবা হয়েছে, আমার মনে পড়েছে, আমাদের পাড়ার একজন লোক বৈকুণ্ঠে গিয়েছিল; চল তার কাছে নিয়ে যাই। সে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। হরির আর কে আছে?

রাধা। হরির লক্ষ্মী আছে।

নাথজী। আমি লক্ষ্মীকে দেখ্‌ব।

রাধা। ওরে অবোধ বালক! স্বয়ং হরিই তাঁর আরাধনা ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ পান না, তুই বৈকুণ্ঠে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌বি? আহা ছেলে মানুষের বুদ্ধি দেখ!

নাথজী। বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় সেই বামুনের কাছে নিয়ে যাই। আমিও কিন্তু সঙ্গে যাব!

রাধা। (স্বগত) আহা, এ ছেলেটী কে? দেখেই আসিনা কেন? (প্রকাশ্যে) কোথা চল।

নাথজী। এস বাবা, আমার সঙ্গে এস!

রাধা। একটু দাঁড়া বাবা, আমি খুদ বেঁধে আনি।

(কমলা ও রাধাকৃষ্ণের প্রস্থান)

নাথজী। এ ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখ, দুটী খুদ নিয়ে বৈকুণ্ঠে চলেছে। যাক্ একবার বৈকুণ্ঠ দর্শন ক'রে আসুক। আমি যে ব্রাহ্মণের জন্যে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে এসেছি, ব্রাহ্মণ তাতো জানেনা। সখাকে যে রাজা, শ্রীকে রাজরাণী, ব্রাহ্মণকে রাজপিতা, ব্রাহ্মণীকে রাজমাতা কর্‌ব, তাত এরা জানেনা। তবে আমার একটা রোগ আছে "পরীক্ষা" সে রোগটা আমার গেলনা। ঐ আস্‌ছে, খুদ নিয়ে আস্‌ছে।

(রাধাকৃষ্ণ রায়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাধা। ওরে বাবা তবে চল্।

নাথজী। হুঁ (স্বগত) লোকে যে আমায় বলে শঠ কপট ত(ঠিক্। দেখনা ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমি কতটা না চাতুরী ক'চ্ছি! ঐ দেখনা, বৈকুণ্ঠ দেখাতে স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথই চলেছেন। (প্রকাশ্যে) এস, বাবা এস। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম

উদ্যানস্থ বাটীর সম্মুখ।

সুধাকর।

সুধা। পরিচারক আমার বন্ধু, না পরিচারক আমার শত্রু! না— পরিচারক আমার শত্রু। শত্রুকে পুষে রাখা ভাল নয়, যেখানে পাব শত্রুকে বধ কর্‌ব। পরচারক আমায় বিষে ঘিরে রেখেছে,

পরিচারককে না মার্‌লে, তার রক্ত গায়ে না মাখ্‌লে এ বিষের জ্বালা যাবেনা। বিষের জ্বালা আরও বাড়্‌বে। আগে শ্রীকে হাত করি, তারপর পরিচারককে হত্যা কর্‌ব। পরিচারক যেখানে যাক্ সেইখানে তাকে হত্যা কর্‌ব।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষে দাও গো!

সুধা। কি সংবাদ?

যমুনা। সংবাদ—দূতী সংবাদ।

সুধা। দূতী আবার কে?

যমুনা। দূতী তোমার নবযুবতী, দূতী যে সংবাদ এনেছে তা শ্রবণ কর!

সুধা। আর গৌরচন্দ্রিকায় প্রয়োজন নেই শীঘ্র বল্!

যমুনা। একটু ধৈর্য্য ধর, তবে দূতী বাহিরের কথা প্রকাশ কর্‌বে।

সুধা। যমুনা! শ্রীর জন্য যে আমার প্রাণ কি হ'চ্ছে তা আমি বল্‌তে পাচ্ছিনা, আমি যে কোথায় দাঁড়িয়ে কি কথা বল্‌ছি তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি শ্রীর সংবাদ শীঘ্র বল।

যমুনা। রাই তোমার ছিন্ন ভিন্ন মলিন বেশে শ্যাম শ্যাম ক'রে ডাক্‌ছেন, আর কাঁদ্‌ছেন, শ্যামচাঁদ ঘরে নাই কোথা বাঁশী বাজাতে গেয়েছেন

সুধা। আমার কথা তাকে কিছু বল্লি?

যমুনা। বলবকি, বলবার কি সময় পেলুম, কেবল পরিচারক পরিচারক ক'চ্ছে আর কাঁদ্‌ছে।

সুধা। আমার নাম একবারও কল্লেনা?

যমুনা। না।

সুধা। ধ'রে আন্‌তে পাল্লিনে?

যমুনা। কাকে?

সুধা। শ্রীকে, শ্রীকে, আমার শ্রীকে, যে শ্রীকে দেখ্‌লেও প্রাণে সুখ আছে সেই শ্রীকে।

যমুনা। দেখুন, আমরা নিজে যাই হই, কিন্তু অন্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারি না! সতীর বল জাননা, তাই এ কথা বল্‌ছ! জগতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই, সেই অমূল্য নিধি তোমার কাছে এনে দেব? তা পার্‌বনা! আমি কলঙ্কিনী অন্যকে কলঙ্কিনী কর্‌তে পার্‌বনা!

সুধা। তুই দূর হ, নচেৎ তোকে খুন কর্ব্বো!

যমুনা। আমায় খুন কর বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই, মাথার উপর ধর্ম্ম আছে জেন; মাথার উপর ভগবান আছে জেন।

সুধা। তোর আর ধর্ম্ম দেখাতে হবেনা! তুই আমার সাম্‌নে থেকে সরে যা, এখনি সরে যা। এখনি মেরে ফেল্‌বো।

যমুনা। আমি মৃত্যুতে ভয় করি না, কিন্তু তোমার মৃত্যু নিকট।

(প্রস্থান)

(রঘুসর্দ্দারের প্রবেশ)

রঘু-স। সব প্রস্তুত! সব ঠিক্! গেলেই হয়, এখনি চল!!

সুধা। না না, তোর মিছে কথা, তোর মিছে কথা, তুই আমাকে মিছে কথা বল্‌তে এসেছিস্।

রঘু-স। দাদাঠাকুর, আমি যে কাজে আছি, সে কাজ কি মিছে হবার যো আছে? জান আমি তারাচাঁদ সর্দ্দারের ছেলে—গোরাচাঁদ সর্দ্দারের নাতি—আমার সাত পুরুষ এই কাজ করে আসুছে!

সুধা। সেখানে গিয়েছিলি?

রঘু-স। হুঁ! তা আর যাইনি গা—খুব গিয়েছিলুম।

সুধা। কি দেখে এলি?

রঘু-স। খুব দেখে এলুম।

সুধা। বুড়ো বেটা কোথা?

রঘু-স। সে বেটা কোথায় ভিক্ষে কর্‌তে গেছে।

সুধা। মাগী বেটী?

রঘু-স। কোথা ঠাকুর দেখ্‌তে গেছে।

সুধা। সেই ছেলেটা?

রঘু-স। তাকে দেখ্‌তে পেলুমনা।

সুধা। শ্রীকে?

রঘু-স। দাওয়ায় বসেছিল, আমার কথা শুন্‌তে পেয়ে ঘরের ভিতরে গেল।

সুধা। তোর দলে কত গুলো লোক আছে?

রঘু-স। দাদাঠাকুর, কাজ বুঝে লোক।

সুধা। একাজে কজন যাবি?

রঘু-স। দশ বার জন হলেই হবে!

সুধা। তোরা সব ঠিক হয়ে ঐ জঙ্গলের ভেতর থাকিস্, ডাক দিলেই চলে আস্‌বি।

রঘু-স। আচ্ছা হুজুর! (স্বগত) উঃ, বেটার এই কাজ, বেটাকে জব্দ কর্‌তেই হবে।　　　　(প্রস্থান)

সুধা। শ্রী আমার প্রাণের ছবি! শ্রীর জন্যে আমি সব বিসর্জ্জন দিয়েছি. হয় আজ প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব, নয় শ্রীকে আপনার কর্‌ব। শ্রী কি আমার হবে না? শ্রী কি আমার হবে না? কালিন্দি! কালিন্দি! তুই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়েছিস্, তুই আমার আশার আশা শ্রীকে আশা থেকে বঞ্চিত করেছিস্, তোকেও আজ খুন কর্‌ব, তুই থাক্‌তে আমি সুখী হ'তে পার্ব্বনা। পরিচারক! পরিচারক! সুধাকরকে অনেক যাতনা দিয়েছ, আজ

তোমার প্রাণের প্রতিমা প্রিয়তমাকে নিয়ে যাতনার জ্বালা মেটাব। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল কেন? দেহটা অবশ হ'ল কেন? সব অন্ধকার দেখ্‌ছি কেন? কে আমায় ডাক্‌লে? না—না, কিছু নয়—কিছু নয়, সব আলো, সব আলো! শ্রী! শ্রী! শ্রী! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিজন বনে কালীমূর্ত্তি।

(রঘুসর্দ্দার, কালাবাগ্দী, প্রতাপ ও ডাকাতগণ)

গীত।

সকলে।

ওমা হারা রা রা রা রা তারা।
(তুই) রণরঙ্গে ভয়ঙ্করী তোর মুখে রক্তধারা॥
সঙ্কটে বিকটে ডাক সবে অকপটে মা মা মা ব'লে।
করি আয় লাঠালাঠি, ঠোকাঠুকি তালে তালে॥
আগে নে মশাল, পরে ঢাল তরয়াল,
দে-হানা দে-হানা, পড়ুক ঝন্‌ঝনা,
বিপদে রাখিস্ বেটী ওগো সারাৎসারা॥

রঘু-স। কালা! ফুক্ দে।

কালা ও ডা-গণ। ওঃ—ওঃ—ওঃ—আঃ—আঃ—ওঃ—হা—রে—রে—রে—রে।

ঘু-স। সব হাজির ?

া-গ। হাঁ মহারাজ।

ঘু-স। প্রতাপে শালা পালায় নি তো ?

প্রতাপ। মহারাজ! আমি তোমার পায়ের গোলাম মহারাজ!

ঘু। তুমি শালা আমার অনেক মাল গাপ্ করেছ। ওরে শালা কালা, কাজ হাঁসিল কর্‌তে পার্‌বি তো ?

কালা। মহারাজ, কত বড় বড় কাজ হাঁসিল কল্লুম, আর এ কাজটা তোমার বাপের পুণ্যিতে পার্‌বনা ?

রঘু-স। মেঘ উঠ্‌লো বোলে।

কালা। জলও হ'ল বোলে।

রঘু-স। যদি ঝড় ওঠে ?

কালা। জলের জোরে আট্‌কে দেব।

রঘু-স। তুই এক দিন গদি পাবি। আর একবার কুক্ দে।

ডা-গ। ওঃ—ওঃ—ওঃ—আঃ—আঃ—ওঃ—

রঘু। সব তাড়ি খাওয়া হয়েছে ?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ।

রঘু-স। অস্ত্র শস্ত্র নিয়েছ ?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ।

রঘু স। সকলে একবার কুক্ দে।

সকলে। (কুক্ দেওন)

(সুধাকরের বেগে প্রবেশ)

সুধা। চুপ্ চুপ্ চুপ্, ভয়ঙ্কর শব্দ, বিকট নাদ, গ্রামশুদ্ধ লোক এখনি জেগে পড়্‌বে। জেগে পড়্‌লে ভয়ানক বিপদ।

রঘু-স। চোপ্‌রাও!

সুধা। আমার ভয় কচ্ছে, আমার মাথা ঘুর্‌ছে, আমার গা কাঁপ্‌ছে। না—না—না কিছু না—কিছু না।

রঘু-স। সকলে কুক্‌ দাও। (কুক্‌ দেওন ও প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাধাকৃষ্ণ রায়ের কুটীর।

শ্রী।

শ্রী। এক দিন দুদিন ক'রে আজ দুবৎসর গেল, কৈ পরিচারক তো ফিরে এল না, বোধ হয় আর আসবেনা। যত দিন যাচ্ছে, ততই যাতনা বাড়্‌ছে, সেই মধুমাখা মুখ ততই মনে পড়্‌ছে। দেখি সকলের মন সকলের কাঁছে কৈ আমার মনত আমার কাছে নেই। মন যদি আমার কাছে থাক্‌ত, তা হ'লে মনকে বোঝাতে পার্‌তুম, মন কেন চঞ্চল হও? বাবা সান্ত্বনা করেন, মা সান্ত্বনা করেন, কিন্তু এ হৃদয় যে আঁধার হয়েছে, যার জন্যে চিন্তা করি সে যে একেবারে আঁধার করেছে। সে ভিন্ন যে আমার মন শান্ত হবেনা, সে ভিন্ন যে আমার মনকে আলো কর্‌তে পার্‌বেনা। যদিও তিনি ভুলে গেছেন, আমি যে তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌বনা। যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, তত দিন তাঁর মুখখানি ভুল্‌তে পার্‌বনা। তাঁর মুখখানি মনে পড়্‌ছে, বোধ হয় যেন সেই মিষ্ট স্বর আমাকে ডাক্‌ছে। পরিচারক! সুখ যায়, কিন্তু স্মৃতি যায় না, ক্ষত যায় কিন্তু দাগ যায় না। তুমি বিদেশে গিয়েছ, তোমার রূপ হৃদয়ে আঁকা রয়েছে।

(ছায়ার প্রবেশ)

ছায়া। শ্রী! শ্রী! কাদ্‌ছিস্‌ কেন?

শ্রী। ছায়া! ছায়া! বড় দুঃখ, বড় কষ্ট, বড় যাতনা।

ছায়া। শ্রী—তোমার বাবা কোথা?

শ্রী। ছায়া—ছায়া! সংসার চলেনা, ভাইটী খেতে পায়না, আমার যন্ত্রণা দেখে বাবা কোথা বিবাগী হয়েছেন। মা বলেন—আমাদের দুঃখ দেখে, আমাদের কষ্ট দেখে, তিনি দুঃখ মোচন করবার জন্যে বৈকুণ্ঠে হরির কাছে গিয়েছেন। ছায়া—বৈকুণ্ঠে কি যাওয়া যায়? নিশ্চয় তিনি বিবাগী হয়েছেন।

ছায়া। তোমার মা?

শ্রী। মা—মাসীর বাড়ী গেছে।

ছায়া। তোমার ভাই কোথা?

শ্রী। সে তার সখার সঙ্গে খেলা করে, হয়তো [illegible]র গেহখা[illegible] রাত্রি হ'লে তার সখা রেখে যায়।

ছায়া। কে রাধ্‌লে?

শ্রী। ছায়া! ছায়া! রান্না—রান্না—(ক্রন্দন) ছায়া কি রাঁধ্‌ব, কি কোথা পাব যে রাঁধ্‌ব?

ছায়া। শ্রী—দিদি—তোর এই দশা হয়েছে? দেখ্‌ শ্রী, এই আজ সকালে আমি শ্বশুর বাড়ী থেকে আস্‌ছি। আচ্ছা আমিই রেঁধে দিচ্ছি।

শ্রী। ছায়া—ছায়া—তুমি জন্ম এয়েস্ত্রী হয়ে স্বামী সুখে ঘর কর! স্বামী তোমায় সোণার চোখে দেখুক, তোমার বাবা, মা বুড়োবুড়ী হ'য়ে মনের সুখে বেঁচে থাকুন্‌! আমায় রেঁধে দিতে হবেনা।

ছায়া। কেন দিদি, আমি রেঁধে দিলে তুমি খাবেনা?

শ্রী। ছায়া- ছায়া! (কাঁদিয়া) কি রাঁধ্‌বে? ঘরে কি আছে?

ছায়া। কেন, ঘরে কি কিছু নেই? ঘরে কি চাল নেই?

শ্রী। ছায়া—বল্‌তুমনা, বল্‌তে হলো, ভাইটের জন্যে বল্‌তে হলো, ঘরে কি কিছু আছে যে রেধে দেবে। চার্‌টী খুদ আছে তা কি ক'রে রাঁধ্‌ব? যদি কোন অতিথ্‌ আসে, তাকে কি ক'রে বিমুখ কর্‌ব?

ছায়া। (স্বগত) এতদূর হয়েছে? (প্রকাশ্যে) শ্রী! হ্যাঁ ভাই, আমার কি তুই পর, না আমি তোর পর? আমার বাড়ী আর তোর বাড়ী কি আলাদা বাড়ী? তুই দুঃখ পেলে আমি কষ্ট পাব, আমি দুঃখ পেলে তুই কষ্ট পাবি। আমি সব এনে রাঁধ্‌ছি। গোবিন ভায়া খেলিয়ে এলে বলিস্‌, তোর পোড়ারমুখী ছায়া দিদি আস্‌ছে; আমায় গাল দিয়ে তাকে একটু বসিয়ে রাখিস্‌, যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। আমি বাগ্‌দী বউকে সঙ্গে ক'রে আসছি।

শ্রী। ঘুম—ঘুম, ভাই আমার খেলিয়ে আসে, আর সথা সথা করে ডাকে, বোধ হয়—ক্ষিদে পায় বলে সথা সথা ক'রে ডাকে—আর ঘুমিয়ে পড়ে। ছায়া, ছায়া, আমার ভাইটীকে দেখিস্‌ আমি দেশ ছেড়ে চলে যাই, আর এ দেশে থাক্‌ব না, আর কাকেও কষ্ট দেব না। বাবা আমার জন্যে, আমার বিয়ের জন্যে, বিবাগী হ'ল, মাকেও আমাদের জন্যে মাসীর বাড়ী যেতে হলো, ভাইটীকে বনে বনে বেড়িয়ে বন ফল খেতে হ'ল ছায়া—ছায়া! একটু দাঁড়া, গোবিন আসুক, তুই তাকে সঙ্গে ক'রে তোর বাড়ী নিয়ে যা, আমি কোথাও চলে যাই।

ছায়া। শ্রী—তোমায় কোথাও যেতে হবে না, বাবা, মা, ভাই কেউ কষ্ট পাবেনা, বিপদে মধুসূদন আছেন তিনিই বিপদ থেকে

উদ্ধার কর্‌বেন। আমি এখনই বাড়ী থেকে আস্‌ছি, তুই একটু বোস। (স্বগত) আহা! সেই শ্রী—আহা সেই ননীর পুতলী শ্রী, আজ অন্নাভাবে মলিন হয়েছে, বাপ্‌ মা'র কষ্ট দেখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, ভাইটী খেতে পায়নি বলে চক্ষে জল ধর্‌ছেনা। পরিচারক কি নিষ্ঠুর! যে ভালবাসে, তাকে এত কষ্ট দিতে হয়? যাই—যাতে আগে দুটো ভাত পেটে যায়, তার চেষ্টা করিগে। (প্রস্থান)

(খুদ লইয়া উপবেশন)

শ্রী। (রাধাকৃষ্ণের পটের প্রতি) হরি! আমার তো কিছু নেই, যে তোমাকে দিয়ে তোমার পূজো কর্‌ব, লোকে কত কি দেয়, লোকে ছানা দেয়, মাখন দেয়, আমি কি দিয়ে পূজা কর্‌ব! দুটী খুদ আছে, তোমায় তাই দিয়ে পূজো করি। (খুদ প্রদান) হরি খাও, [illegible] পাপিনী, আমার জন্য পিতা মাতা বিবাগী, যার সঙ্গে আমার [illegible] যাকে আমি ভালবাসি, সে ও আজ বিদেশ বাসী, [illegible] বনবাসী। হরি, দয়াময়, দীননাথ, মধুসূদন! আর দুঃখ দিওনা, সকলকে দেশে এনে দাও। সকলে সুখী [illegible] হরি! তোমায় লজ্জাহীনা হয়ে [illegible] কথা জিজ্ঞাসা করি—প[illegible]ক কি আর দেশে ফির্‌বেনা? প[illegible]রক কি আমার হবেনা? বল প্রভু, একবার ঘাড় নেড়ে বল! মধু[illegible] বিপদ থেকে উদ্ধার কর। পিপাসা পেয়েছে হরির প্রসাদ খেয়ে একটু জল [illegible]ই। (জল মুখে তোলন)

(নেপথ্যে) (বিকট স্বরে) রে—রে—রে

শ্রী। (চম্‌কিয়া) এ কি? একি শব্দ? [illegible]নক শব্দ। বাইরে গিয়ে একবার দেখি। [illegible] হইতে যাওন)

(নেপথ্যে)রে—রে—রে—রে।

শ্রী। বাড়ীতে ডাকাত পড়লো নাকি? ডাকাত আমাদের বাড়ীতে কি জন্যে পড়বে?

(সুধাকর ও ডাকাতগণের প্রবেশ)

ডা-গ। এই ঘরে, এই ঘরে আগুন দাও, এই ঘরে আগুন দাও, এই ঘর জ্বালিয়ে দাও, ধরে আন, ধরে আন।

শ্রী। হরি! এ আবার কি? মধুসূদন এ আবার কি? মধুসূদন মধুসূদন।

সুধা। তোমরা সব চারি দিকে লাঠি নিয়ে দাড়াও, দেখ, যেন একটা পিঁপড়ে এ বাড়ীর ভেতরে না আস্‌তে পারে। শ্রী—শ্রী—তুমি আমায় চিনেছ? আমি কে তা তুমি জেনেছ?

শ্রী। কি কি তুমি সেই সুধাকর, তুমি সেই পিশাচ সুধাকর, তুমি সেই নরকের কীট সুধাকর।

সুধা। শ্রী—শ্রী—আর কেন? আমার হবে এস, আমার প্রাণ যায় আমার হবে এস, শ্রী বড় যাতনা আমার কাছে এস। (ধরিতে অগ্রসর)

শ্রী। (দৌড়িয়ে বেড়াইয়া) সরে যা—সরে যা,—আমার কাছ থেকে সরে যা, এখনি তোর চোক্ উপ্‌ড়ে নেব, এখনি তোকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলব, ভগবান্! ভগবান্! এই কল্লে? (পলাইতে উদ্যতা)

রঘু। চোপ্‌রাও কালা বেটীকে ধরে নিয়ে যা।

শ্রী। কে আমার কাছে আসে আসুক্, দেখি কে সতী রমণীর সম্মুখে আসে আসুক; পৃথিবীতে যদি চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, আকাশে যদি পরমেশ্বর থাকে, মাথার উপর যদি ধর্ম্ম থাকে, আর আমার যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, তবে কার সাধ্য আমার কাছে আসে? এসনা, এসনা, সরে যাও—সরে যাও—

সুধা। না আমি ফিরবনা, যদি সহজে না যাও, ধরে নিয়ে যাব।

শ্রী। তুমি পাপের ভয় করনা—তুমি নরকের ভয় করনা।

সুধা। পাপে আমার ভয় নেই, পাপ আমার সহচরি, ধর্ম্মে আমার মতি নেই, অধর্ম্ম আমার সহচর, পাপের স্রোতে সমস্ত জীবন ভেসে যেতে পারি, নরকের কীট হয়ে জন্ম জন্মান্তর থাক্‌তে পারি, কিন্তু শ্রী তোমাকে চাই, আজ তোমার এক দিন, কি আমার এক দিন।

শ্রী। পরিচারক! পরিচারক! তুমি আমার হও, আর নাই হও, একবার এস, একবার তোমার বিশ্বাসী বন্ধুর বিশ্বাস দেখে যাও, কালিন্দি! কালিন্দি! তুমি এই নররাক্ষসের কাছ থেকে, একবার আমাকে বাঁচিয়ে ছিলে, আর একবার বাঁচাও! দিননাথ! তুমি দ্রৌপদীকে বস্ত্র হরণ থেকে রক্ষা করেছিলে, ধ্রুবকে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলে, প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলে, আমাকে এই নরপশুর হাত থেকে রক্ষা কর। দিননাথ! দিননাথ! দীনার প্রতি প্রসন্ন হও।

সুধা। শ্রী—শ্রী—আর না—আর না।

(ধরিতে যাওন ও শ্রী পলাইতে উদ্যত)

(পশ্চাৎদিক হইতে জান্‌লা ভাঙ্গিয়া বেগে কালিন্দীর ছোরা হস্তে প্রবেশ)

কালিন্দী। (ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক) কেরে? কেরে? সুধাকর সুধা-কর! বিষের আকর!

(সুধাকরের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

শ্রী। কাছে এস। আর কেউ কাছে এলে খুন কর্‌বো, এই ছুরিতে খুন কর্‌ব।

সুধা। শ্রী—শ্রী! ভয়ানক আঘাত, ভয়ানক যন্ত্রণা। তুমি ছুরি মাল্লেও কতকটা যাতনা কম বোধ হ'ত।

কালিন্দী। সুধাকর! বলেছিলুম, তোকে এক দিন ডেকে তোর—সর্ব্বনাশ কর্‌ব, তোকে খুন কর্‌ব, বুঝ্‌লি, এই সেই দিন! শ্রী—তোমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে এস, শীগ্‌গির এস! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! (শ্রীকে লইয়া প্রস্থান)

ডাকা-গ। পালাল—পালাল, খুন করে গেল ধর—ধর্—ধর্—ধর্।

সুধা। উঃ—ভয়ানক যাতনা!

সর্দ্দা। যদি বাঁচবার সাধ থাকে তো দে।

সুধা। সর্দ্দার! সর্দ্দার! আমি আর বাঁচ্‌ব? বড় জ্বালা।

সর্দ্দা। ওরে শালা নেমক্ হারাম! তুই বাঁচবি কি মর্‌বি তা আমার বাপ্ দাদার কি? দে শালা আমাদের দে।

সুধা। কি—দেব সর্দ্দার?

সুধা। রূপচাঁদ! রূপচাঁদ! আর কি দিবি? তোদের বাড়ীতে কি বিয়ে দিবি?

সুধা। সর্দ্দার দাদা! আমায় বাঁচাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি হাজার টাকা দেব।

সর্দ্দা। ওরে ছুঁচো ব্যাটা! কায়ে পড়্‌লে অনেক শালা দাদা বলে, টাকা চাইলে অনেক বেটা বাবা বলে। কেলো! শালাত টাকা দেবেনা, দে, শালার মুখে পোড়া মশাল গুঁজে দে।

সুধা। সর্দ্দার! জ্বালার উপর জ্বালা দিওনা! ছুরির জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি, মশাল মুখে দিলে আর বাঁচবনা।

সর্দ্দা। বাঁচবিনা তাত জানি, কোন্ দিন থেকে—জানি—জানিস্? যে দিন থেকে—তুই আমাকে রাধাদাদার বাড়ী সন্ধান নিতে

পাঠাস্—সেই দিন থেকে জানি যে তোর মরণ দশা ঘুনিয়েছে তো শালাকে কি আমি সত্যি সন্ধান দিয়েছিলুম, তোর বুদ্ধির দৌড় দেখে তোকেই জব্দ করবার পথ কল্লুম। এখন বুঝেছিস শালা? বেটা বিশ্বাসঘাতক!

সুধা। সর্দ্দার! আমার একেবারে মেরে ফেল, অসহ্য যন্ত্রণা!

সর্দ্দা। ওরে শালা! আমরা কি একেবারে মারি, আমরা রেখে রেখে মারি।

সুধা। সর্দ্দার! বড় পিপাসা, একটু জল দাও।

সর্দ্দা। ওরে শালা, একি—তোর শ্বশুর বাড়ী যে জলখাবার প্রস্তুত করে রেখেছি! কেলো! শালার হাতের নোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দে!

(কেলোর তদ্রূপ করণ)

সুধা। (বিকট চীৎকার করিয়া) বাবারে মাগো! জল—জল—সর্দ্দার একেবারে—সর্দ্দার একেবারে।

সর্দ্দা। হুঁ—হুঁ, এই বারেই একেবারের ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

সুধা। সর্দ্দার! সর্দ্দার! সত্যি, সত্যি কি আমায় মেরে ফেল্বে? যদি মার, আমার একেবারে কেটে ফেল, আর দগ্ধে মেরনা। আমায় একটু জল খেতে দিয়ে মার।

সর্দ্দা। রাখ্ শালা তোর দূতীগিরি। তোর মত নর পিশাচ বিশ্বাসঘাতককে এই রকম করেই মার্তে হয়।

সুধা। (সর্দ্দারের পায়ে ধরিয়া) সর্দ্দার! সর্দ্দার আমায় ক্ষমা কর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। জ্বলে যাচ্ছে, দেহ জ্বলে যাচ্ছে, পিপাসায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। সর্দ্দার! এ যাত্রা রক্ষা কর

সর্দ্দা। দেখ্ আমরা ডাকাত বটে, কিন্তু আমাদেরও একটা ধর্ম্ম আছে আমরা উপকার ভুলিনা আমরা বিশ্বাস ভুলিনা, আমরা বন্ধুকে

ভুলিনা, আমরা উপকারীর জন্যে প্রাণ দিয়ে থাকি, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিয়ে থাকি। আমরা টাকার জন্যে ডাকাতি করি, সতী নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করবার জন্যে ডাকাতি করিনা। আর তুই কিনা ভদ্রসন্তান হয়ে, বড় লোক পরিচয় দিয়ে, সরল বন্ধুত্ব দেখিয়ে, বন্ধুর বুকে ছুরি মেরে, সতী নারীর ধর্ম্মনাশ করবার জোগাড় কচ্ছিস্। ওরে শালার বেটা শালা নচ্ছার বেটা! তুই অতি হেয়, তুই আমাদের অপেক্ষাও অধম! যে রাধাদাদার উপকার জীবনে ভুলবনা, তুই কিনা সেই দাদাঠাকুরের মেয়েকে চুরি করবার জন্যে আমাদের নিয়ে যাস্? ওরে বেটা বোঝ্, এখন বোঝ্, কেন তোর কাজে হাত দিয়েছিলুম বোঝ্, ছলে শত্রুকে শাসন করতে হয়। আরে পাগল, তুই তখন বুঝতে পাল্লিনি, যে আমরা এত লোক থাকতে কালিন্দী বৈষ্ণবী তোকে ছুরি মেরে গেল, তোর দুর্দ্দশার শেষ হয়নি।

সুধা। মা! মাগো! একটু জল—জল দেমা! জলে মলুম, জলে মলুম। পরিচারক! পরিচারক! শ্রী! শ্রী! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখে যাও!

সর্দ্দা। সকলে কুক্ দাও—দিয়ে—শালাকে জ্যান্ত ঐ বটতলায় পুতে রেখে এস। (সুধাকরকে লইয়া সকলের প্রস্থান)